বেদ সার

বেদ-সার

প্রণেতা

শ্রীদীনবন্ধু বেদশাস্ত্রী

বেদোপদেশক, বঙ্গ-আসাম আর্য্য প্রতিনিধি সভা

শ্রীবিনোদিনী দেবী কর্ত্তৃক

"শাস্ত্রসিদ্ধ" কার্য্যালয়, ৩০, মুক্তারাম রো, কলিকাতা হইতে

প্রকাশিত।

অগ্রহায়ণ

১৩৪০
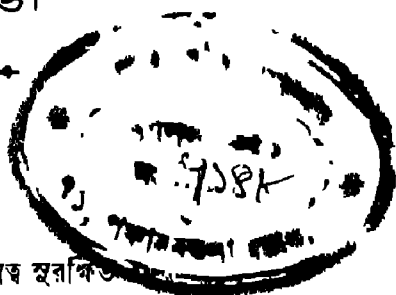
১ম সংস্করণ

মূল্য এক টাকা দুই আনা

গ্রন্থকার—
শ্রীদীনবন্ধু বেদশাস্ত্রী
৩১, মুক্তারাম রো,
কলিকাতা।

বেদসার প্রাপ্তির স্থান ঃ—
(১) "শাস্ত্রসিন্ধু" কার্য্যালয়
৩১, মুক্তারাম রো, কলিকাতা।

(২) আর্য্যসমাজ মন্দির
১৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রিণ্টার ঃ—
শ্রীসূর্য্যকুমার মান্না
ভোলানাথ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
৪০, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

গ্রন্থকারের নিবেদন

যে জাতি বেদের ন্যায় গ্রন্থকে ভুলিয়া যায় স্থায়ী উন্নতি তাহার পক্ষে কল্পনার কথা। অন্য প্রদেশের তুলনায় বঙ্গদেশের অবস্থা আরও শোচনীয়। বিজ্ঞত্বের অভিমান অনেকেরই জাগিয়াছে কিন্তু বেদপাঠের আগ্রহ জাগে নাই। যাহারা বৈদিক সিদ্ধান্তের সহিত পরিচিত হইতে ইচ্ছুক তাঁহারাও নিরুপায়। সংস্কৃতভাষার যথোপযোগী জ্ঞান অনেকের নাই। বঙ্গভাষায় বেদ অনূদিত হইয়াছে—কিন্তু অনেক স্থলেই তাহাতে ধনবানের ধন এবং পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য নিঃশেষ হইয়াছে। পাঁচ শতাধিক টাকা ব্যয় না করিলে বেদ কিনিবার উপায় নাই। ধনবান বেদপ্রেমীরা বেদ কিনিলেও সংস্কৃতের অজ্ঞতাবশতঃ ভাষ্যকারদের গহন পাণ্ডিত্য অতিক্রম করিতে পারেন না। সংস্কৃতজ্ঞ বেদপ্রেমীরা অর্থাভাবে বেদ কিনিতে পারেন না। বৈদিক সিদ্ধান্ত জানিবার জন্য বঙ্গদেশবাসীর মধ্যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে কিন্তু বঙ্গে বৈদিক সাহিত্যের বড়ই অভাব। এই অভাব মোচন করিতেই হইবে। আর্য্যসমাজের পক্ষ হইতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বৈদিক ধর্ম্ম প্রচার উপলক্ষে যতই পরিভ্রমণ করিয়াছি বৈদিক সাহিত্য প্রচারের আকাঙ্ক্ষা ততই প্রবলতর হইয়াছে। গত দশ বৎসরের কঠোর পরিশ্রমের ফলস্বরূপ আজ এই গ্রন্থ দেশবাসীর নিকট উপস্থাপিত করিতে পারিয়াছি। ইহাতে প্রাচীন ভাষ্যকারদের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে। যে সব ভাষ্যের উপর পৌরাণিক বা যাজ্ঞিক প্রভাব পড়িয়াছে তাহার সাহায্য মোটেই লওয়া হয় নাই। মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতীর বেদভাষ্যই বর্ত্তমান যুগে সমধিক আদৃত হইয়াছে। এজন্য এই গ্রন্থে তাঁহারই ভাষ্যকে অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন বিষয়ের চারিশত বেদ মন্ত্রের পদার্থ ও অনুবাদ বিন্যাস করা হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠে একজন মানবও যদি বৈদিক সাহিত্যের অমৃত রস আস্বাদন করিতে পারেন—আমার শ্রমকে সফল জ্ঞান করিব।

শ্রীদীনবন্ধু বেদশাস্ত্রী

বেদ-সঙ্কেত

বেদসার গ্রন্থে প্রত্যেক মন্ত্রের পদার্থের শেষ ভাগে সেই মন্ত্র কোন বেদের কোন স্থান হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে নিম্ন লিখিত-ভাবে তাহার উল্লেখ রহিয়াছে। ঋগ্বেদ ৫।৭।১৮ অর্থাৎ মণ্ডল ৫, সূক্ত ৭, মন্ত্র ১৮। যজুর্ব্বেদ ১৩।৭ অর্থাৎ অধ্যায় ১৩, মন্ত্র ৭। সামবেদ পূর্ব্বার্চ্চিক ৮।২।১০ অর্থাৎ পূর্ব্বার্চ্চিক-প্রপাঠক ৮, দশতি ২, মন্ত্র ১০। সামবেদ উত্তরার্চ্চিক ৩।২।৬ অর্থাৎ উত্তরার্চ্চিক-প্রপাঠক ৩, দ্বিতীয়ার্দ্ধ প্রপাঠক ২, মন্ত্র ৬। অথর্ব্ববেদ ৬।৪।৯ অর্থাৎ কাণ্ড ৬, বর্গ ৪, মন্ত্র ১। বেদমন্ত্রের মধ্যে "ঁ" চিহ্নিত বর্ণটীকে "গুম্" উচ্চারণ করিতে হইবে। ইহা "ং" অনুস্বারেরই রূপান্তর।

ঋগ্বেদের মোট মন্ত্রসংখ্যা ১০৫৮৯। সমস্ত ঋগ্বেদ ১০ মণ্ডলে, ৮৫ অনুবাকে ও ১০১৮ সূক্তে বিভক্ত। ঋগ্বেদকে অন্য ভাবেও বিভাগ করা হইয়াছে, যেমন ৮ অষ্টক, ৬৪ অধ্যায় ও ১০২৪ বর্গ। যজুর্ব্বেদের মোট মন্ত্র সংখ্যা ১৯৭৫। সমগ্র যজুর্ব্বেদ ৪০ অধ্যায়ে ও ৩০৩ অনুবাকে বিভক্ত। সামবেদের মন্ত্র সংখ্যা ১৮৯৩। সামবেদ ৩ ভাগে বিভক্ত যথা—পূর্ব্বার্চ্চিক, মহানাম্নী আর্চ্চিক ও উত্তরার্চ্চিক। মহানাম্নীকে পূর্ব্বার্চ্চিকের মধ্যেই ধরা হয়। পূর্ব্বার্চ্চিক ৪ কাণ্ডে বিভক্ত। ৪ কাণ্ড ৬ প্রপাঠকে বা ৫ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রপাঠকগুলি অর্দ্ধ প্রপাঠক ও দশতিতে বিভক্ত। উত্তরার্চ্চিকে ২১ অধ্যায় ও ৯ প্রপাঠক। এই প্রপাঠকগুলিতে অর্দ্ধ প্রপাঠক আছে, দশতি নাই কিন্তু সূক্ত আছে। অথর্ব্ববেদের মন্ত্র সংখ্যা ৫৯৭৭। অথর্ব্ববেদে ২০ কাণ্ড। এই কাণ্ডগুলি ৩৪ প্রপাঠকে বিভক্ত। ইহাতে ১১১, অনুবাক ৭৭বর্গ ও ৭৩১ সূক্ত। সমগ্র বেদে মোট মন্ত্র সংখ্যা ২০৪৩৪।

বিষয়-সূচিকা

১ম অধ্যায়—বিজ্ঞান-পর্ব্ব পৃঃ ১—৩০

২য় অধ্যায়—উপাসনা-পর্ব্ব পৃঃ ৩১—৭৬

৩য় অধ্যায়—কর্ম্ম-পর্ব্ব পৃঃ ৭৬—১৪৯

৪র্থ অধ্যায়—জ্ঞান-পর্ব্ব পৃঃ ১৪৯—১৫৫

বিষয়-সূচিকা সম্পূর্ণ

বেদ-সার

১ম অধ্যায়—বিজ্ঞান পর্ব্ব

ব্রহ্ম-বিজ্ঞান

ভূ র্ভুবঃ স্বঃ

ব্রহ্ম তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি

১ ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ১

পদার্থ ঃ—(ওঁ) পরমাত্মা (ভূঃ) প্রাণস্বরূপ (ভুবঃ) দুঃখনাশক (স্বঃ) সুখ স্বরূপ। (তৎ) সেই (সবিতুঃ) সমগ্র জগতের উৎপাদক (বরেণ্যম্) বরণ যোগ্য সর্ব্বোত্তম (ভর্গঃ) পাপনাশক তেজকে (দেবস্য) সমগ্র ঐশ্বর্য্য দাতার (ধীমহি) ধারণ করি (ধিয়ঃ) প্রজ্ঞা সমূহকে (যঃ) যিনি (নঃ) আমাদের (প্র, চোদয়াৎ) প্রেরণা দান করেন। ঋগ্বেদ ৩।৬২।১০; যজুর্ব্বেদ ৩।৩৫- ৩০।২ : সামবেদ উত্তরার্চ্চিক ৬.৩।১০।

বঙ্গানুবাদ :—পরমাত্মা প্রাণস্বরূপ, দুঃখনাশক ও সুখ স্বরূপ। তিনি আমাদের বুদ্ধিকে শুভ গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাবের দিকে চালনা করেন। সেই জগদুৎপাদক ও ঐশ্বর্য্যপ্রদাতা পরমাত্মার বরণযোগ্য পাপ-বিনাশক তেজকে আমরা ধারণ করি।১

ভাবার্থ :—পরমাত্মাই জগতের স্রষ্টা এবং জীবের কর্ম্মফলদাতা ; তিনিই জীবের একমাত্র উপাস্যদেব ;তাঁহার স্বরূপ চিন্তাই উপাসনা ; তাঁহার উপাসনা করিলে বুদ্ধিবৃত্তি শুভ গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাবের দিকে চালিত হয় এবং ইহাতেই জীবের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। ১

সং
২

বেনস্তৎপশ্যন্নিহিতং গুহা সদ্যত্র বিশ্বং ভবত্যে
কনীডম্। তস্মিন্নিদঁ সঞ্চ বিচৈতি সর্ব্বঁ
স ওতঃ প্রোতশ্চ বিভূঃ প্রজাসু॥ ২

পদার্থ :—(বেনঃ) মেধাবী পুরুষ (তৎ) সেই (পশ্যৎ) জ্ঞান দৃষ্টিতে দর্শন করেন (নিহিতম্) স্থিত (গুহা) বুদ্ধিতে (সৎ) নিত্য ব্রহ্মকে (যত্র) যাহাতে (বিশ্বম্) সর্ব্ব জগৎ (ভবতি) হয় (একনীডম্) এক আশ্রয় যুক্ত (তস্মিন্) তাহাতে (ইদম্) এই (সম্, এতি) সংযুক্ত হয় (চ) এবং (বি, চ) পৃথকও হয় (সর্ব্বম্) সর্ব্ব জগৎ (সঃ) সেই (ওতঃ) দৈর্ঘ্যে মিলিত (প্রোতঃ) প্রস্থে মিলিত (চ) এবং (বিভূঃ) ব্যাপক (প্রজাসু) প্রজা সমূহে। যজুর্ব্বেদ ৩২।৮।

বঙ্গানুবাদ :—যাহাতে সর্ব্বজগৎ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে সেই বুদ্ধিগম্য চেতন ব্রহ্মকে মেধাবী পুরুষ জ্ঞান দৃষ্টিতে দর্শন করেন। সর্ব্ব জগৎ প্রলয়কালে তাঁহাতে সূক্ষ্মরূপে মিলিত হয় এবং উৎপত্তিকালে পৃথক স্থূলরূপে পরিণত হয়। সেই সত্যস্বরূপ পরমাত্মা জীব ও প্রকৃতিতে ওতঃপ্রোতঃ ভাবে ব্যাপক রহিয়াছেন। ২

চিৎ নি কাব্যা বেধসঃ শশ্বত স্ক র্হস্তে দধানো
৩ নর্য্যা পুরূণি। অগ্নির্ভুবদ্রয়ি পতী রয়ীনাং
সত্রা চক্রাণো অমৃতানি বিশ্বা ॥ ৩

পদার্থ :—(নি) নিশ্চয় পূর্ব্বক (কাব্যা) জ্ঞান রাশিকে (বেধসঃ) সমগ্র বিদ্যার ধারণকর্ত্তা (শশ্বতঃ) অনাদি স্বরূপ পরমেশ্বর হইতে প্রকাশিত (কঃ) করেন (হস্তে) হাতে (দধানঃ) ধারণ করেন (নর্য্যা) মনুষ্যের হিত (পুরূণি) বহু (অগ্নিঃ) বিদ্বান্ (ভুবৎ) হন (রয়িপতিঃ) শ্রীপতি (রয়ীণাম্) ধনৈশ্বর্য্যের (সত্রা) সত্যের প্রকাশক (চক্রাণঃ) কৃত ধর্ম্মাচরণকে (অমৃতানি) মোক্ষদাতা (বিশ্বা) সর্ব্ব। ঋগ্বেদ ১।৭২।১।

অনুবাদ :—যে বিদ্বান্ পুরুষ, সর্ব্ববিদ্যার ধারণকর্ত্তা অনাদি স্বরূপ পরমেশ্বর কর্তৃক প্রকাশিত, নানাবিধ সত্যার্থের প্রকাশক, মোক্ষদাতা ও মনুষ্যের সুখের মূল জ্ঞানরাশিকে প্রত্যক্ষ পদার্থের ন্যায় হস্তে ধারণ করিয়া কৃত ধর্ম্মাচরণকে নিশ্চিতরূপে সিদ্ধ করেন তিনি অনন্ত বিদ্যাধনৈশ্বর্য্যকে রক্ষা করেন এবং অনন্ত শোভা সৌন্দর্য্যকে ধারণ করেন।৩

আনন্দ কস্ত্বা সত্যো মদানাং মꣳহিষ্টো মৎসদন্ধসঃ।
৪ দৃঢ়া চিদারুজে বসু ॥ ৪

পদার্থ :—(কঃ) সুখস্বরূপ (ত্বা) তোমাকে (সত্যঃ) নিত্য স্বরূপ পরমাত্মা (মদানাম্) আনন্দ সমূহের মধ্যে (মংহিষ্টঃ) অত্যন্ত মহিমময় (মৎসৎ) আনন্দিত করেন (অন্ধসঃ) অন্নাদি দ্বারা (দৃঢ়া) দৃঢ় (চিৎ) ও (আরুজে) দুঃখ নাশক জীবকে (বসু) ধনরত্ন। যজুর্ব্বেদ ৩৬।৫।

বঙ্গানুবাদ :—হে মনুষ্য! আনন্দসমূহের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সুখস্বরূপ, যিনি অবিনশ্বর, তিনি তোমাকে অন্নাদি পদার্থ দ্বারা আনন্দ দান করেন এবং দ্রোহশূন্য জীবকে শাশ্বত ধন প্রদান করেন।৪

এক

ন দ্বিতীয়ো ন তৃতীয় শ্চতুর্থো নাপ্যুচ্যতে।
ন পঞ্চমো ন ষষ্ঠঃ সপ্তমো নাপ্যুচ্যতে।
নাষ্টমো ন নবমো দশমো নাপ্যুচ্যতে।
য এতং দেবমেক বৃতং বেদ ॥ ৫

পদার্থ :—(ন) নহে (দ্বিতীয়ঃ) দ্বিতীয় (ন) নহে (তৃতীয়ঃ) তৃতীয় (চতুর্থঃ) চতুর্থ (ন) না (অপি) ও (উচ্যতে) কথিত হয়। (ন) নহে (পঞ্চমঃ) পঞ্চম (ন) নহে (ষষ্ঠঃ) ষষ্ঠ (সপ্তমঃ) সপ্তম (ন) না (অপি) ও (উচ্যতে) কথিত হয়। (ন), নহে (অষ্টমঃ) অষ্টম (ন) নহে (নবমঃ) নবম (দশমঃ) দশম (ন) না (অপি) ও (উচ্যতে) কথিত হয়। (যঃ) যিনি (এতং) এই (দেবং) দেবকে (একবৃতং) শুধু একা বর্ত্তমান বলিয়া (বেদ) জানেন। অথর্ব্ববেদ ১৩।৪।২। (১৬।১৭।১৮)।

বঙ্গানুবাদ :—পরমাত্মা এক, তিনি ছাড়া কেহই দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, নবম বা দশম ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত হয় না। যিনি তাঁহাকে শুধু এক বলিয়া জানেন তিনিই তাঁহাকে প্রাপ্ত হন।৫

সর্ব্বব্যাপক

৬

ঈশা বাস্য মিদঁ সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য সিদ্ধনম্ ॥ ৬

পদার্থ :—(ঈশা) পরমাত্মা দ্বারা (বাস্তম্) সর্ব্বদিক্ হইতে ব্যাপ্ত হইবার যোগ্য (ইদম্) এই (সর্ব্বম্) সব (যৎ) যাহা (কিম্) (চ) কিছু (জগত্যাম্) গমনশীল স্বষ্টিতে (জগৎ) চরপ্রাণী (তেন) সেই (ত্যক্তেন) পরিত্যক্ত জগৎ দ্বারা (ভুঞ্জীথা) ভোগের অনুভব কর (মা) না (গৃধঃ) অভিলাষ করিও (কস্য, স্বিৎ) কাহারও (ধনম্) বস্তু মাত্রের। সমগ্র গীতা এই-মন্ত্রের ভাষ্য। যজুর্ব্বেদ ৪০।১।

বঙ্গানুবাদ :—প্রকৃতি হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত সব পরিবর্ত্তনশীল সৃষ্টিতে চরপ্রাণী মাত্রই পরমাত্মা দ্বারা আচ্ছাদিত। সেই পরিত্যজ্য জগতে ভোগের অনুভব কর, কাহারও কোনও পদার্থে লোভ করিও না। ৬

মন্ত্র ৭

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বসাস্য বাহ্যতঃ ॥ ৭

পদার্থঃ—(তৎ) তাহা (এজতি) চলায়মান হয় (তৎ) তাহা (ন) না (এজতি) চলায়মান হয় (তৎ) তাহা (দূরে) দূরে (তৎ) তাহা (উ) ই (অন্তিকে) সমীপে (তৎ) তাহা (অন্তঃ) ভিতরে (অস্য) এই (সর্ব্বস্য) সকলের (তৎ) তাহা (উ) ই (সর্ব্বস্য) সকলের (অস্য) এই (বাহ্যতঃ) বাহিরে। যজুর্ব্বেদ ৪০।৫।

বঙ্গানুবাদ :—সেই পরমাত্মা পাপীর দৃষ্টি হইতে চলায়মান হন কিন্তু স্বীয় স্বরূপ হইতে চলায়মান হন না। তিনি অধার্ম্মিকের দৃষ্টি হইতে বহুদূরে এবং তিনিই ধার্ম্মিকের দৃষ্টিতে অতি নিকটে। তিনি এই সব জীব ও জগতের মধ্যে এবং প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ জগতের বাহিরে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। ৭

ভাবার্থ :—পাপী পরমাত্মাকে বুঝিতে পারে না। পরমাত্মা পুণ্যবানের নিকট প্রত্যক্ষ বিরাজমান। তিনি ভিতরে বাহিরে, দূরে নিকটে সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান। পাপী সমগ্র সংসার খুজিয়াও তাঁহাকে পায় না। ৭

সর্ব্বাধার ৮

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্দেবা
অধিবিশ্বে নিষেদুঃ। যস্তন্ন বেদ কিমৃচা
করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে ॥ ৮

পদার্থ :—(ঋচঃ) ঋগ্বেদাদি দ্বারা প্রতিপাদিত (অক্ষরে) নাশরহিত

(পরমে) প্রকৃষ্ট (ব্যোমন্) সর্ব্বব্যাপক পরমেশ্বরে (বিশ্বে) সব (দেবাঃ) পৃথিবী সূর্য্যাদি (অধি, নিষেদুঃ) আধেয় রূপে স্থিত (যঃ) যিনি (তৎ) তাঁহাকে (ন) না (বেদ) জানেন (কিম্) কি (ঋচা) বেদ চতুষ্টয় দ্বারা (করিষ্যতি) করিবেন (যে) যাঁহারা (ইৎ) ই (তৎ) তাঁহাকে (বিদুঃ) জানেন (তে) তাঁহারা (ইমে) ব্রহ্মে (ইৎ) ই (সমাসতে) সম্যক স্থিত হন। ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৩৯।

বঙ্গানুবাদ :—যে বেদ-প্রতিপাদিত, নাশ রহিত, সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সর্ব্ব ব্যাপক ব্রহ্মে পৃথিবী সূর্য্যাদি লোক লোকান্তর আধেয় রূপে স্থিত রহিয়াছে সেই পর ব্রহ্মকে যিনি জানেন না তিনি চারিবেদ দ্বারা কি করিবেন ? যিনি সেই পরব্রহ্মকে জানেন তিনিই ব্রহ্মে সম্যক স্থিতি লাভ করেন। ৮

বেদ প্রকাশক ৯

তস্মাদ্যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাꣳসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্যজু স্তস্মাদ জায়ত ॥ ৯

পদার্থ :—(তস্মাৎ) সেই (যজ্ঞাৎ) ঈশ্বর হইতে ; যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ—শতপথ ১।১।১। যজ্ঞ—বিষ্ণু, ব্যাপক ঈশ্বর হইতে (সর্ব্বহুতঃ) সর্ব্ব পূজিত (ঋচঃ) ঋগ্বেদ (সামানি) সামবেদ (জজ্ঞিরে) উৎপন্ন হয় (ছন্দাꣳসি) অথর্ব্ব বেদ (জজ্ঞিরে) উৎপন্ন হয় (তস্মাৎ) তাঁহা হইতে (যজুঃ) যজুর্ব্বেদ (তস্মাৎ) তাঁহা হইতে (অজায়ত) উৎপন্ন হয়। যজুর্ব্বেদ ৩১।৭।

বঙ্গানুবাদ :—সেই সর্ব্ব পূজ্য পরমাত্মা হইতে ঋগ্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ব বেদ ও যজুর্ব্বেদ উৎপন্ন হইয়াছে। ৯

ভাবার্থ :—যাঁহা হইতে চারিবেদ উৎপন্ন হইয়াছে তিনিই উপাস্য। প্রতি সৃষ্টির প্রারম্ভে মানব জাতির শৈশবাবস্থায় পরমাত্মা উপদেষ্টা ও রক্ষকরূপে পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি সম্পন্ন ঋষিদের স্বচ্ছ হৃদয়ে বেদবাণীর প্রেরণা দান করেন। ইহাই নৈমিত্তিক জ্ঞান। ইহার গবেষণাতেই মানবের শিক্ষা সভ্যতার জন্ম হয়। শুধু সহজাত জ্ঞান দ্বারা মানবের

সভ্যতার বিকাশ হইতে পারে না। তাই অপৌরুষেয় জ্ঞান বা ভগবৎ প্রদত্ত বেদবাণীর প্রয়োজন হয়। ৯

নিরাকার ১০

স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়ম ব্রণম স্নাবিরꣳ শুদ্ধ
মপাপ বিদ্ধম্। কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথা
তথ্যতোঽর্থান্ব্যদধাচ্ছা শ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥ ১০

পদার্থ ঃ— (সঃ) পরমাত্মা (পরি) সব দিক হইতে (অগাৎ) ব্যাপ্ত আছেন (শুক্রম্) সর্ব্ব শক্তিমান্ (অকায়ম্) শরীর রহিত (অব্রণম্) ছিদ্র রহিত (অস্নাবিরম্) স্নায়ু আদির বন্ধন রহিত (শুদ্ধম্) দোষ রহিত (অপাপবিদ্ধম্) পাপরহিত (কবিঃ) সর্ব্বজ্ঞ (মনীষী) অন্তর্য্যামী (পরিভূঃ) দুষ্টের দমন কর্ত্তা (স্বয়ম্ভূঃ) জন্মরহিত (যাথাতথ্যতঃ) যথাযথভাবে (অর্থান্) সব পদার্থের (বি) বিশেষ রূপে (অদধাৎ) বিধান করিয়াছেন (শাশ্বতীভ্যঃ) বিনাশ রহিত (প্রজাভ্যঃ) প্রজাদের জন্য। যজুর্ব্বেদ ৪০।৮।

বঙ্গানুবাদ —পরমাত্মা সর্ব্ব ব্যাপক, সর্ব্বশক্তিমান্, শরীর রহিত, রোগ-রহিত, জন্ম রহিত, শুদ্ধ, নিষ্পাপ, সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্য্যামী, দুষ্টের দমন কর্ত্তা ও অনাদি। তিনি তাঁহার শাশ্বত প্রজা জীবের জন্য যথাযথ ফলের বিধান করেন। ১০

বহুনাম ১১

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নি মাহু রথো দিব্যঃ
স সুপর্ণো গরুত্মান্। একং সদ্বিপ্রা বহুধা
বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥ ১১

পদার্থ ঃ—(ইন্দ্রম্) পরমৈশ্বর্য্য যুক্ত (মিত্রম্) মিত্র (বরুণম্) শ্রেষ্ঠ (অগ্নিম্) অগ্নি (আহুঃ) বলেন (অথ) তার পর (দিব্যঃ) দ্যুলোক-স্থিত (সঃ) সেই (সুপর্ণ) সুপালক (গরুত্মান্) মহান্ আত্মাযুক্ত (একম্)

এক (সং)' সত্য কে (বিপ্রাঃ) মেধাবী পুরুষেরা (বহুধা) বহু প্রকারে (বদন্তি) অভিহিত করেন (অগ্নিম্) সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মাকে (যমম্)' নিয়ন্তা (মাতরিশ্বানম্) বায়ু (আহুঃ) বলেন। ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৪৬।

বঙ্গানুবাদ:—এক সত্য পরব্রহ্মকে জ্ঞানীরা ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি, দিব্য, সুপর্ণ, গরুৎমান্, যম, মাতরিশ্বা আদি বহু নামে অভিহিত করেন। ১১

ভাবার্থ:—ইন্দতি পরমৈশ্বর্য্যবান্ ভবতীন্দ্রঃ; যিনি পরমৈশ্বর্য্যবান্ তিনি ইন্দ্র। মেদ্যতি স্নিহ্যতি স্নিহ্যতে বা স মিত্রঃ; যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্নেহ করেন ও প্রীতির পাত্র তিনি মিত্র। বৃণোতি ব্রিয়তে বাহসৌ বরুণঃ; যিনি বরণ করেন বা বরণ যোগ্য তিনি বরুণ। যোহঞ্চতি অচ্যতেহ গত্যাঙ্গত্যেতি বা সোহয়মগ্নিঃ; যিনি জ্ঞান স্বরূপ, সর্ব্বজ্ঞ, জ্ঞাতব্য, প্রাপ্তব্য ও পূজ্য তিনি অগ্নি। দিবি ভবঃ ইতি দিব্যঃ; যিনি জ্যোতিঃস্বরূপ তিনি দিব্য। শোভনানি পর্ণানি পালনানি যস্য সঃ সুপর্ণ; যিনি উত্তম রূপে পালন করেন তিনি সুপর্ণ। গুর্বাত্মা গরুৎমান্; মহান আত্মা যাহার তিনি গরুৎমান্। নিয়ন্তা যমঃ; যিনি নিয়ন্তা তিনি যম। মাতরিশ্বা বায়ুঃ; বাতি, গচ্ছতি, জানাতি বেতি বায়ুঃ; যিনি বেগবান বা জ্ঞান দাতা তিনি বায়ু বা মাতরিশ্বা। এইরূপ অসংখ্য নামে একই পরমাত্মার অসংখ্য গুণ, ক্রিয়া ও স্বভাবের বর্ণনা করা হয়। ১১।

অগ্নি ১২

তদেবাগ্নিস্তদাদিত্য স্তদ্বায়ু স্তদু চন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্মতা আপঃ স প্রজাপতিঃ॥ ১২

পদার্থ:—(তৎ) পরমাত্মা (এব) ই (অগ্নিঃ) জ্ঞান স্বরূপ (তৎ) তিনি (আদিত্যঃ) প্রলয় কালে সকলের গ্রহীতা (তৎ) তিনি (বায়ুঃ) অনন্ত বলশালী (তৎ) তিনি (উ) এবং (চন্দ্রমাঃ) আনন্দ স্বরূপ (তৎ) তিনি (শুক্রম্) শুদ্ধ (তৎ) তিনি (ব্রহ্ম) সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ (তাঃ) তিনি

(আপঃ) সর্ব্বব্যাপক (সঃ) তিনি (প্রজাপতিঃ) প্রজা সকলের অধীশ্বর। যজুর্ব্বেদ ৩২।১।

বঙ্গানুবাদ ঃ—সেই পরমাত্মাই অগ্নি, আদিত্য, বায়ু, চন্দ্রমা, শুক্র, ব্রহ্ম, আপ ও প্রজাপতি।১২

ভাবার্থ ঃ—একই পরমাত্মার অসংখ্য নাম তাঁহার অসংখ্য গুণ, কর্ম্ম ও স্বভাবের পরিচায়ক। ১২

ধর্ত্তা ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নি দধে পদম্।
১৩ স মূঢ়মস্য পাংসুরে ।। ১৩

পদার্থঃ—(ইদম্) এই (বিষ্ণুঃ) ব্যাপক পরমাত্মা (বি) বিবিধ ভাবে (চক্রমে) গঠন করেন (ত্রেধা) তিন প্রকারের (নিদধে) ধারণ করিয়াছেন (পদম্) জগৎকে (সম্) সম্যক প্রকারে (উঢ়ম্) তর্কদ্বারা জ্ঞাতব্য (অস্য) ইহার (পাংসুরে) সূক্ষ্ম বেণু পূর্ণ আকাশে। ঋগ্বেদ ১।২২।১৭।

বঙ্গানুবাদ ঃ—সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মা এই প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ জগৎকে বিশেষ ক্রমপূর্ব্বক রচনা করিয়াছেন। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিন প্রকারের এবং সূক্ষ্মরেণুপূর্ণ আকাশে সুব্যবস্থিত জগৎকে তিনি ধারণ করিয়াছেন। ১৩

নিয়ন্তা বিষ্ণোঃ কর্ম্মাণি পশ্যত যতো ব্রতানি পস্পশে।
১৪ ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা ।। ১৪

পদার্থ ঃ—(বিষ্ণোঃ) সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মার (কর্ম্মাণি) কর্ম্ম সমূহকে (পশ্যত) জান (যতঃ) যাহা হইতে (ব্রতানি) উত্তম কর্ম্ম সমূহকে (পস্পশে) প্রাপ্ত হয় (ইন্দ্রস্য) জীবের (যুজ্যঃ) সর্ব্বদেশ ও কালে যুক্ত (সখা) সুখ সম্পাদক। ঋগ্বেদ ১।২২।১৯।

বঙ্গানুবাদ ঃ—যিনি জীবের সহিত সর্ব্বস্থানে সর্ব্বসময়ে যুক্ত রহিয়াছেন,

যিনি সর্ব্ব সুখদাতা, যাঁহার জন্য জীব শুভকর্ম্মকে লাভ করে সেই সর্ব্ব-ব্যাপক পরমাত্মার সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কার্য্য সম্যক্ অবগত হও। ১৪

ভাবার্থ :—বিশ্বসংসার পরমাত্মার নিয়মানুসারেই চলিতেছে। এই নিয়মকে জানিলেই নিয়ন্তাকে জানা যায়। ১৪

প্রত্যক্ষ ১৫

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্॥ ১৫

পদার্থ :—(তৎ) সেই (বিষ্ণোঃ) সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মার (পরমম্) সর্ব্বোৎকৃষ্ট (পদম্) জ্ঞাতব্য তত্ত্বকে (সদা) সর্ব্বদা (পশ্যন্তি) সন্দর্শন করেন (সূরয়ঃ) জ্ঞানীরা (দিবি) দ্যুলোকে (ইব) যেমন (চক্ষুঃ) নেত্র (আততম্) বিস্তৃত। ঋগ্বেদ ১।২২।২০।

বঙ্গানুবাদ :—ধার্ম্মিক জ্ঞানীরা দ্যুলোকের বিশাল চক্ষু সূর্য্যাদির ন্যায় সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মার সেই পরম পদ সন্দর্শন করেন।১৫

ভাবার্থ :—প্রাণী যেমন সূর্য্যের সাহায্যে শুদ্ধনেত্র দ্বারা মূর্ত্তিমান পদার্থকে দর্শন করে ধার্ম্মিক বিদ্বানেরা শুদ্ধ জ্ঞাননেত্র দ্বারা তেমনই নিজের মধ্যে পরমাত্মার পরমপদ মোক্ষকে সন্দর্শন করেন। ১৫

সকল-প্রবিষ্ট ১৬

যো অগ্নৌ রুদ্রো যো অপ্স্বন্তর্য ওষধী
বীরুধ আবিবেশ। য ইমা বিশ্বা ভুবনানি
চাক্লৃপে তস্মৈ রুদ্রায় নমো অস্ত্বগ্নয়ে॥ ১৬

পদার্থ :—(যঃ) যে (অগ্নৌ) অগ্নিতে (রুদ্রঃ) পরমাত্মা (যঃ) যিনি (অপ্সু) জলে (অন্তঃ) ভিতরে (যঃ) যিনি (ওষধীঃ) বিবিধ ওষধীতে (বীরুধঃ) লতায় (আবিবেশ) প্রবিষ্ট রহিয়াছেন (যঃ) যিনি (ইমা) এই (বিশ্বা) সব (ভুবনানি) লোক লোকান্তরকে (চাক্লৃপে) রচনা করিয়াছেন (তস্মৈ) সেই (রুদ্রায়) পরমাত্মাকে (নমঃ) নমস্কার (অস্তু) হউক (অগ্নয়ে) সর্ব্বব্যাপক। অথর্ব্ববেদ ৭।৮৭।১।

বঙ্গানুবাদ :—যে পরমাত্মা অগ্নিতে, জলে, ওষধীতে ও বনস্পতিতে ব্যাপক রহিয়াছেন, যিনি এই নিখিল ভুবনকে রচনা করিয়াছেন সেই সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মাকে নমস্কার। ১৬

ধাতা ১৭

যস্মিন্ ভূমিরন্তরিক্ষং দ্যৌর্যস্মিন্নধ্যাহিতা।
যত্রাগ্নিশ্চন্দ্রমাঃ সূর্য্যো বাতস্তিষ্ঠন্ত্যার্পিতাঃ
স্কম্ভং তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ ॥ ১৭

পদার্থ :—(যস্মিন্) যাহাতে (ভূমিঃ) ভূমি (অন্তরিক্ষম্) অন্তরিক্ষ (দ্যৌঃ) আকাশ (যস্মিন্) যাহাতে (অধি, আহিতা) দৃঢ় স্থাপিত (যত্র) যাহাতে (অগ্নিঃ) অগ্নি (চন্দ্রমাঃ) চন্দ্রমা (সূর্য্যঃ) সূর্য্য (বাতঃ) বায়ু (তিষ্ঠন্তি) অবস্থান করিতেছে (আর্পিতাঃ) সর্ব্বদিকে স্থাপিত (স্কম্ভম্) ধারণকর্ত্তা (তম্) তাহাকে (ব্রূহি) বলিও (কতমঃ স্বিৎ) কিরূপ (এব) নিশ্চিত রূপে (সঃ) সে। অথর্ব্ববেদ ১০।৭।১২।

বঙ্গানুবাদ :—যাহাতে ভূমি, অন্তরিক্ষ, আকাশ অধিষ্ঠিত, যাহাতে অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু এই সব দেবতা অধিষ্ঠিত তাহা নিশ্চিত রূপে কিরূপ? তাহাকে তুমি ধারণ কর্ত্তা বলিয়া জানিও। ১৭

মাতাপিতা ১৮

ত্বং হি নঃ পিতা বসো ত্বং মাতা শতক্রতো
বভূবিথ। অধা তে সুম্নমীমহে॥ ১৮

পদার্থ :—(ত্বম্) তুমি (হি) ই (নঃ) আমাদের (পিতা) পিতা (বসো) হে পরমাত্মন্! যিনি সকলের নিবাসস্থান তিনি বসু। (ত্বম্) তুমি (মাতা) মাতা (শতক্রতো) শত শত শুভকর্ম্ম সম্পাদক পরমাত্মন্ (অধা) এজন্য (তে) তোমার (সুম্নম্) উত্তমরূপে মনন (ঈমহে) করি। ঋগ্বেদ ৮।৯৮।১১।

বঙ্গানুবাদ :—হে সকলের আশ্রয়স্থল, অগণিত শুভকার্য্যের সম্পাদক

পরমাত্মন্! তুমিই আমাদের সকলের পিতা, তুমিই মাতা, এজন্য তোমাকে আমরা উত্তমরূপে মনন করি। ১৮

ঐশ্বর্যদাতা
১৯

শতং সহস্রময়ুতং ন্যর্বুদমসংখ্যেয়ং স্বমস্মিন্নি-
বিষ্টম্। তদস্য ঘ্নন্ত্যভিপশ্যত এব তস্মা
দ্দেবো রোচতে এষ এতৎ॥ ১৯

পদার্থ :—(শতম্) শত (সহস্রম্) হাজার (অযুতম্) দশ হাজার (ন্যর্বুদম্) দশ কোটি (অসংখ্যেয়ম্) অপরিমেয় (স্বম্) ধন (অস্মিন্) পরমাত্মায় (নিবিষ্টম্) পুঞ্জীভূত (তৎ) তাঁহাকে (অস্য) পরমাত্মার (ঘ্নন্তি) প্রাপ্ত হয়। হন্ হিংসাগত্যোঃ। গচ্ছন্তি। প্রাপ্নুবন্তি। (অভিপশ্যতঃ) যাঁহারা সন্দর্শন করিয়াছেন (এব) ই (তস্মাৎ) এজন্য (দেবঃ) দিব্য গুণ যুক্ত প্রভু (রোচতে) প্রিয় হন (এষঃ) এই (এতৎ) এমন। অথর্ববেদ ১০।৮।২৪।

বঙ্গানুবাদ :—পরমাত্মাতে যে শত, সহস্র, অযুত, অর্বুদ এমন কি অপরিমেয় ধন বা শক্তি পুঞ্জীভূত আছে যাঁহারা সেই পরমাত্মাকে উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন তাঁহারাই তাহা প্রাপ্ত হন। এই অনন্ত সামর্থ্যের জন্যই সেই দিব্য গুণযুক্ত প্রভু সকলের নিকট প্রিয় বলিয়া বোধ হয়। ১৯

সর্ব্বত্র-স্থিত
২০

পরীত্য ভূতানি পরীত্য লোকান্ পরীত্য
সর্ব্বা প্রদিশো দিশশ্চ। উপস্থায় প্রথম-
জামৃত স্যাত্মনাত্মনমভি সংবিবেশ॥ ২০

পদার্থ :—(পরীত্য) সর্ব্বদিক হইতে ব্যাপ্ত করিয়া (ভূতানি) প্রাণীদের (পরীত্য) সর্ব্বদিক হইতে ব্যাপ্ত করিয়া (লোকান্) লোক লোকান্তরকে (পরীত্য) সর্ব্বদিক হইতে হই ব্যাপ্ত করিয়া (সর্ব্বা) সব (প্রদিশঃ) ঈশানাদি উপদিককে (দিশঃ) পূর্ব্বাদি দিককে (চ)

এবং উপর নীচে (উপস্থায়) সম্যকরূপে সেবন করিয়া (প্রথমজাম্) প্রথম কল্পাদিতে উৎপন্ন বেদবাণীকে (ঋতস্য) সত্যের (আত্মনা) স্বীয় শুদ্ধ স্বরূপ দ্বারা (আত্মানম্) স্বরূপকে (অভি, সম্, বিবেশ) সম্যক প্রবেশ করে। যজুর্ব্বেদ ৩২।১১।

বঙ্গানুবাদ :—যিনি প্রাণীদিগকে, লোক লোকান্তরকে সর্বদিক ব্যাপ্ত করিয়া পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ চারি দিককে, ঈশান, বায়ু, অগ্নি, নৈঋ ৎ চারি উপদিককে এবং উপর নীচে সব দিক ব্যাপ্ত করিয়া সত্যের স্বরূপে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন বেদবাণী হৃদয়ঙ্গম করিয়া শুদ্ধ অন্তঃকরণ দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হও। ২০

প্রতিমা নাই
২১

ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্যশঃ।
হিরণ্য গর্ভ ইত্যেষ মা মা হিংসীদিত্যেষা
যস্মান্ন জাত ইত্যেষঃ॥ ২১

পদার্থ :—(ন) না (তস্য) তাঁহার (প্রতিমা) প্রতিকৃতি (অস্তি) হয় (যস্য) যাঁহার (নাম) নাম (মহৎ) বৃহৎ (যশঃ) কীর্তিকর (হিরণ্যগর্ভঃ) জ্যোতিষ্কমণ্ডলের আধার (ইতি) এই (এষঃ) ইনি (মা) না (মা) আমাকে, জীবাত্মাকে (হিংসীৎ) তাড়ণা করিও না, বিমুখ করিও না, (ইতি) এই (এষা) এই প্রার্থনা (যস্মাৎ) এবং যে জন্য (ন) নয় (জাতঃ) উৎপন্ন (ইতি) এই প্রকার (এষঃ) পরমাত্মা। যজুর্ব্বেদ ৩২।৩।

বঙ্গানুবাদ :—মহতী কীর্ত্তিতেই যাঁহার নামের স্মরণ হয়, যাঁহার গর্ভে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী স্থান পাইয়াছে বলিয়া প্রত্যক্ষ, আমাকে তোমা হইতে বিমুখ করিও না—এইরূপ ভাবে যাঁহার প্রার্থনা করিতে হয় এবং জন্ম-গ্রহণাদি করেন নাই এজন্য যাঁহার উপাসনা বিধেয় সেই পরমাত্মার কোন প্রতিকৃতি বা মূর্ত্তি নাই।২১

ভাবার্থ :—পরমাত্মার কোন প্রতিমা নাই। তাঁহাতেই বিশ্ব জগৎ অবস্থিত, এজন্য তিনি প্রত্যক্ষ। পরমাত্মা হইতে যেন বিমুখ না হই—তাঁহার নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিতে হয় এবং জন্ম মৃত্যু তাঁহাকে গ্রাস করিতে পারে না বলিয়া তিনিই উপাসনার যোগ্য। ২১

উপদেষ্টা
২২

বিজানীহ্যার্য্যান্যেচ দস্যবো বর্হিষ্মতে রন্ধয়া শাসদব্রতান্। শাকী ভব যজমানস্য চোদিতা বিশ্বেত্তা তে সধমাদেষু চাকন। ২২

পদার্থঃ—(ব) বিশেষরূপে (জানীহি) জান (আর্য্যান্) আর্য্য গণকে (যে) যাহারা (চ) এবং (দস্যবঃ) দস্যু (বর্হিষ্মতে) ধর্ম্মসাধন করিতে (রন্ধয়) হত্যা কর (শাসৎ) শাসন করিতে করিতে (অব্রতান্) ধর্ম্ম হীন দিগকে (শাকী) শক্তিমান (ভব) হও (যজমানস্য) শুভকর্ম্ম সম্পাদকের (চোদিতা) প্রেরণা দাতা (বিশ্বা) সব (ইৎ) ই (তা) সেইসব (তে) তোমার (সধমাদেষু) সুখযুক্ত স্থান সমূহে (চাকন) ইচ্ছা করি। ঋগ্বেদ ১।৫১।৮।

বঙ্গানুবাদ :—যাহারা আর্য্য বা শিষ্ট তাহাদিগকে জান এবং যাহারা দস্যু বা পরপীড়ক তাহাদিগকেও জানিয়া ধর্ম্মকার্য্য সাধনের জন্য তাহাদের অধর্ম্মকে বিনাশ কর। ধর্ম্মহীন মনুষ্যকে শিক্ষা দান কর, সঙ্গে সঙ্গে শুভকর্ম্ম সম্পাদক মনুষ্যগণের উৎসাহ দান কর ও নিজে শক্তিমান হও। সুখপূর্ণ স্থানে তোমার ক্ষমতায় সর্ব্ব প্রকারের শুভ কর্ম্ম নিষ্পন্ন হউক ইহাই আমার ইচ্ছা। ২২

ভাবার্থ :—পরমাত্মা মানবকে উপদেশ দিতেছেন যে যাহারা ধর্ম্ম যুক্ত তাহারাই আর্য্য এবং যাহারা ধর্ম্ম হীন তাহারাই দস্যু। ধর্ম্ম হীনকে যদি ধর্ম্মদান কর তবে নিজেই সুখী ও শক্তিমান হইবে। ২২

পূর্ণ ২৩ সহস্র শীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিꣳ সর্ব্বতঃ স্পৃত্বাহত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥ ২৩

পদার্থ ঃ—(সহস্র শীর্ষা) সহস্র সহস্র অর্থাৎ অসংখ্য মস্তক যুক্ত (পুরুষঃ, সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ ব্যাপক পরমেশ্বর (সহস্রাক্ষঃ) অসংখ্য নেত্রযুক্ত (সহস্রপাৎ) অসংখ্য পদযুক্ত (সঃ) তিনি ভূমিম্) জগৎকে (সর্ব্বতঃ) সব দিকে (স্পৃত্বা) ব্যাপ্ত করিয়া (অতি, অতিষ্ঠৎ) অতিক্রম করিয়া অবস্থান করেন (দশাঙ্গুলম্) পঞ্চ স্থূল ভূত ও সূক্ষ্ম ভূতের অবয়ব যুক্ত। যজুর্ব্বেদ ৩১।১।

বঙ্গানুবাদ ঃ—যাঁহার মস্তক অসংখ্য, নেত্র অসংখ্য, পদ অসংখ্য, তিনিই পরমাত্মা। তিনি বিশ্বের সর্ব্বত্র ব্যাপক হইয়া পঞ্চ স্থূলভূত ও পঞ্চ সূক্ষ্মভূতে গঠিত জগৎকে অতিক্রম করিয়া অবস্থান করিতেছেন। ২৩

চতুষ্পাদ ২৪ পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতম্ যচ্চ ভাব্যম্।
পাদোহস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদ স্যামৃতন্দিবি ॥ ২৬

পদার্থ ঃ—(পুরুষ) পুরুষ (এব) ই (ইদম্) এই (সর্ব্বম্) সব (যৎ) যাহা (ভূতম্) উৎপন্ন হইয়াছিল (যৎ) যাহা (চ) এবং (ভাব্যম্) উৎপন্ন হইবে (পাদঃ) চতুর্থাংশ (অস্য) ইহার (সর্ব্বা) সমস্ত (ভূতানি) উৎপন্ন জগৎ (ত্রিপাদ্) তিনি চতুর্থাংশ (অস্য) ইহার (অমৃত) অমৃতরূপ (দিবি) জ্যোতি স্বরূপে। সামবেদ পূর্ব্বার্চ্চিক ৬।১।৩।৫ ; ঋগ্বেদ ১০।৯০।২ ; যজুর্ব্বেদ ৩১।২।

বঙ্গানুবাদ ঃ—যে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছিল, যে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এবং যে জগৎ উৎপন্ন হইবে সকলেতেই সেই পুরুষ। সমস্ত উৎপন্ন জগৎ ও প্রাণী তাঁহার এক চরণ, তাঁহার তিন চরণ স্বীয় জ্যোতি স্বরূপে বিনাশ রহিত অমৃত রূপে অবস্থিত। ২৪

ভাবার্থ ঃ—জগৎ কার্য্যরূপ বিকার প্রাপ্ত হয়। ইহা ব্রহ্মের এক অংশ এবং অমৃত স্বরূপ সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই তিন শক্তি তিন অংশে অবস্থিত। ২৪

ব্রহ্মাণ্ডে ও পিণ্ডাণ্ডে ২৫

সোমঃ পবতে জনিতা মতীনাং জনিতা
দিবো জনিতা পৃথিব্যাঃ। জনিতাগ্নের্জনিতা
সূর্য্যস্য জনিতেন্দ্রস্য জনিতোত বিষ্ণোঃ ॥ ২৫

পদার্থ ঃ—(সোমঃ) পরমাত্মা (পবতে) প্রকাশিত হন (জনিতা) উৎপাদক (মতীনাম্) মনোবৃত্তির (জনিতা) উৎপাদক (দিবঃ) দ্যুলোক সদৃশ তেজপুঞ্জের (জনিতা) উৎপাদক (পৃথিব্যাঃ) পৃথিবী সদৃশ বিস্তৃত ত্বকের (জনিতা) উৎপাদক (অগ্নেঃ) অগ্নি সদৃশ বাণী (জনিতা) উৎপাদক (সূর্য্যস্য) সূর্য্যসদৃশ চক্ষুর (জনিতা) উৎপাদক (ইন্দ্রস্য) প্রাণ রূপ ইন্দ্রের (জনিতা) উৎপাদক (বিষ্ণোঃ) সর্ব্বব্যাপক আকাশ সদৃশ শ্রোত্রের বা হৃদয়াকাশের। সামবেদ পূর্ব্বাচিক ৬।৪।৫ ; ঋগ্বেদ ৯।৯৬।৫।

বঙ্গানুবাদ—সব মনোবৃত্তির উৎপাদক, দ্যুলোক সদৃশ তেজঃপুঞ্জের উৎপাদক, পৃথিবীর সদৃশ বিস্তৃত ত্বকের উৎপাদক, অগ্নিরূপ বাণীর উৎপাদক, সূর্য্য সদৃশ চক্ষুর উৎপাদক, প্রাণ স্বরূপ ইন্দ্রের উৎপাদক এবং সর্ব্বব্যাপক আকাশ সদৃশ শ্রোত্র বা হৃদয়াকাশের উৎপাদক পরমাত্মা সর্ব্বত্র প্রকাশিত। ২৫

ভাবার্থ ঃ—ব্রহ্মাণ্ডে ও পিণ্ডাণ্ডে পরমাত্মা সমানভাবে প্রকাশিত রহিয়াছেন। ২৫

অজাতশত্রু ২৬

অভ্রাতৃব্যো অনা ত্বমনাপিরিন্দ্র জনুষা সনাদসি।
যুধেদাপিত্বমিচ্ছসে ॥ ২৬

পদার্থঃ—(অভ্রাতৃব্যঃ) শত্রু রহিত (অনা) নায়ক রহিত (ত্বম্) তুমি (অনাপিঃ) বন্ধু রহিত (ইন্দ্র) হে পরমাত্মন্ (জনুষা) প্রকট হইবার সময়

হইতেই (সনাদ্) পুরাণপুরুষ (অসি) হও (যুধা) যোগদ্বারা (ইৎ) ই (আপিত্বম্) বন্ধুতাকে (ইচ্ছসি) চাহিয়া থাক। সামবেদ পূর্ব্বার্চিক ৫।২।১ : ঋগ্বেদ ৮।২১।১৩।

বঙ্গানুবাদ :—হে পরমাত্মন্! তুমি সর্ব্বদাই শত্রু রহিত, অজাতশত্রু নেতৃহীন নিনায়ক, বন্ধ বান্ধবহীন, অদ্বিতীয় পুরাণ পুরুষ। তবুও তুমি সম্বন্ধ সূত্রে জীবের বন্ধুত্ব ইচ্ছা কর। ২৬

ভাবার্থ :—পরমাত্মা কাহারও সাহায্য বা সহানুভূতির অপেক্ষা করেন না কিন্তু জীব তাঁহার সহিত সংযুক্ত হউক এ ইচ্ছা করেন। ২৬ ॥

জ্যোতির্ম্ময় ২৭ — আদিৎ প্রত্নস্য রেতসো জ্যোতিঃ পশ্যন্তি বাসরম্। পরো যদিধ্যতে দিবি ॥ ২৭

পদার্থ :—(আৎ) তাহা (ইৎ) ও (প্রত্নস্য) প্রাচীনকালের (রেতসঃ) বীর্য্যবান বিধাতার (জ্যোতিঃ) তেজ (পশ্যন্তি) দেখা যায় (বাসরম্) দিবাভাগে সূর্য্যরূপে (পরঃ) পরে (ইধ্যতে) প্রকাশমান (দিবি) দ্যুলোকের। সামবেদ পূর্ব্বার্চিক ১।২।১০ ; ঋগ্বেদ ৮।৬।৩০।

বঙ্গানুবাদ : দ্যুলোকেরও পরে যাহা প্রকাশমান তাহা এবং দিবাভাগে যাহা সূর্য্যরূপে দেখা যায় তাহা উভয়ই আদি কাল হইতে সেই বীর্য্যবান্ প্রভু পরমাত্মার তেজ। ২৭

স্বরাজ ২৮ — শেষে বনেষু মাতৃষু সন্ত্বা মর্ত্তাস ইন্ধতে। অতন্দ্রো হব্যং বহসি হবিষ্কৃত আদিদ্দেবেষু রাজসি ॥ ২৮

পদার্থ :—(শেষে) প্রসুপ্ত থাক (বনেষু) বনে বা আত্মায় (মাতৃষু) মাতৃগর্ভে (সম্) সম্যক প্রকারে (ত্বা) তোমাকে (মর্ত্তাসঃ) মরণশীল প্রাণিগণ (ইন্ধতে) অবগত হয় (অতন্দ্রঃ) তন্দ্রারহিত হইয়া (হব্যম্) ভোগ্যপদার্থকে (বহসি) লইয়া যাও (হবিষ্কৃতঃ) শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠাতাদের (আদিৎ) তারপর

(দেবেষু) ইন্দ্রিয়দের মধ্যে (রাজসি) প্রকাশিত হও। সামবেদ পূর্ব্বার্চিক ১।৫।২ ; ঋগ্বেদ ৮।৬০।১৫।

বঙ্গানুবাদ :—হে পরমাত্মন্! তুমি সব প্রাণীর আত্মায় এবং মাতৃগর্ভে চেতন বীজরূপে প্রসুপ্ত থাক। তোমাকে মরণশীল প্রাণিগণ প্রাপ্ত হয়। তুমি আলস্য রহিত হইয়া যাহারা শুভকর্ম্ম করে তাহাদের ভোগ্য পদার্থকে ইন্দ্রিয়গণের নিকট লইয়া যাও। তুমি ইন্দ্রিয়গণের মধ্যেও সম্যকরূপে প্রকাশিত হও। ২৮

ভাবার্থ :—পরমাত্মা আত্মায় ও ইন্দ্রিয়ে এমন কি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগতেও ব্যাপক রহিয়াছেন। শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেও তাঁহাকে অনুভব করা যায়। ২৮॥

চিন্তা ২৯

সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমন্বারভামহে।
আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণংচ বৃহস্পতিম্॥

পদার্থ :—(সোমম্) শান্তিদায়ক (রাজানম্) প্রকাশমান (বরুণম্) পাপনিবারক (অগ্নিম্) জ্ঞানস্বরূপ (অনু-আ-রভামহে) নিত্য স্মরণ করি (আদিত্যম্) অখণ্ড (বিষ্ণুম্) সর্ব্বব্যাপক (সূর্য্যম্) সর্ব্ব প্রকাশক (ব্রহ্মাণম্) সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ (চ) এবং (বৃহস্পতিম্) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পালন কর্ত্তাকে। সামবেদ পূর্ব্বার্চিক ১।১০।১।

বঙ্গানুবাদ :—আমরা সেই শান্তিদায়ক, প্রকাশমান, পাপনাশক, জ্ঞান স্বরূপ, খণ্ডরহিত, সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বপ্রকাশক এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পালক পরমাত্মাকে নিত্য স্মরণ করি। ২৯

জ্ঞানলাভ ৩০

অতীহি মন্যুষাবিণং সুষুবাংসমুপেরয়।
অস্য রাতৌ সুতং পিব॥ ৩০

পদার্থ :—(অতীহি) ত্যাগ কর (মন্যুষাবিণম্) ক্রোধ পরায়ণকে

(সুনুবাংসম্) উত্তম সঞ্চারকদিগের (উপেরয়) সর্ব্বদা নিকটেই থাক (অস্য) উহার রাতৌ) আনন্দের অবস্থায় (সুতম্) উত্তম জ্ঞানকে (পিব) আস্বাদন কর। সামবেদ পূর্ব্বার্চিক ৩।৪।১ ; ঋগ্বেদ ৮।৩২।২১।

বঙ্গানুবাদ :—হে পরমাত্মন্ তুমি ক্রোধী পুরুষকে ত্যাগ কর, শুভকর্ম্মা পুরুষের নিকটেই অবস্থান কর, এবং তাহার আনন্দের সময় তাহার শুভ বুদ্ধির অনুভব কর। ৩০

ভাবার্থ :—ইন্দ্রিয়াসক্ত পুরুষেরা পরমাত্মাকে জানিতে পারে না; সুকর্ম্মা ও স্থিরচিত্ত পুরুষেরাই তাঁহাকে লাভ করে। ৩০ ॥

জীব-বিজ্ঞান

জীব, ব্রহ্ম, প্রকৃতি ৩১

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাক শীতি ॥ ১

পদার্থ :—(দ্বা) দুই (সুপর্ণা) সুন্দর পক্ষ বিশিষ্ট (সযুজা) সমান সম্বন্ধযুক্ত (সখায়া) মিত্রের সমান বর্ত্তমান (সমানম্) এক (বৃক্ষম্) বৃক্ষের (পরি) সব দিকে (ষস্বজাতে) আশ্রয় করিয়াছে (তয়োঃ) তাহাদের মধ্যে (অন্যঃ) একটী (পিপ্পলম্) পরিপক্ক ফলকে (স্বাদু) স্বাদের জন্য (অত্তি) খায় (অনশ্নন্) না খাইয়া (অন্যঃ) অপরটী (অভি, চাকশীতি) সব দিকে দেখিতে থাকে। ঋগ্বেদ ১।১৬৪।২০।

বঙ্গানুবাদ :—সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট সম সম্বন্ধযুক্ত দুইটী পক্ষী মিত্র রূপে একই বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া আছে। তাহাদের মধ্যে একটি বৃক্ষের ফলকে

স্বাদের জন্য ভক্ষণ করে এবং অন্যটী ফলকে ভক্ষণ না করিয়া সব দিক দেখিতেছে।১

ভাবার্থ :—বৃক্ষটী জগৎ এবং দুইটী পক্ষীর একটী জীব, অন্যটি ব্রহ্ম। জীব ও ব্রহ্ম উভয়ই অনাদি। উভয়ই সখা স্বরূপ। জীব সংসারে পাপ পুণ্যের ফলভোগ করে এবং ব্রহ্ম ফল ভোগ না করিয়া সাক্ষী রূপে বর্ত্তমান। ১ ॥

মন চঞ্চল

১২

তব শরীরং পতয়িষ্ণ্বর্বন্তব চিত্তংবাতইব ধ্রজীমান্।
তব শৃঙ্গানি বিষ্ঠিতা পুরুত্রারণ্যেষু জর্ভুরাণা চরন্তি॥ ২

পদার্থ :—(তব) তোমার (শরীরম্) শরীর (পতয়িষ্ণু) পতনশীল (অর্বন) হে আত্মন্ (তব) তোমার (চিত্তম্) চিত্ত (বাতঃ) বায়ুর (ইব) সমান (ধ্রজীমান্) বেগবান্ (তব) তোমার (শৃঙ্গাণি) ইন্দ্রিয়রূপী শৃঙ্গ (বিষ্ঠিতা) বিশেষ স্থিরতার সহিত (পুরুত্রা) বড় বড় (অরণ্যেষু) বিষয় বাসনা রূপী জঙ্গল সমূহে (জর্ভুরাণা) অত্যন্ত পুষ্ট (চরন্তি) বিচরণ করে।২

ঋগ্বেদ ১।১৬৩।১১।

বঙ্গানুবাদ :—হে আত্মন্! তোমার শরীর পতনশীল, তোমার চিত্ত বায়ুর ন্যায় বেগবান, তোমার ইন্দ্রিয়রূপী পুষ্ট শৃঙ্গ সমূহ বিষয় বাসনারূপী অরণ্য সমূহে নিরন্তর বিচরণ করে। ২

ভাবার্থ :—জীবাত্মা শরীর হইতে পৃথক। ইন্দ্রিয় বিষয় বাসনায় আবদ্ধ হইলে ও মন চঞ্চল হইলে বিপদ ঘটে। ২

অমর

১৩

অপাঙ্ প্রাঙেতি স্বধয়া গৃভীতোঽমর্ত্যো মর্ত্যেনা সযোনিঃ। তা শশ্বন্তা বিষূচীনা বিয়ন্তা ন্যন্যং চিক্যুর্ন নি চিক্যুরন্যম্ ॥ ৩

পদার্থ :—(অপাঙ্) বিপরীত (প্রাঙ্) সরল (এতি) প্রাপ্ত হয়

(স্বধয়া) অন্ন জলাদি পদার্থের সহিত (গৃভীতঃ) গৃহীত (অমর্ত্যঃ) মৃত্যুহীন জীব (মর্ত্ত্যেন) মরণশীল শরীরাদির সহিত (সযোনিঃ) এক স্থানের নিবাসী হয় (তা) উভয়ে (শশ্বন্তা) সর্ব্বদা বিভক্ত (বিষূচীনা) সর্ব্বত্র গমনশীল (বিয়ন্তা) নানারূপ কর্ম্মফল ভোগ করে, তাহাদের মধ্যে (অন্যম্) ভিন্ন (নি, চিক্যুঃ) নিরন্তর জানে, কেহ (ন) না (নি, চিক্যুঃ) নিরন্তর জানে না (অন্যম্) পৃথক। ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৩৮।

বঙ্গানুবাদ ঃ—জীবাত্মা অশুভ কার্য্য করিয়া নীচ গতি প্রাপ্ত হয় এবং শুভ কার্য্য করিয়া ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্ত হয়। সে মৃত্যুহীন, কিন্তু মরণশীল ভৌতিকদেহের সহিত একস্থানে বাস করে ও অন্ন জলাদি গ্রহণ করে। জীবাত্মা শরীর হইতে সর্ব্বদা পৃথক। কর্ম্ম ফল ভোগের জন্য সে লোক লোকান্তরে গমন করে। সে সর্ব্বত্র গমন শীল। মননশীল মনুষ্য জীবাত্মাকে শরীর হইতে পৃথক মনে করে না। ৩

রহস্যময় অব্যসশ্চ ব্যচসশ্চ বিলং বিষ্যামি মায়য়া।

২৪ তাভ্যামুদ্ধৃত্য বেদমথ কর্ম্মাণি কৃণ্মহে ॥ ৪

পদার্থ ঃ—(অব্যসঃ) অব্যাপক (চ) এবং (ব্যচসঃ) ব্যাপকের (বিলম্) রহস্যকে (বিষ্যামি) আমি উদ্‌ঘাটন করি (মায়য়া) বুদ্ধিদ্বারা (তাভ্যাম্) তাহাদের উভযের দ্বারা (উদ্ধৃত্য) গ্রহণ করিয়া (বেদম্) বেদকে (অথ) অনন্তর (কর্ম্মাণি) কর্ম্ম সমূহকে (কৃণ্মহে) আমরা করি। অথর্ব্ববেদ ১৯ ৬৮।১।

বঙ্গানুবাদ ঃ—সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মা ও অব্যাপক জীবাত্মার রহস্যকে জ্ঞানের সাহায্যে উদ্‌ঘাটন করিব। তাহাদের উভয়ের সঙ্গে বেদ জ্ঞানকে প্রাপ্ত হইয়া আমরা কর্ম্ম করিতে থাকিব। ৪ ॥

ভাবার্থ ঃ—জীবাত্মা ও পরমাত্মার রহস্যকে জানিতে হইবে। বৈদিক জ্ঞানকে লাভ করিতে হইবে এবং কর্ম্ম করিতে হইবে। ৪ ॥

পুরুষার্থী
৩৫

ইয়ং কল্যাণ্য জরা মর্ত্য সাম্মৃতা গৃহে।
যস্মৈ কৃতা শয়ে স যশ্চকার জজার সঃ ॥ ৫

পদার্থঃ—(ইয়ম্) এই আত্মদেবতা (কল্যাণী) কল্যাণকারিণী (অজরা) অজর (মর্ত্ত্যস্য) মরণশীল শরীরের (অমৃতা) অমর (গৃহে) গৃহে (যস্মৈ) যাহার জন্য (কৃতা) করা হয় (শয়ে) সুখ প্রাপ্তির জন্য (সঃ) সে (যঃ) (চকার) পুরুষার্থ করে (জজার) প্রশংসার যোগ্য হয় (সঃ) সে। অথর্ব্ববেদ ১০।৮।২৬।

বঙ্গানুবাদ :—মনুষ্যের শরীররূপী মরণশীল গৃহে অমর, অজর, মঙ্গলময় আত্মা বাস করে। যে পুরুষার্থী মনুষ্য উন্নতির জন্য পুরুষার্থ করে সেই প্রশংসনীয় হয়।৫

ভোক্তা
৩৬

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উতবা কুমারী।
ত্বং জীর্ণা দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৬

পদার্থ :—(ত্বম্) তুমি (স্ত্রী) স্ত্রী (ত্বম্) তুমি (পুমান্) পুরুষ (অসি) হও (ত্বম্) তুমি (কুমারঃ) কুমার (উত বা কুমারী) তুমিই কুমারী (ত্বম্) তুমি (জীর্ণঃ) বৃদ্ধ হইয়া (দণ্ডেন) যষ্ঠির সাহায্যে (বঞ্চসি) চল (ত্বম্) তুমি (জাতঃ ভবসি) হও (বিশ্বতোমুখঃ) সর্ব্বত্র মুখ যুক্ত। অথর্ব্ববেদ ১০।৮।২৭।

বঙ্গানুবাদ :—তুমি স্ত্রী, পুরুষ, কুমার ও কুমারী। তুমিই বৃদ্ধাবস্থায় যষ্ঠির সাহায্যে গমনাগমন কর। তোমার মুখ সর্ব্বত্র।৬।

ভাবার্থ :— আত্মায় লিঙ্গ ও বয়সের ভেদ নাই। শরীরের অবস্থাই তাহার উপর আরোপিত হয়। আত্মা প্রত্যেক ইন্দ্রিয় দ্বারা সর্ব্বত্র বিষয় ভোগ করে।৬।

পুনর্জন্ম
৩৭

উতৈষাং পিতোত বা পুত্র এষামুতৈষাং জ্যেষ্ঠ উত বা কনিষ্ঠ। একো হ দেবো মনসি প্রবিষ্টঃ প্রথমো জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ ॥ ৭

পদার্থ :—(উত) এবং (এষাম্) ইহাদের (পিতা) পিতা (উত বা) অথবা (এষাম্) ইহাদের (পুত্রঃ) পুত্র (এষাম্ উত) এবং ইহাদের (জ্যেষ্ঠ) জ্যেষ্ঠ (এষম্) ইহাদের (উত বা) অথবা (কনিষ্ঠঃ) কনিষ্ঠ (একঃ) এক (দেবঃ) দেব (মনসি ; মনে (প্রবিষ্টঃ) প্রবেশ করিয়া (প্রথমঃ) প্রথমে (জাতঃ) জন্মিয়া (সঃ) সে (গর্ভে অন্তঃ উ) গর্ভের ভিতরও আসে। অথর্ব্ববেদ ১০।৮।২৮।

বঙ্গানুবাদ :—জীবাত্মাই সম্বন্ধ বিশেষে কাহারও পিতা, কাহারও পুত্র, কাহারও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, কাহারও বা কনিষ্ঠ ভ্রাতা হয়। এই একই দেব মনে প্রবিষ্ট হইয়া একবার জন্মগ্রহণ করে এবং পরেও গর্ভে প্রবেশ লাভ করে। ৭।

... দেহী
৩৮

অষ্ট চক্রা নব দ্বারা দেবানাং পূরযোধ্যা।
তস্যাং হিরন্ময়ঃ কোশঃ স্বর্গো জ্যোতিষাবৃতঃ ॥ ৮

পদার্থঃ—(অষ্ট চক্রা) আট চক্রযুক্তা (নবদ্বারা) নব দ্বারযুক্ত (দেবানাম্) দিব্য (পূঃ) পুরি অর্থাৎ শরীর (অযোধ্যা) অতি বলশালী (তস্যাম্) তাহাতে (হিরন্ময়ঃ) প্রকাশযুক্ত (কোশঃ) কোশ (স্বর্গঃ) স্বর্গ (জ্যোতিষা) জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা দ্বারা (আবৃতঃ) আবৃত। অথর্ব্ববেদ ১০।২।৩১।

বঙ্গানুবাদ :—দিব্য পুরী অর্থাৎ মনুষ্য শরীর অত্যন্ত বলশালী। ইহা দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসিকা, এক মুখ, এক মলদ্বার ও এক মূত্রদ্বার—এই নয়টী দ্বার যুক্ত এবং ত্বক্ রক্ত মাংস মেদ অস্থি মজ্জা বীর্য্য ও

ওজঃ এই আটটী চক্রযুক্ত। ইহাতে জ্যোতিষ্মান্ কোশ আছে তাহাই স্বর্গ কারণ ইহা জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা দ্বারা আবৃত। ৮

দ্বৈত বাদ ৩৯

ন তং বিদাথ য ইমা জজানান্যদ্যু ষ্মাকমন্তরং বভূব।
নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা চাসুতৃপ উক্থশাসশ্চরন্তি॥৯

পদার্থ ঃ—(ন) না (তম্) তাহাকে (বিদাথ) জানিতেছ (যঃ) যিনি (ইমাঃ) এই সবকে (জজান) উৎপন্ন করিয়াছেন (অন্যৎ) তুমি ছাড়া সে (যুষ্মাকম্) তোমাদের (অন্তরম্) মধ্যে (বভূব) বিরাজমান (নীহারেণ) কুয়াসা দ্বারা (প্রাবৃতাঃ) আবৃত (জল্প্যাঃ) শুষ্ক তর্ক দ্বারা (চ) এবং (অসুতৃপঃ) বিষয় ভোগকে একমাত্র লক্ষ্য করে (উক্থশাসঃ) শাস্ত্রপাঠী (চরন্তি) বিচরণ করে। যজুর্ব্বেদ ১৭।৩১। ঋগ্বেদ ১০।৮২।৬।

বঙ্গানুবাদ ঃ—হে মনুষ্য ! সেই পরমাত্মাকে বুঝিতেছ না। তিনি এই জগৎ রচনা করিয়াছেন। তিনি তোমাদের মধ্যে বিরাজমান অথচ তিনি তোমা হইতে পৃথক। বিষয়াসক্ত পুরুষেরা অবিদ্যার কুয়াশা ও শুষ্কতর্কে আবৃত থাকিয়া সাংসারিক বিষয়কেই তৃপ্তির লক্ষ্য মনে করে এবং এরূপ বহু স্তোত্র পাঠী ভক্তও ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে। ৯

মুক্তিপথ ৪০

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যু মেতি নান্য পান্থা বিদ্যতেহয়নায় ॥ ১০

পদার্থ ঃ—(বেদ) জানিয়াছি (অহম্) আমি (এতম্) এই (পুরুষম্) ব্যাপক পুরুষকে (মহান্তম্) মহান্ (আদিত্য বর্ণম্) জ্যোতিঃস্বরূপ (তমসঃ) অন্ধকারের (পরস্তাৎ) পরপারে (তম্) তাহাকে (এব) ই (বিদিত্বা) জানিয়া (অতি এতি) পার হয় (মৃত্যুম্) মৃত্যুকে (ন) না (অন্যঃ) অন্য (পন্থা) পথ (বিদ্যতে) আছে (অয়নায়) পরমপদ প্রাপ্তির জন্য। যজুর্ব্বেদ ৩১।১৮।

বঙ্গানুবাদ ।—এই ব্যাপক প্রভু যিনি মহান্, জ্যোতিঃস্বরূপ ও অন্ধকারের পরপারে তাঁহাকে আমি জানিয়াছি। তাঁহাকে জানিয়াই জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারে। পরমপাদ লাভ করিবার অন্য দ্বিতীয় পন্থা নাই ।১০।

প্রকৃতি-বিজ্ঞান

নিত্য
৪১

এষা সনত্নী সনমেব জাতৈষা পুরাণী পরি সর্ব্বং বভূব। মহী দেব্যু যসো বিভাতী সৈকেনৈকেন মিষতা বিচষ্টে ॥১

পদার্থ ঃ—(এষা) এই (সনত্নী) সনাতন প্রকৃতি (সনং এব) সর্ব্বদাই (জাতাঃ) কার্য্যোৎপাদন কারিণী (এষা) এই (পুরাণী) পুরাতন (সর্ব্বম্) সব কার্য্যে (পরিবভূব) পূর্ণভাবে অবস্থান করে (মহী) মহতী (দেবী)। কান্তিময়ী (উষসঃ) কমনীয় পদার্থ সকলকে (বিভাতী) বিশেষরূপে আলোকিত করে (সা) সেই প্রকৃতি (একেন একেন) প্রত্যেক (মিষতা) গতিশীল জীবের সঙ্গে (বিচষ্টে) স্ব স্বরূপ বর্ণনা করে। অথর্ব্ববেদ ১০।৮ ৩০।

বঙ্গানুবাদ ঃ—এই নিত্য প্রকৃতি সর্ব্বদাই পরিণাম যুক্তা, পুরাতন, নব নব রূপ ধারিণী এবং সর্ব্ব কার্য্যে করণ রূপে বিরাজমানা। প্রত্যেক গতিশীল জীবের সঙ্গেই এই প্রকৃতি নিজের স্বরূপ ও সত্তা প্রকাশ করিতেছে। ১

নিযমিত
৪২

অবিবৈ নাম দেবতর্তেনাস্তে পরীবৃতা।
তস্যা রূপেণেমে বৃক্ষা হরিতা হরিতস্রজঃ ॥ ২

পদার্থ ঃ— (অবিঃ নাম) প্রকৃতি নামক (বৈ) নিশ্চতরূপে (দেবতা)

দিব্য গুণ যুক্ত পদার্থ (ঋতেন) সত্য নিয়মে (আস্তে) আছে (পরীবৃতা) আবৃত (তস্যাঃ) তাহার (রূপেণ) রূপদ্বারা (ইমে) এই (বৃক্ষাঃ) বৃক্ষসমূহ (হরিতাঃ) শ্যামল (হরিত স্রজঃ) শ্যাম বর্ণের মাল্যযুক্ত। অথর্ব্ববেদ ১০।৮।৩১।

বঙ্গানুবাদ ঃ—সত্য সত্যই প্রকৃতি নামক এক দেবতা সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মার নিয়মে ভিতর বাহির আচ্ছাদিত রহিয়াছে, তাহার রূপেই এই হরিৎ মাল্য শোভিত বৃক্ষরাজি হরিদ্বর্ণ ধারণ করিয়াছে।২।

অজা
৪৩

অজারে পিশঙ্গলা শ্বাবিৎ কুরুপিশঙ্গিলা।
শশ আস্কন্দমর্ষত্যহিঃ পন্থাং বিসর্পতি ॥ ৩

পদার্থ ঃ—(অজা) জন্মরহিতা প্রকৃতি (অরে) হে মনুষ্য। (পিশঙ্গিলা) প্রলয়কালে কার্য্যকে কারণরূপে লীন করে (শ্বাবিৎ) বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া (কুরুপিশঙ্গিলা) কার্য্যকে প্রকট করে (শশঃ) জ্ঞানী পুরুষ (আস্কন্দম্) প্রকৃতির পদার্থ হইতে (অর্ষতি) উল্লম্ফন করে (অহিঃ) সর্পবৎ কুটিল মনুষ্য (পন্থাম্) জন্মমৃত্যুর পথে (বি) বিবিধরূপে (সর্পতি) বিচরণ করে। যজুর্ব্বেদ ২৩।৫৬।

বঙ্গানুবাদ ঃ—হে মনুষ্য! জন্মরহিত প্রকৃতি প্রলয়কালে নিজের রূপকে সম্বরণ করে এবং সংসাররূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া রূপকে প্রকট করে। জ্ঞানী প্রকৃতির বন্ধনকে অতিক্রম করে কিন্তু কুটিলস্বভাব পুরুষ জন্ম-মৃত্যুর পথে নানাভাবে বিচরণ করে।৩

সৃষ্টি
৪৪

ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আ বভূব যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষ পরমে ব্যোমন্ৎসো অংগ বেদ
যদি বা ন বেদ ॥৪

পদার্থ ঃ—(ইয়ং) এই (বি) বিবিধ প্রকারের (সৃষ্টিঃ) সৃষ্টি (যতঃ)

যাহা হইতে (আবভূব) রচিত হইয়াছে (যদি বা দধে) তিনি কি ইহাকে ধারণ করেন (যদি বা ন) বা করেন না? (যঃ) যিনি (অস্য) ইহার (অধ্যক্ষঃ) অধিষ্ঠাতা (পরমে) গভীর (ব্যোমন্) আকাশে (সঃ) তিনি (অংগ) নিশ্চিত রূপে (বেদ) জানেন (বা ন বেদ) বা জানেন না? ঋগ্বেদ ১০।১২৯।৭

বঙ্গানুবাদ:—যে পরমাত্মা হইতে এই বিবিধ প্রকার সৃষ্টি রচিত হইয়াছে তিনি ইহাকে ধারণ করেন বা করেন না! অসীম আকাশে যিনি ইহার অধ্যক্ষ তিনি নিশ্চিতরূপে ইহাকে জানেন বা জানেন না! ৪

ভাবার্থ:—সৃষ্ট জগতের পরমাত্মাই স্রষ্টা। তিনিই ধাতা এবং তিনিই ইহার জ্ঞাতা। ৪

তিনঅংশ ৪৫

ত্রিপাদূর্দ্ধ্বঃ উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎপুনঃ।
ততো বিশ্বঙ্ ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি॥ ৫

পদার্থ:—(ত্রিপাৎ) তিন অংশযুক্ত (উর্দ্ধঃ) সংসার হইতে পৃথক (উৎ, ঐৎ) উদয়কে প্রাপ্ত হয় (পুরুষঃ) পরমেশ্বর (পাদঃ) এক অংশ (অস্য) এই পরমাত্মার (ইহ) এই জগতে (অভবৎ) হয় (পুনঃ) বার বার (ততঃ) তার পর (বিশ্বঙ্) সর্ব্বত্র অবস্থান করিয়া (বি, অক্রামৎ) বিশেষ ভাবে আচ্ছাদন করে (সাশনানশনে) ভক্ষক চেতন ও অভক্ষক জড় এই উভয়ের (অভি) প্রতি। যজুর্ব্বেদ ৩১।৪।

বঙ্গানুবাদ:—পরমাত্মা কার্য্য জগৎ হইতে পৃথক থাকিয়াও তিন অংশে প্রকাশিত হইয়াছেন। তাঁহার এক অংশের সামর্থ্য দ্বারা তিনি সব জগৎকে বার বার রচনা করেন এবং জড় ও চেতন জগতে ব্যাপক হইয়া অবস্থান করিতেছেন। ৫।

ধৃত
৪৬

অদ্ভ্যঃ সম্ভৃতঃ পৃথিব্যৈ রসাচ্চ বিশ্বকর্ম্মণঃ সমবর্ত্ত-
তাগ্রে। তস্য ত্বষ্টা বিদধদ্রূপমেতি তন্মর্ত্যস্য
দেবত্বমাজান মগ্রে ॥৬

পদার্থ :—(অদ্ভ্যঃ) জলরাশি (সম্ভৃতঃ) সম্যক্ পুষ্ট (পৃথিব্যৈঃ) পৃথিবী (রসাৎ) রসদ্বারা (চ) এবং (বিশ্বকর্ম্মণঃ) যাহার আশ্রয়ে সব কার্য্য সম্পন্ন হয়, সেই সূর্য্য হইতে (সম্, অবর্ত্তত) বর্ত্তমান থাকেন (তস্য) জগতের (ত্বষ্টা) সৃষ্টি করেন, এমন পরমাত্মা (বিদধৎ) বিধান করিয়া (রূপম্) স্বরূপকে (এতি) প্রাপ্ত হয় (তৎ) সেই (মর্ত্যস্য) মনুষ্যের (দেবত্বম্) বিদ্বত্তাকে (অজানম্) কর্ত্তব্য কর্ম্মকে (অগ্রে) আদিতে। যজুর্ব্বেদ ৩১।১৭।

বঙ্গানুবাদ :—যে জগৎ জল, পৃথিবী ও সূর্য্যরূপী রস দ্বারা পুষ্ট, তাহা আদিতে বর্ত্তমান ছিল, তাহাকে পরমাত্মাই সৃষ্টি করেন। আদিতে তিনি বিধাতা রূপে মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও জ্ঞানকে অবগত হন।৬

সৃষ্টির পূর্ব্ব
৪৭

নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নোব্যোমা
পরো যৎ। কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্ম্মন্নম্ভ
কিমাসীদ্গহনং গভীরম্ ॥৭

পদার্থ :—(তদানীম্) সেই সময় (ন) না (অসৎ) পরিবর্ত্তন শীল জগৎ (আসীৎ) ছিল (নো সৎ আসীৎ) সৎ অর্থাৎ তন্মাত্র তত্ত্বও ছিল না (রজঃ ন আসীৎ) পরমাণু পূর্ণ অন্তরিক্ষও ছিল না (যৎ পরঃব্যোমা নো) যাহার পরে আকাশও ছিল না (কুহ) কোথায় (কিম্) কি (আবরীবঃ) আবরণ ছিল (কস্য শর্ম্মন) কাহার আশ্রয়ে (কিম্) কি (গহনং গম্ভীরম্) অতি গভীর (অম্ভঃ) জল সদৃশ (আসীৎ) ছিল! ঋগ্বেদ ১০।১২৯।১।

বঙ্গানুবাদ :—এই বিশ্ব সৃষ্টির পূর্ব্বে এই পরিবর্ত্তন শীল জগৎ ছিল না,

তন্মাত্র তত্ত্ব ছিল না, পরমাণু পূর্ণ অন্তরিক্ষও ছিল না এবং যাহাতে আকাশ অবস্থিত তাহাও ছিল না। সে সময় কোথায় কি, কিসের আবরণ ছিল, কিসের আশ্রয়েই বা কি ছিল! সে সময় গভীর জলরাশিই কি ছিল! ৭

মৃত্যু ছিলনা
৪৮

ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ। আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিঞ্চ নাস॥ ৮

পদার্থ ঃ—(মৃত্যুঃ ন আসীৎ) সে সময় মৃত্যু ছিল না (তর্হি অমৃতং ন) সে জন্য অমরত্বও ছিল না (রাত্র্যাঃ অহ্নঃ) রাত্রিদিন বিভাগের (প্রকেতঃ) কোন জ্ঞান (ন আসীৎ) ছিল না (তদ্ একম্) এক তত্ত্ব (স্বধয়া) প্রকৃতির সহিত (অ-বাতম্) প্রাণ বায়ু ছাড়াই (আনীৎ) প্রাণরূপে ছিল (তস্মাৎ অন্যৎ) তাহা ছাড়া অন্য (হ) নিশ্চয়ই (কিঞ্চন-পরঃ) কেহই শ্রেষ্ঠ (ন আস) ছিল না। ঋগ্বেদ ১০।১২৯।২।

বঙ্গানুবাদ ঃ সে সময়ে মৃত্যু ছিল না সুতরাং অমরত্বও ছিল না। দিন ও রাত্রি বিভাগের কোন সঙ্কেত ছিল না। সে সময় এক আত্মতত্ত্বই প্রকৃতির সহিত বিদ্যমান ছিল। তাঁহার অস্তিত্ব প্রাণবায়ুর উপর নির্ভর করিত না। তাঁহার অপেক্ষা নিশ্চয়ই কেহ শ্রেষ্ঠ ছিল না। ৮

অন্ধকার
৪৯

তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রে ঽপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদম্। তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীৎ তপসস্তন্মহিনা জায়তৈকম্॥ ৯

পদার্থ ঃ—(অগ্রে) প্রারম্ভে (তমসা গূঢ়ম্) অন্ধকারে আচ্ছন্ন (তমঃ) মূল প্রকৃতি ছিল (ইদং সর্ব্বম্) এই সব জগৎ (অপ্রকেতম্) অজ্ঞেয় অবস্থায় (সলিলম্) জল রাশির ন্যায় একাকার (আসীৎ) ছিল (যদা) যখন (তুচ্ছ্যেন) শূন্যতা দ্বারা (আভু) ব্যাপক প্রকৃতি (অপিহিতম্)

আবৃতা ছিল (তপসঃ মহিনা) তপের মহিমায় (তৎ একম্) সে এক (জায়ত) হইল। ঋগ্বেদ ১০।১২৯।৩।

বঙ্গানুবাদ ঃ—মূল প্রকৃতি প্রথমে অন্ধকারে আবৃতা ছিল এবং এই সব জগৎ অজ্ঞেয় অবস্থায় জলরাশির ন্যায় একাকার ছিল। যখন শূন্যতা দ্বারা সেই ব্যাপক প্রকৃতি আচ্ছাদিত ছিল তখন জ্ঞানময় তপের মহিমায় এক পদার্থ রচিত হইল। ইহাই জগতের আরম্ভ। ৯

ত্রয়ঃ কেশিন ঋতুথা বিচক্ষতে সংবৎসরে বপত
এক এষাম্। বিশ্বমেকো অভিচষ্টে শচীভি
র্ধ্রাজি রেকস্য দদৃশে ন রূপম্॥ ১০

শচী
৫০

পদার্থ ঃ—(ত্রয়ঃ) তিন (কেশিনঃ) প্রকাশময় পদার্থ (ঋতুথা) নিয়মানুসার (বিক্ষোতে) বিবিধ কার্য্য করিতেছে। (এষাম্) ইহাদের মধ্যে (একঃ) এক (সংবৎসরে) সৃষ্টিকালে (বপতে) বপন করে (একঃ) এক (শচীভিঃ) শক্তি দ্বারা (বিশ্বম্) বিশ্বকে (অভিচষ্টে) দুই দিক হইতে দেখে (একস্য) একের (ধ্রাজিঃ) বেগ (দদৃশে) দৃষ্ট হয় (রূপং ন) রূপ নয়। ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৪৪।

বঙ্গানুবাদ ঃ—তিন প্রকাশময় পদার্থ সময়ানুসারে বিবিধ কার্য্য করিতেছে। ইহাদের মধ্যে ব্রহ্ম সৃষ্টি কালে বীজ বপন করে, জীব সামর্থ্য দ্বারা সংসারকে শুভ অশুভ দুই দিক হইতে ভোগ করে। প্রকৃতির শুধু বেগ দেখা যায় কিন্তু রূপ দেখা যায় না। ১০

ভাবার্থ ঃ—ব্রহ্ম জীব, ও প্রকৃতি এই তিনটী প্রকাশময় পদার্থ। ইহারা জগতের কারণ। প্রকৃতির কার্য্য চর্ম্ম চক্ষুতে দেখা যায় কিন্তু সূক্ষ্ম বলিয়া তাহার রূপ দেখা যায় না। ১০

——:০:——

২য় অধ্যায়—উপাসনা পর্ব্ব

স্তুতি

সবিতা ৫১

বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব।
যদ্ভদ্রন্তন্ন আসুব ॥ ১

পদার্থ :—হে (সবিতঃ) জগতের উৎপাদক (দেব) সুখদাতা পরমেশ্বর (নঃ) আমাদের (বিশ্বানি) সব (দুরিতানি) দুর্গুণ (পরা সুব) দূর কর (যৎ) যাহা (ভদ্রম্) কল্যাণকর (তৎ) তাহা (আ, সুব) দান কর। যজুর্ব্বেদ ৩০।৩।

বঙ্গানুবাদ :—হে জগতের উৎপত্তি কর্ত্তা সুখদাতা পরমেশ্বর! তুমি আমাদের দুঃখ ও দুর্গুণ সমূহকে দূর করিয়া যাহা শুভ, তাহাই প্রদান কর। ১

হিরণ্যগর্ভ ৫২

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ২

পদার্থ :—যিনি (হিরণ্যগর্ভঃ) জ্যোতিঃস্বরূপ (ভূতস্য) উৎপন্ন-জগতের (জাতঃ) প্রসিদ্ধ (পতিঃ) স্বামী (একঃ) একই (আসীৎ) ছিলেন, যিনি (অগ্রে) পূর্ব্বে (সমবর্ত্তত) বর্ত্তমান ছিলেন (সঃ) তিনি (ইমাম্) এই (পৃথিবীকে (উত) এবং (দ্যাম্) দ্যুলোককে (দাধার) ধারণ করিয়া আছেন (কস্মৈ) সুখ স্বরূপ (ঐ-ব্রা ৩.২১, শত ৬।২।২।৫ ॥ ৬।৪।৩।৪ ॥, কৌ-ব্রা ৫।৪ ॥, ২৪।৪, ৫।৯ ॥, নিরুক্ত ১।৪।১৪ ॥)।

(দেবায়) পরমাত্মাকে (হবিষা) প্রেমের সহিত (বিধেম) পূজা করি।
যজুর্ব্বেদ ১৩।৪

বঙ্গানুবাদ ঃ—যিনি জ্যোতিঃস্বরূপ এবং গ্রহ নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীকে গর্ভে স্থান দিয়াছেন, যিনি সমগ্র সৃষ্ট জগতের একমাত্র প্রসিদ্ধ রক্ষক এবং যিনি জগদুৎপত্তির পূর্ব্বেও বর্ত্তমান ছিলেন তিনিই এই পৃথিবী এবং সূর্য্যাদিকে ধারণ করিয়া আছেন। আমরা সেই সুখ স্বরূপ শুদ্ধ পরমাত্মাকে প্রেমের সহিত পূজা করি।

আত্মদা
৫৩

য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ। যস্য চ্ছায়াঽমৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৩

পদার্থঃ—(যঃ) যিনি (আত্মদা) আত্মজ্ঞানের দাতা (বলদা) বলদাতা (যস্য) যাঁহার (প্রশিষম্) আজ্ঞাকে (বিশ্বে) সব (দেবাঃ) দেবগণ (উপাসতে) পালন করিতেছেন (যস্য) যাঁহার (ছায়া) আশ্রয় (অমৃতম্) মোক্ষ দায়ক (যস্য) যাঁহার (মৃত্যুঃ) মৃত্যু (কস্মৈ) সুখস্বরূপ (দেবায়) পরমাত্মাকে (হবিষা) অন্তঃকরণ দ্বারা (বিধেম) পূজা করি। যজুর্ব্বেদ ২৫।১৩।

বঙ্গানুবাদঃ—যিনি আত্মজ্ঞানের ও শক্তির দাতা, সমগ্র মনুষ্য ও সূর্য্যাদি দেবতা যাঁহার আজ্ঞাকে পালন করিতেছেন, যাঁহার আশ্রয় মোক্ষদায়ক এবং যাঁহার উপাসনা না করা মৃত্যু আদি দুঃখের হেতু, আমরা সেই সুখ স্বরূপ পরমাত্মাকে অন্তঃকরণ দ্বারা উপাসনা করি। ৩

ঈশ
৫৪

যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈক ইন্দ্রাজা জগতো বভূব। য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৪

পদার্থঃ—(যঃ) যিনি (প্রাণতঃ) প্রাণী (নিমিষতঃ) অপ্রাণী (জগতঃ)

জগতের (মহিত্বা) মহিমা দ্বারা (একঃ) এক (ইৎ) ই (রাজা) রাজা (বভূব) হইয়াছেন (যঃ) যিনি (অস্য) এই (দ্বিপদঃ) দ্বিপদ (চতুষ্পদঃ চতুষ্পদকে (ঈশে) শাসন করেন (কস্মৈ) সুখ স্বরূপ (দেবায়) পরমাত্মাকে হবিষা) মনের দ্বারা (বিধেম) উপাসনা করি। যজুর্ব্বেদ ২৩।৩।

বঙ্গানুবাদ :—নিজের মহিমাবলে যিনি চেতন ও জড় জগতের রাজা, যিনি দ্বিপদ ও চতুষ্পদ প্রাণীর উপর শাসন করিতেছেন সেই আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মাকে আমরা মনের দ্বারা উপাসনা করি। ৪

নিয়ামক
৫৫

যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়া যেন স্বঃ স্তভিতং যেন নাকঃ। যো অন্তরিক্ষে রজসো বিমানঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৫

পদার্থ :—(যেন) যাঁহার দ্বারা (দ্যৌঃ) দ্যুলোক (উগ্রা) তেজস্কর (চ) এবং (পৃথিবী) পৃথিবী (দৃঢ়া) দৃঢ় রহিয়াছে (যেন) যাঁহা দ্বারা (স্বঃ) সূর্য্যাদি মণ্ডল (স্তভিতম্) ধৃত রহিয়াছে (যেন) যাঁহাদ্বারা (নাকঃ) মোক্ষ (যঃ) যিনি (অন্তরিক্ষে) অন্তরিক্ষে (রজসঃ) লোক লোকান্তর সমূহের (বিমানঃ) নিয়ামক (কস্মৈ) সুখ স্বরূপ (দেবায়) পরমাত্মাকে (হবিষা) শ্রদ্ধার সহিত (বিধেম) উপাসনা করি। যজুর্ব্বেদ ৩২।৬।

বঙ্গানুবাদ :—তেজস্কর দ্যুলোক ও পৃথিবী যাঁহা দ্বারা দৃঢ় রহিয়াছে, সূর্য্যাদি লোক লোকান্তরকে যিনি ধারণ করিয়া আছেন, যাঁহা দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়, যিনি অনন্ত শূন্যে লোকলোকান্তর সমূহের নিয়ামক, আমরা সেই আনন্দ স্বরূপ পরমাত্মাকে ভক্তির সহিত উপাসনা করি। ৫

প্রজাপতি
৫৬

প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো বিশ্বা জাতানি পরিতা বভূব। যৎ কামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তু বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্ ॥ ৬

পদার্থ :—(প্রজাপতে) হে প্রজার অধীশ্বর! (ত্বৎ) তুমি হইতে (অন্য) অন্য কেহ (তা) ওই (এতানি) এই (বিশ্বা) সব (জাতানি) উৎপন্ন পদার্থের (ন) না (পরি বভূব) দমন করে (যৎকামাঃ) যাহাকে কামনা করিয়া (তে) তোমার (জুহুমঃ) আমরা আশ্রয় লইতেছি (তৎ) তাহা (নঃ) আমাদের (অস্ত) হউক (বয়ম্) আমরা (রয়ীণাম্) ধনৈশ্বর্য্যের (পতয়ঃ) স্বামী (স্যাম) হই। ঋগ্বেদ ১০।১২১।১০।

বঙ্গানুবাদ :—হে জীব সমূহের অধীশ্বর! তুমি ভিন্ন অন্য কেহই এই জড় ও চেতন পদার্থ সমূহের দমন করিতে পারে না। আমরা যে যে পদার্থের কামনা করিয়া তোমার আশ্রয় লইয়াছি সেই সেই কামনা আমাদের সিদ্ধ হউক; আমরা ধনৈশ্বর্য্যের অধিপতি হইব। ৬

বন্ধু ৫৭

সনো বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা। যত্র দেবা অমৃত মানশানাস্তৃতীয়ে ধামন্নধ্যৈরয়ন্ত ॥ ৭

পদার্থ :—(যত্র) যেখানে (তৃতীয়ে) তৃতীয় (ধামন্) ধামে (অমৃতম্) মোক্ষকে (আনশানাঃ) প্রাপ্ত হইয়া (দেবাঃ) বিদ্বানেরা (অধি, ঐরয়ন্ত) স্বেচ্ছায় বিচরণ করেন (সঃ) তিনি (নঃ) আমাদের (বন্ধুঃ) বন্ধু (জনিতা) জনক (সঃ) তিনি (বিধাতা) বিধাতা (বিশ্বা) সকল (ধামানি) জন্ম, নাম, স্থান (ভুবনানি) লোক লোকান্তরকে (বেদ) জানেন। যজুর্ব্বেদ ৩২।১০।

বঙ্গানুবাদ :—বিদ্বানেরা যে তৃতীয় ধামে মোক্ষ সুখ লাভ করিয়া যথেচ্ছ বিচরণ করেন সেই প্রভু আমাদের বন্ধু ও জনক। তিনি সকলকে ধারণ করিয়া আছেন এবং জন্ম, নাম ও স্থান সমূহেকে অবগত আছেন। ৭

ভাবার্থ :—সর্ব্বজ্ঞ প্রভুর নিকট কিছুই অজ্ঞাত নাই। প্রথম ধাম

জীবের, দ্বিতীয় ধাম প্রকৃতির। প্রথম ধাম সুখের, দ্বিতীয় ধাম দুঃখের। পরমাত্মা এই সুখ ও দুঃখের অতীত তৃতীয় ধাম আনন্দরূপে অবস্থান করিতেছেন। ৭

কর্ণধার ৭৮

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্। যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠান্তে নম উক্তিং বিধেম ॥ ৮

পদার্থঃ—(অগ্নে) হে প্রকাশ স্বরূপ (দেব) পরমাত্মন্ (বিশ্বানি) সব (বয়ুনানি) প্রজ্ঞাকে (বিদ্বান্) জ্ঞাতা, (অস্মান্) আমাদিগকে (রায়ে) মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য (সুপথা) সুপথে (নয়) লইয়া চল (অস্মৎ) আমাদের নিকট হইতে (জুহুরাণম্) কুটিল (এনঃ) পাপকে (যুযোধি) পৃথক কর (তে) তোমার (ভূয়িষ্ঠাম্) অধিকতর (নমঃ উক্তিম্) ভক্তি (বিধেম) করিতে থাকিব। যজুর্ব্বেদ ৪০।১৬।

বঙ্গানুবাদঃ—আমরা তোমাকে অধিক হইতে অধিকতর ভক্তি করিতে থাকিব। হে প্রকাশ স্বরূপ পরমাত্মন্! তুমি সব প্রজ্ঞার জ্ঞাতা। পরমৈশ্বর্য্য মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য তুমি আমাদিগকে কল্যাণযুক্ত পথে লইয়া চল। আমাদের নিকট হইতে কুটিল পাপরাশিকে দূর কর। ৮

—·—

প্রার্থনা।

তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি। বীর্য্যমসি বীর্য্যং ময়ি ধেহি। বলমসি বলং ময়ি ধেহি। ওজোঽস্যোজোময়ি ধেহি॥ মন্যুরসি মন্যুং ময়ি ধেহি। সহোসি সহো ময়ি ধেহি॥ ১

পদার্থঃ—(তেজঃ) তেজস্বী (অসি) তুমি হও (ময়ি) আমাতে (তেজঃ) (ধেহি) স্থাপন কর (বীর্য্যম্) বীর্য্যবান্ (অসি) তুমি হও (ময়ি) আমাতে (বীর্য্যম্) বীর্য্য (ধেহি) স্থাপন কর (বলম্) বলবান (অসি) তুমি হও (ময়ি) আমাতে (বলম্) বল (ধেহি) স্থাপন কর (ওজঃ) ওজস্বী (অসি) তুমি হও (ওজঃ) ওজঃ (ময়ি) আমাতে (ধেহি) স্থাপন কর (মন্যুঃ) অধর্ম্মের দণ্ড দাতা (অসি) তুমি হও (ময়ি) আমাতে (মন্যুম্) অন্যায়ের বিরুদ্ধে ক্রোধ (ধেহি) স্থাপন কর (সহঃ) সহনশীল (অসি) তুমি হও (ময়ি) আমাতে (সহঃ) সহন শক্তি (ধেহি) স্থাপন কর। যজুর্ব্বেদ ১৯।৯।

বঙ্গানুবাদঃ—হে পরমাত্মন! তুমি তেজস্বী, আমাতে তেজ স্থাপন কর। তুমি বীর্য্যবান্, আমাতে বীর্য্য স্থাপন কর। তুমি বলবান্, আমাতে বল স্থাপন কর। তুমি ওজস্বী, আমাতে ওজঃ স্থাপন কর। তুমি অধর্ম্মের দণ্ড দাতা, আমাতে অধর্ম্ম দমনের শক্তি স্থাপন কর। তুমি সহনশীল, আমাতে সহনশক্তি স্থাপন কর। ১

মেধা ৬০

যাং মেধাং দেবগণাঃ পিতরশ্চোপাসতে। তয়া মা-
মদ্য মেধয়াগ্নে মেধাবিনং কুরু স্বাহা ॥ ২

পদার্থঃ—(দেবগণাঃ) বিদ্বানেরা (চ) এবং (পিতরঃ) রক্ষকেরা (যাম্) যে (মেধাম্) মেধাকে (উপাসতে) সেবা করেন (অগ্নে) হে পরমাত্মন্ (তয়া) সেই (মেধয়া) মেধা দ্বারা (অদ্য) আজ (মাম্) আমাকে (মেধাবিনম্) মেধাবী (কুরু) কর (সু, আ, হা) আমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতেছি। যজুর্ব্বেদ ৩২।১৪।

বঙ্গানুবাদঃ—হে পরমাত্মন্! বিদ্বানেরা ও রক্ষকেরা যে মেধাকে সেবা করিয়া থাকেন সেই মেধা দ্বারা আজ আমাকে মেধাবী কর। আমি এজন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতেছি। ২

সুখ ৬১ — শন্নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শন্নো ভবত্বর্য্যমা। শন্নো
ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শন্নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ ॥ ৩

পদার্থ ঃ—(শম্) সুখদাতা (নঃ) আমাদের জন্য (মিত্রঃ) সকলের সুখদাতা (শম্) সুখদাতা (নঃ) আমাদের জন্য (ভবতু) হউক (অর্য্যমা) ন্যায়াধীশ (শম্) সুখদাতা (নঃ) আমাদের জন্য (ইন্দ্রঃ) ঐশ্বর্য্যদাতা (বৃহস্পতিঃ) মহা শক্তিশালী (শম্) সুখদাতা (নঃ) আমাদের জন্য (বিষ্ণুঃ) সর্ব্বব্যাপক (উরুক্রমঃ) মহাপরাক্রমশালী। ঋগ্বেদ ১।৯০।৯।

বঙ্গানুবাদ ঃ—যিনি সকলের সুখদাতা, সর্ব্বোৎকৃষ্ট ন্যায়াধীশ, ঐশ্বর্য্য-দাতা, মহাশক্তিশালী ও মহাপরাক্রান্ত, তিনি আমাদের জন্য সুখ ও শান্তি দান করুন। ৩

শ্রী ৬২ — ইদং মে ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চোভে শ্রিয়মশ্নুতাম্। ময়ি
দেবা দধতু শ্রিয়মুত্তমাং তস্যৈ তে স্বাহা ॥ ৪

পদার্থ ঃ—(মে) আমার (ইদম্) এই (ব্রহ্ম) ব্রহ্মতেজ (চ) এবং (ক্ষত্রম্) ক্ষাত্রতেজ (চ উভে) এই উভয় (শ্রিয়ম্) শোভাকে (অশ্নুতাম্) প্রাপ্ত হউক (দেবাঃ) দিব্যগুণ সমূহ (ময়ি) আমাতে (উত্তমাম্) উত্তম (শ্রিয়ম্) শোভাকে (দধতু) ধারণ করুন (তস্মৈ) তাহার জন্য (তে) সেই (সু আ-হা) সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতেছি। যজুর্ব্বেদ ৩২।১৬।

বঙ্গানুবাদ ঃ—আমার ব্রহ্মতেজ ও ক্ষাত্র তেজ; আমার এই উভয় শোভাকেই প্রাপ্ত হই। দিব্যগুণসমূহ আমাতে উত্তম শোভা ধারণ করুক। এজন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতেছি। ৪

মধু ৬৩ — মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ
সন্ত্বোষধীঃ ॥ ৫

পদার্থ ঃ—(ঋতায়তে) সত্যময় পুরুষের জন্য (বাতা) বায়ুগণ (মধু)

মধু (ক্ষরন্তি) বর্ষণ করিতেছে (সিন্ধবঃ) সিন্ধুগণ (মধু) মধু ক্ষরণ করিতেছে (নঃ) আমাদের জন্য (ওষধীঃ) খাদ্য সমূহ (মাধ্বীঃ) মধুময় (সন্তু) হউক। ঋগ্বেদ ১।৯০।৬।

বঙ্গানুবাদ :—সত্যময় পুরুষের জন্য বায়ু ও নদী সমূহ মধু বর্ষণ করিতেছে। আমাদের জন্য ওষধী সমূহ মধুময় হউক। ৫

উষা ৬৪ মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দৌরস্তু নঃ পিতা ॥ ৬

পদার্থ :—(মধু) মধু হউক (নক্তম্) রাত্রি (উত) এবং (উষসঃ) প্রভাত কাল (পার্থিবম্) পৃথিবীস্থ (রজঃ) ধূলি (মধুমৎ) মধুময় হউক (নঃ) আমাদের জন্য (পিতা) পুষ্টিদায়ক (দ্যৌ) দ্যুলোক (মধু) মধু (অস্তু) হউক। ঋগ্বেদ ১।৯০।৭।

বঙ্গানুবাদ :—আমাদের জন্য রাত্রি ও উষা মধুময় হউক। পৃথিবীর ধূলিকণা মধুময় হউক, বর্ষণশীল পুষ্টিকারী দ্যুলোক মধুময় হউক। ৬

গো ৬৫ মধুমান্নো বনস্পতির্মধু মাঁ অস্তু সূর্য্যঃ। মাধ্বী র্গাবো ভবন্তু নঃ ॥ ৭

পদার্থ :—(নঃ) আমাদের জন্য (বনস্পতিঃ) বনস্পতি (মধুমান্) মধুময় (সূর্য্যঃ) সূর্য্য (মধুমান্) মধুময় (অস্তু) হউক (গাবঃ) গো (নঃ) আমাদের জন্য (মাধ্বীঃ) মাধুর্য্যযুক্ত (ভবন্তু) হউক। ঋগেদ ১।৯০।৮।

বঙ্গানুবাদ :—বনস্পতি আমাদের জন্য মধুময় হউক। সূর্য্য আমাদের জন্য মধুময় হউক। গো জাতি আমাদের জন্য মাধুর্য্যময় হউক।৭

স্তুতি ৬৬ ইন্দ্র স্থাত র্হরীণাং নকিষ্টে পূর্ব্ব্য স্তুতিম্। উদানংশ শবসা ন ভন্দনা ॥ ৮

পদার্থ :—(ইন্দ্র) হে ইন্দ্র (হরীণাম্) গতিমান সূর্য্য চন্দ্রাদির (স্থাতঃ) প্রতিষ্ঠাপক (তে) তোমার (পূর্ব্বস্তুতিম্) পূর্ব্বজদের স্তুতিকে (শবসা) স্বীয় বল দ্বারা (নকিঃ) কেহই না (উদানংশ) পাইতে পারে (ন) না (ভন্দনা) বৈষয়িক সুখকর কার্য্য দ্বারা। সামবেদ-উত্তরার্চ্চিক ৮।২।১০।

বঙ্গানুবাদঃ—হে ঐশ্বর্য্যবান্ প্রভো! তুমি গতিশীল সূর্য্য চন্দ্রাদি পদার্থের প্রতিষ্ঠাপক। পূর্ব্বজ ঋষিরা তোমার যে মহিমাকে জানিয়াছেন আমরা স্বীয় বল বা বৈষয়িক সুখকর কার্য্য দ্বারা তাহা লাভ করিতে পারি না। ৮

মহত্ত্ব· ৬৭ কুবিংসু নো গবিষ্টয়ে হগ্নে সংবেষিষো রয়িম্।
উরুকৃদু রুন স্কৃধি ॥ ৯

পদার্থ—(অগ্নে) হে পরমেশ্বর! তুমি (নঃ) আমাদের (গবিষ্টয়ে) আত্মার ইষ্ট সাধনের জন্য (রয়িম্) প্রাণরূপ সামর্থ্যকে (সংবেষিষঃ) দান করিতেছ (উরুকৃৎ) মহান্ কার্য্য সম্পাদক (নঃ) আমাদিগকে (উরু কৃধি) মহান্ কর। সামবেদ্ উত্তরার্চ্চিক ৮।১ ১২।

বঙ্গানুবাদ :—হে পরমাত্মন! তুমি আমাদের আত্মার ইষ্ট সাধনের জন্য প্রাণরূপ সামর্থ্যকে দান করিতেছ। হে মহান্ কার্য্য সম্পাদক! আমাদিগকে মহান্ কর। ৯

আশিষ ৬৮ বোধন্মনা ইদস্তু নো বৃত্রহা ভূর্য্যাসুতিঃ। শৃণোতু শক্র আশিষম্ ॥ ১০

পদার্থ :—(নঃ) আমাদের (শক্রঃ) শক্তিশালী আত্মা (বৃত্রহা) তামস আবরণের নাশকর্ত্তা (ভূর্য্যাসুতিঃ) অত্যধিক সমাহিত বৃত্তিযুক্ত হইয়া (বোধন্মনা) জ্ঞানশীল (ইৎ) ই (অস্তু) হউক (আশিষম্) আশীর্ব্বাদ (শৃণোতু) শ্রবণ করুক। সামবেদ পূর্ব্বার্চ্চিক ২।৫।৬।

বঙ্গানুবাদ :—আমাদের শক্তিশালী আত্মা অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া

ও অত্যধিক সমাহিতবৃত্তি যুক্ত হইয়া জ্ঞানশীল হউক। সে শুভ কামনাকে নিজের মধ্যে শ্রবণ করুক। ১০

নমস্কার

অধিষ্ঠাতা ৬৯

যো ভূতং চ ভব্যং চ সর্ব্বং যশ্চাধিতিষ্ঠতি।
স্বর্যস্য চ কেবলং তস্মৈ জ্যেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ ॥ ১

পদার্থ ঃ—(যঃ) যিনি (ভূতম্) ভূতকালে (চ) এবং (ভব্যম্) ভবিষ্যৎকালের (চ) এবং (সর্ব্বম্) সব জগতের (অধিতিষ্ঠতি) অধিষ্ঠাতা (চ) এবং (স্বঃ) সুখ (যস্য) যাঁহার (কেবলম্) কেবল স্বরূপ (তস্মৈ) সেই (জ্যেষ্ঠায়) শ্রেষ্ঠ (ব্রহ্মণে) পরমেশ্বরকে (নমঃ) নমস্কার। অথর্ব্ববেদ ১০ কাং ৮ সূং ১ মং।

বঙ্গানুবাদঃ—যিনি ভূতকাল, ভবিষ্যৎ কাল এবং নিখিল জগতের অধিষ্ঠাতা, সুখই যাঁহার কেবল স্বরূপ সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ ব্রহ্মকে নমস্কার। ১

বিশ্বরূপ ৭০

যস্য ভূমিঃ প্রমান্তরিক্ষমুতোদরম্। দিবং যশ্চক্রে
মূর্ধানং তস্মৈ জ্যেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ ॥ ২

পদার্থঃ—(ভূমিঃ) ভূমি (যস্য) যাঁহার (প্রমা) পাদমূল (উত) এবং (অন্তরিক্ষম্) অন্তরিক্ষ (উদরম্) উদর (দিবম্) দ্যুলোককে (যঃ) যিনি (মূর্ধানম্) মস্তক (চক্রে) রচনা করিয়াছেন (তস্মৈ) সেই (জ্যেষ্ঠায়) শ্রেষ্ঠ (ব্রহ্মণে) ব্রহ্মকে (নমঃ) নমস্কার। অথর্ব্ববেদ ১০।৭।৩২।

বঙ্গানুবাদ ঃ—ভূমি যাঁহার পাদমূল সদৃশ, অন্তরিক্ষ যাঁহার উদর সদৃশ,

দ্যুলোককে যিনি মস্তক সদৃশ সৃষ্টি করিয়াছেন সেই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পুরুষ ব্রহ্মকে নমস্কার ।২

চক্ষু ৭১

যস্য সূর্য্য শ্চক্ষুশ্চন্দ্রমাশ্চপুনর্ণবঃ ।
অগ্নিং যশ্চক্রে আস্যং তস্মৈ জ্যেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ ॥৩

পদার্থঃ—(যস্য) যাঁহার (সূর্য্যঃ) সূর্য্য (চক্ষুঃ) চক্ষু (চন্দ্রমাঃ) চন্দ্র (চ) এবং (পুনর্ণবঃ) পুনরায় নূতন (অগ্নিম্) অগ্নিকে (যঃ) যিনি (চক্রে) রচনা করিয়াছেন (আস্যম্) মুখ (তস্মৈ) সেই (জ্যেষ্ঠায়) শ্রেষ্ঠ (ব্রহ্মণে) ব্রহ্মকে (নমঃ) নমস্কার। অথর্ব্ববেদ ১০।৭।৩৩।

বঙ্গানুবাদঃ—সৃষ্টির আদিতে বার বার নব নব রূপ ধারণ করিয়া সূর্য্য-চন্দ্রকে যাঁহার নেত্র সদৃশ, অগ্নিকে যিনি মুখ সদৃশ সৃষ্ট করিয়াছেন, সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ ব্রহ্মকে নমস্কার ।৩

প্রাণাপান ৭২

যস্য বাতঃ প্রাণাপানৌ চক্ষুরঙ্গিরসোঽভবন্ ।
দিশো যশ্চক্রে প্রজ্ঞানী স্তস্মৈ জ্যেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ ॥৪

পদার্থঃ—(বাতঃ) বায়ু (যস্য) যাঁহার (প্রাণাপানৌ) প্রাণ ও অপান, (চক্ষুঃ) চক্ষু (অঙ্গিরসঃ) রশ্মিসমূহ (অভবন্) হইয়াছে (দিশঃ) দিক্ সমূহ (যঃ) যিনি (চক্রে) রচনা করিয়াছেন (প্রজ্ঞানীঃ) প্রজ্ঞাসমূহ (তস্মৈ) সেই (জ্যেষ্ঠায়) শ্রেষ্ঠ (ব্রহ্মণে) ব্রহ্মকে (নমঃ) নমস্কার। অথর্ব্ব বেদ ১০।৭।৩৪।

বঙ্গানুবাদঃ—বায়ু যাঁহার প্রাণ ও অপান সদৃশ, রশ্মিসমূহ যাঁহার চক্ষু সদৃশ, দিক্ সমূহ যাঁহার প্রজ্ঞা সদৃশ, সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ ব্রহ্মকে নমস্কার ।৪

শঙ্কর ৭৩

নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায়চ নমঃ শঙ্করায় চ
ময়স্করায় চ নমঃ শিবায় চ শিবতরায়চ ॥৫

পদার্থ :—(নমঃ) নমস্কার (শম্ভবায়) কল্যাণ দাতাকে (চ) এবং (ময়োভবায়) সুখদাতাকে (চ) এবং (নমঃ) নমস্কার (শঙ্করায়) মঙ্গলময়কে, (চ) এবং (ময়স্করায়) সুখস্বরূপকে (চ) এবং (শিবায়) মঙ্গল স্বরূপকে (চ) এবং (শিবতরায়) কল্যাণ স্বরূপকে (চ) এবং। যজুর্বেদ ১৬।৪১।

বঙ্গানুবাদঃ—কল্যাণ ও সুখের কারণকে নমস্কার! কল্যাণ দাতা ও সুখদাতাকে নমস্কার! কল্যাণময় ও সুখময়কে নমস্কার।৫

স্বস্তি বাচন

পুরোহিত অগ্নি মীড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্।
৭৪ হোতারং রত্নধাতমম্॥ ১

পদার্থ :- (অগ্নিম্) জ্ঞান স্বরূপ (পুরোহিতম্) সম্মুখে স্থিত (যজ্ঞস্য) শুভকর্ম্মের (দেবম্) পরমাত্মাকে (ঋতু-ইজম্) সব ঋতুতে উপাস্য (হোতারম্) মঙ্গল দাতা (রত্নধাতমম্) রত্নের ধারণ কর্ত্তা (ঈড়ে) স্তুতি করি। ঋগ্বেদ ১।১।১।

বঙ্গানুবাদ :—শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, সব ঋতুতে পূজনীয়, অভীষ্ট ফলদাতা এবং রত্ন সমূহের ধারণকর্ত্তা, জ্ঞান স্বরূপ পরমাত্মাকে আমি স্তুতি করি।১

সহজ লভ্য সনঃ পিতেব সূনবেঽগ্নে সূপায়নো ভব।
৭৫ সচস্বা নঃ স্বস্তয়ে॥ ২

পদার্থঃ—(অগ্নে) হে জ্যোতিঃ স্বরূপ (সঃ) এইরূপে তুমি (সূনবে) পুত্রের জন্য (পিতা ইব) পিতার ন্যায় (নঃ) আমাদের জন্য (সু-উপ-অয়নঃ) সহজ লভ্য (ভব) হও (নঃ) আমাদিগকে (স্বস্তয়ে) কল্যাণের জন্য (সচস্ব) আমাদের পরস্পরকে যুক্ত কর।ঋগ্বেদ ১।১।৯।

বঙ্গানুবাদঃ—হে জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মন্! পুত্রের নিকট পিতার ন্যায় তুমি আমাদের নিকট সহজলভ্য হও। কল্যাণের জন্য তুমি আমাদের পরস্পরকে যুক্ত কর। ২

পুষ্টি ৭৬

স্বস্তি নোমিমীতামশ্বিনা ভগঃ স্বস্তি দেব্য দিতিরন র্বণঃ। স্বস্তি পূষা অসুরো দধাতুনঃ স্বস্তি দ্যাবা পৃথিবী সুচেতুনা ॥ ৩

পদার্থ :—(ভগঃ) ভজনীয় প্রভু (নঃ) আমাদের জন্য (অশ্বিনা) দিন ও রাত্রিকে (স্বস্তি) কল্যাণকারী (মিমীতাম্) করুন (দেবী) প্রকাশমান (অদিতি) অখণ্ডনীয় শক্তি (অন্-অর্বণঃ) অলসের প্রতি (স্বস্তি) উৎসাহ দাত্রী হউক (অসুর) বর্ষণকারী (পূষা) পুষ্টি দাতা প্রভু (নঃ) আমাদের (স্বস্তি) হিত (দধাতু) বিধান করুন (দ্যাবা পৃথিবী) দ্যুলোক ও ভূলোক (সুচেতুনা) চেতন জীব দ্বারা (স্বস্তি) কল্যাণ করুক। ঋগ্বেদ ৫।৫১।১১।

বঙ্গানুবাদঃ—উপাস্য প্রভু দিন ও রাত্রিকে আমাদের জন্য কল্যাণকারী করুন। প্রভুর অখণ্ডনীয় দিব্য শক্তি অলসদের অন্তরে উৎসাহের সঞ্চার করুক। পুষ্টিশক্তি সম্পন্ন বৃষ্টি কল্যাণকারিণী হউক। দ্যুলোক ও ভূলোক চেতন জীব দ্বারা আমাদের কল্যাণ সাধন করুক। ৩

সোম ৭৭

স্বস্তয়ে বায়ুমুপ ব্রবামহৈ সোমং স্বস্তি ভুবনস্য যস্পতিঃ। বৃহস্পতিং সর্বগণং স্বস্তয়ে আদিত্যাসো ভবন্তু নঃ ॥ ৪

পদার্থঃ— স্বস্তয়ে) স্বস্তির জন্য (বায়ুম্) বায়ুর (উপ, ব্রবামহৈ) কীর্তি গান করি (ভুবনস্য) ব্রহ্মাণ্ডের (যঃ) যিনি (পতিঃ) পালক (সোম্যম্) চন্দ্রের (স্বস্তি) স্বস্তির জন্য (সর্বগণম্) সকলের সহিত (বৃহস্পতিম্) পরমাত্মার

(স্বস্তয়ে) স্বস্তির জন্য (আদিত্যাসঃ) অখণ্ড পরমাত্মা (নঃ) আমাদের (স্বস্তয়ে) কল্যাণের জন্য (ভবন্তু) হউন। ঋগ্বেদ ৫।৫১।১২।

বঙ্গানুবাদ :—কল্যাণের জন্য আমরা বায়ুর কীর্তি গান করি, ব্রহ্মাণ্ডের পোষক চন্দ্রমার কীর্তি গান করি, সকলে মিলিত হইয়া পরমাত্মার কীর্তি গান করি। অখণ্ড পরমাত্মা আমাদের কল্যাণ বিধান করুন। ৪

ভবার্থ :—বায়ু ও চন্দ্রমার স্বরূপকে উপলব্ধি করিয়া তাহা কার্যে প্রয়োগ করাকে বায়ু ও চন্দ্রমার স্তুতি করা বলে। বায়ুর শক্তিরহস্য মানব সভ্যতাকে ক্রমোন্নতি দান করিতেছে। চন্দ্রমার শীতল জ্যোতি বা সোম শক্তি, ওষধি জগতের পুষ্টিদাতা এবং জীব জগতের রক্ষক। পরমাত্মাই একমাত্র উপাস্য কিন্তু জগতের মধ্যে তাঁহার যে শক্তি লুক্কায়িত আছে তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে। ৪

ঋভু ৭৮

বিশ্বে দেবা নো অদ্যা স্বস্তয়ে বৈশ্বানরো বসুরগ্নিঃ স্বস্তয়ে। দেবা অবন্তৃভবঃ স্বস্তয় স্বস্তিনো রুদ্রঃ পাত্বংহসঃ ॥ ৫

পদার্থ :—(নঃ) আমাদের প্রতি (বিশ্বে) সব (দেবাঃ) দিব্য গুণ (অদ্য) আজ (স্বস্তয়ে) মঙ্গল দায়ক হউক (বৈশ্বানরঃ) সব মানুষের মধ্যে বিরাজমান (বসুঃ) সকলের অধিষ্ঠাতা (অগ্নিঃ) অগ্নি (স্বস্তয়ে) কল্যাণ দায়ক হউক (স্বস্তয়ে) হিতের জন্য (দেবঃ) প্রকাশমান (ঋভবঃ) বিদ্বানেরা (অবন্তু) রক্ষা করুন (নঃ) আমাকে (রুদ্রঃ) পরমাত্মা (অংহসঃ) পাপ হইতে (স্বস্তি) শান্তির জন্য (পাতু) রক্ষা করুন। ঋগ্বেদ ৫।৫১।১৩।

বঙ্গানুবাদ :—দিব্যগুণ সমূহ আমার প্রতি আজ মঙ্গল দায়ক হউক, সব মনুষ্যের মধ্যে বিরাজমান এবং সকলের অধিষ্ঠাতা অগ্নি কল্যাণদায়ক হউক, প্রকাশমান বিদ্বানেরা রক্ষা করুন, পরমাত্মা আমাদিগকে পাপ হইতে শান্তির জন্য রক্ষা করুন। ৫

ঐশ্বর্য্য
৭৯

স্বস্তি মিত্রাবরুণা স্বস্তি পথ্যে রেবতি। স্বস্তি ইন্দ্র শ্চাগ্নিশ্চ স্বস্তিনো অদিতে কৃধি ॥ ৬

পদার্থ ঃ—(মিত্রাবরুণা) মিত্র ও বরুণ, প্রাণ ও অপান (স্বস্তি) কল্যাণ ময় হউক (রেবতি) ধনযুক্ত (পথ্যে) সুমার্গ (স্বস্তি) কল্যাণময় হউক (ইন্দ্রঃ) ঐশ্বর্য্য (অগ্নিঃ) অগ্নি (চ) এবং (অদিতে) হে অদিতে পর মাত্মন্! (নঃ) আমাদের (স্বস্তি) কল্যাণ (কৃধি) কর। ঋগ্বেদ ৫ ৫১।১৪।

বঙ্গানুবাদ ঃ—প্রাণ ও অপান কল্যাণময় হউক, ধনাগমের পথ কল্যাণময় হউক। ঐশ্বর্য্য ও অগ্নি কল্যাণময় হউক। হে পরমাত্মন্ আমাদের কল্যাণ সাধন কর। ৬

পন্থা
৮০

স্বস্তি পন্থামনুচরেম সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিব। পুনর্দদতাঘ্নতা জানতা সঙ্গমে মহি ॥ ৭

পদার্থ ঃ—(সূর্য্যা চন্দ্রমসৌ ইব) সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় (স্বস্তি) কল্যাণযুক্ত (পন্থাম্) পথের (অনু-চরেম) অনুগামী হইব (পুনঃ) পুনরায় (দদতা) দানশীল (অঘ্নতা) অহিংসক (জানতা) বিদ্বানের সঙ্গে (সংগমেমহি) মিলিত হইব। ঋগ্বেদ ৫।৫ ১।১৫।

বঙ্গানুবাদ ঃ—সূর্য্য ও চন্দ্রের ন্যায় আমরা কল্যাণমার্গে চলিব এবং দানশীল অহিংসক বিদ্বান্ পুরুষের সঙ্গ লাভ করিব। ৭

ভাবার্থ ঃ—চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া পর মাত্মার আজ্ঞা পালন করিব এবং সত্য পথে বিচরণ করিব। ৭

মহাপুরুষ
৮১

যে দেবানাং যজ্ঞিয়া যজ্ঞিয়ানাং মনোর্যজত্রা অমৃতা ঋতজ্ঞাঃ। তে নো রাসন্তামুরুগায়মদ্য যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ ॥ ৮

পদার্থ :—যাঁহারা (যজ্ঞিয়ানাম্) পূজ্য (দেবানাম্) দেবগণের মধ্যে (যজ্ঞিয়াঃ) পূজ্য (মনোঃ) মনুষ্য সমাজের (যজত্রা) পূজ্য (অমৃতাঃ) মৃত্যু ভয় রহিত (ঋতজ্ঞাঃ) আধ্যাত্মিক সত্যের জ্ঞাতা (তে) তাঁহারা (নঃ) আমাদিগকে (অদ্য) আজ (উরুগায়ম্) প্রশস্ত পথ (রাসন্তাম্) প্রদান করুন (যূয়ম্) আপনারা (নঃ) আমাদের (স্বস্তিভিঃ) মঙ্গলোপদেশ দ্বারা (পাত) রক্ষা করিতে থাকুন। ঋগ্বেদ ৭।৩৫।১৫।

বঙ্গানুবাদ :—যাঁহারা পূজ্য বিদ্বান্‌দের মধ্যেও পূজ্য, মনুষ্য সমাজের মধ্যে ও পূজ্য, মৃত্যু ভয় রহিত এবং সত্যবেত্তা, তাঁহারা আজ আমাদের সত্য পথের নির্দ্দেশ করুন। হে বিজ্ঞ পুরুষগণ! আপনারা আমাদিগকে কল্যাণকর উপদেশ দ্বারা রক্ষা করুন। ৮

দুগ্ধ
৮২

যেভ্যো মাতা মধুমৎ পিন্বতে পয়ঃ পিযূষং দ্যৌর দিতিরদ্রি বর্হাঃ। উক্থশুষ্মান্ বৃষভরান্ স্বপ্ন-সন্তাং আদিত্যাং অনুমদা স্বস্তয়ে ॥ ৯

পদার্থ :— (যেভ্যঃ) যাঁহাদের জন্য (মাতা) মাতা (দ্যৌঃ) দিব্য গুণযুক্ত (অদ্রিবর্হাঃ) মেঘযুক্ত (অদিতিঃ) পৃথিবী (পয়ঃ) দুগ্ধ (পীযূষম্) অমৃত (পিন্বতে) বর্ষণ করে (তান্) সেই (উক্থ-শুষ্মান্) প্রশংসনীয় (বৃষভরান্) ধর্ম্ম রক্ষক (সু- অপ্নসঃ) সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা (আদিত্যান্) বিদ্বান্‌গণের (অনু) প্রতি (স্বস্তয়ে) কল্যাণের জন্য (মদ) আনন্দকর। ঋগ্বেদ ১০।৬৩।৩।

বঙ্গানুবাদ :—যাঁহাদের জন্য সৃষ্টিময়ী প্রকাশমান মেঘযুক্তা অবিনশ্বর পৃথিবী অমৃত দুগ্ধের বর্ষণ করেন সেই সব মহা শক্তিমান্ ধর্ম্মরক্ষক শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা মহাপুরুষদের কল্যাণের জন্য আনন্দ কর। ৯

অমৃতত্ব
৮৩

নৃ চক্ষসো অনিমিষন্তো অর্হণা বৃহদ্দেবাসো অমৃতত্ব মানশুঃ। জ্যোতীরথা অহিমায়া অনাগসো দিবো বর্ম্মাণং বসতে স্বস্তয়ে ॥ ১০

পদার্থ :—(নৃ-চক্ষসঃ) মনুষ্যের মধ্যে দ্রষ্টা (অনিমিষন্তঃ) বিস্ফারিত চক্ষু (দেবাসঃ) বিদ্বানেরা (অর্হণা) যোগ্যতাদ্বারা (বৃহৎ) উচ্চ (অমৃতত্বম্) অমৃতপদ (আনশুঃ) লাভ করিয়াছেন (জ্যোতিঃ-রথাঃ) জ্যোতিতে বিচরণশীল (অহি-মায়াঃ) ব্যাপক বুদ্ধিযুক্ত (অন্-আগসঃ) পাপ রহিত (স্বস্তয়ে) কল্যাণের জন্য (দিবঃ) জ্যোতির (বর্ম্মাণম্) উচ্চপদকে (বসতে) বেষ্টন করে। ঋগ্বেদ ১০।৬৩।৪।

বঙ্গানুবাদ :—যাঁহারা মনুষ্য চরিত্রকে বুঝিতে পারেন, যাঁহারা চক্ষু বন্ধ করিয়া থাকেন না এবং যাঁহারা বিদ্বান, তাঁহারা যোগ্যতা দ্বারা শ্রেষ্ঠ অমৃতত্ব লাভ করেন। যাঁহারা তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও নিষ্পাপ, তাঁহারাই জ্যোতির্ম্ময় অমৃত পদ লাভ করেন। ১০

পূজা
৮৪

সম্রাজো যে সুবৃধো যজ্ঞমায়যুর পরিহ্বৃতা দধিরে দিবি ক্ষয়ম্। তাঁ আবিবাস নমসা সুবৃক্তিভির্মহো আদিত্যাঁ অদিতিং স্বস্তয়ে ॥ ১১

পদার্থ :—(যে) যাঁহারা (সম্‌রাজ) সম্যকরূপে উজ্জ্বল হইয়া (সু বৃধঃ) শ্রেষ্ঠ উন্নতি লাভ করিয়া (যজ্ঞম্) শুভ কর্ম্মকে (আ-বয়ুঃ) প্রাপ্ত হইয়া (অপরিহ্বৃতাঃ) কুটিলতা রহিত হইয়া (দিবি) জ্যোতিতে (ক্ষয়ম্) নিবাস (দধিরে) ধারণ করিয়াছেন (তান্) সেই সব (মহঃ) মহান্ (আদিত্যান্) বিদ্বন্মণ্ডলীকে এবং (অদিতিম্) পরমাত্মাকে (নমসা) অবনত হইয়া (সুবৃক্তিভিঃ) উত্তম প্রার্থনা দ্বারা (স্বস্তয়ে) মঙ্গলের জন্য (আ বিবাস) পূজা কর। ঋগ্বেদ ১০।৬৩।৫।

বঙ্গানুবাদ —যে সব বিদ্বান্ জ্ঞানাগ্নিতে উজ্জ্বল হইয়াছেন, ক্রমোন্নতি লাভ করিয়াছেন, শুভ কর্ম্ম সম্পাদন করেন, কুটিলতা ত্যাগ করিয়াছেন এবং ধর্ম্মানুসারে জীবন যাপন করেন তাঁহাদিগকে এবং পরমাত্মাকে বিনয় সহকারে সুন্দর সুন্দর প্রার্থনা দ্বারা অভিনন্দন কর। ১১

অহিংসা ৮৫

কো বা স্তোমং রাধতি যং জুজোষথ বিশ্বে দেবাসো মনুষো যতিষ্ঠন। কো বোঽধ্বরং তুবিজাতা অরং করদ্যো নঃ পর্ষদত্যংহঃ স্বস্তয়ে ॥ ১২

পদার্থ :—(বিশ্বে) সব (দেবাসঃ) বিদ্বান্গণ ! (মনুষ্যঃ) মনন শীল (যতি) যত (স্থন) তোমরা হও (বঃ) তোমাদের জন্য (কঃ) কোন (স্তোমম্) স্তোত্র (রাধতি) ঠিক হয় (যম্) যাহাকে (জুজোষথ) তোমরা পসন্দ কর (তুবি জাতাঃ) হে মহাকীর্ত্তি শালী (কঃ) কে (অধ্বরম্) অহিংস কর্ম্মকে (অরং-করং) যথাবৎ সমাধা করে (যঃ) যে (নঃ) আমাদিগকে (অংহঃ) পাপ হইতে (অতি) বাহির করিয়া (পর্ষৎ) পৌছাইতে পারে (স্বস্তয়ে) কল্যাণের জন্য। ঋগ্বেদ ১০।৬৩।৬।

বঙ্গানুবাদ :—হে বিদ্বমণ্ডলী ! তোমরা যাঁহারা মননশীল, তোমাদের জন্য কে ঠিক ঠিক গুণ গান করে, কাহাকে তুমি পসন্দ কর ? হে কীর্ত্তিমান্ পুরুষগণ ! তোমাদের অহিংস কর্ম্মকে কে সম্পাদন করিবে এবং কে আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা করিয়া আমদের মঙ্গলের জন্য পুণ্য পথে পৌছাইয়া দিবে ? ১২

ভাবার্থ :—মননশীল বিদ্বানেরা সৎকর্ম্মশীল, অহিংস এবং বিশ্বপ্রেমিক পুরুষদেরই পসন্দ করেন। ১২

শ্রেয়মার্গ ৮৬

যেভ্যো হোত্রাং প্রথমামায়েজে মনুঃ সমিদ্ধাগ্নির্মনসা সপ্তহোতৃভিঃ। ত আদিত্যা অভয়ং শর্ম্ম যচ্ছত সুগা নঃ কর্ত্ত সুপথা স্বস্তয়ে ॥ ১৩

পদার্থ ঃ—(যেভ্যঃ) যাঁহাদের জন্য (সমিদ্ধ-অগ্নিঃ) অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া (মনুঃ) মননশীল, মনুষ্য (মনসা) মন দ্বারা (সপ্তহোতৃভিঃ) সপ্ত হোতা দ্বারা (প্রথমাম্) শ্রেষ্ঠ (হোত্রাম্) পূজা (আ-যেজে) করিতেছেন (আদিত্যাঃ) হে অখণ্ড ব্রতধারি পুরুষগণ! (তে) তাঁহারা, তোমরা (অভয়ম্) অভয় (শর্ম্ম) শরণকে (যচ্ছৎ) প্রদান কর (স্বস্তয়ে) কল্যাণের জন্য (নঃ) আমাদের (সু-পথা) উৎকৃষ্ট পন্থাকে (সু-গা) সুগম (কর্ত্ত) কর। ঋগ্বেদ ১০।৬৩।৭।

বঙ্গানুবাদ ঃ–যাঁহাদের সহায়তায় জ্ঞানাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া মননশীল মনুষ্য দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, দুই নাসিকা ও এক মুখ এই সপ্ত হোতা দ্বারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পূজা করিয়া থাকেন, হে অনন্ত ব্রতধারি পুরুষগণ! সেই তোমরা অভয় শরণ প্রদান কর। আমাদের কল্যাণের জন্য শ্রেয় মার্গকে সুগম কর। ১৩

পাপ ৮৭

য ঈশিরে ভুবনস্য প্রচেতসো বিশ্বস্য স্থাতুর্জগতশ্চ মন্তবঃ। তে নঃ কৃতাদ কৃতাদেন সম্পর্যদ্যা দেবাসঃ পিপৃতা স্বস্তয়ে ॥ ১৪

পদার্থ ঃ—(যে) যেসব (প্র-চেতসঃ) প্রকৃষ্ট জ্ঞান সম্পন্ন (মন্তবঃ) মননশীল বিদ্বান্ (স্থাতুঃ) স্থাবর (চ) এবং (জগতঃ) জঙ্গম (বিশ্বস্য) সম্পূর্ণ (ভুবনস্য) সংসারের (ঈশিরে) স্বামী (দেবাসঃ) হে বিদ্বন্মণ্ডলী! (তে) তাহারা (নঃ) আমাদিগকে (কৃতাৎ) কৃত (অকৃতাৎ) অকৃত (এনসঃ) পাপ হইতে (পরি) দূরে আনিয়া (অদ্য) আজ (স্বস্তয়ে) কল্যাণের জন্য (পিপৃত) বাঁচাও। ঋগ্বেদ ১০।৬৩।৮।

বঙ্গানুবাদ ঃ—যে প্রকৃষ্ট জ্ঞান সম্পন্ন মননশীল পুরুষেরা স্থাবর ও জঙ্গম পদার্থের রহস্য জানিয়া তাহার উপর স্বামিত্ব করিতেছেন, তোমরা সেই বিদ্বন্মণ্ডলী, তোমরা আমাদিগকে কৃত ও অকৃত পাপ হইতে দূরে আনিয়া কল্যাণকে রক্ষা কর। ১৪

সুহব
৮৮

ভরেষ্বিন্দ্রং সুহবং হবামহেংহোমুচং সুকৃতং দৈব্যং জনম্। অগ্নিং মিত্রং বরুণং সাতয়ে ভগং দ্যাবা পৃথবী মরুতঃ স্বস্তয়ে ॥ ১৫

পদার্থ ঃ—(ভরেষ্) বিপদে (সু-হবং) সহজে আহ্বনীয় (অংহমুচম্) পাপের মুক্তি দাতা (সুকৃতম্) শুভ কর্ম্ম সম্পাদক (দৈব্যম্) বিদ্বান্দের সহায়ক (জনম্) সকলের উৎপাদক (ইন্দ্রম্) ঐশ্বর্য্যদাতা পরমাত্মাকে (হবামহে) আমরা আহ্বান করি (সাতয়ে) প্রাপ্তির জন্য (স্বস্তয়ে) কল্যাণের জন্য (অগ্নিম্) অগ্নিকে (মিত্রম্) মিত্রকে (বরুণম্) বরুণকে (ভগম্) ভগকে (দ্যাবা-পৃথিবী) দ্যুলোক ও ভূলোককে (মরুতঃ) এবং মরুদ্গণকে। ঋগ্বেদ ১০।৬৩।৯।

বঙ্গানুবাদ ঃ—ঐশ্বর্য্য দাতা পরমাত্মা সঙ্কট কালে আমাদের আহ্বান সহজে শুনিতে পারেন। তিনি পাপের মুক্তিদাতা শুভ কর্ম্মের সম্পাদক, বিদ্বানের সহায়ক এবং বিশ্বের জনক। আমরা তাঁহাকে আহ্বান করিতেছি। সুখ ও মঙ্গল প্রাপ্তির জন্য আমরা অগ্নি, সূর্য্য, জল, ঐশ্বর্য্য, দ্যুলোক, পৃথ্বী লোক ও বায়ু এই সব ভৌতিক শক্তির গুণ চিন্তা করি। ১৫

ভবসাগর
৮৯

সুত্রামাণং পৃথিবীং দ্যামনেহসং সুশর্মাণ মদিতিং সুপ্রণীতিম্। দৈবীং নাবং স্বরিত্রামনাগসমস্রবন্তীমা রুহেমা স্বস্তয়ে ॥ ১৬

পদার্থ ঃ—(সুত্রামাণম্) সুরক্ষিত (পৃথিবীম্) বিস্তৃত (দ্যাম্) উজ্জ্বল (অন-এ-হসম্) হিংসারহিত (সুশর্ম্মাণম্) উত্তম আশ্রয় যুক্ত (অদিতিম্) অটুট (সু-প্র-ণীতিম) উত্তম গতিসম্পন্ন (সু-অরিত্রাম্) উত্তম হাইল যুক্ত (অনাগসম্) দোষ রহিত (অস্রবন্তীম্) ছিদ্র রহিত (দৈবীম্) দিব্য গুণ যুক্ত

(নাবম্) নৌকায় (স্বস্তয়ে) শান্তির জন্য (আ-রুহেম) আমরা আরোহণ করি। ঋগ্বেদ ১০।৬৩।১০।

বঙ্গানুবাদ :—আমরা জীবন সমুদ্রে সুরক্ষিত, প্রশস্ত, উজ্জ্বল, হিংসা রহিত, প্রকৃষ্ট আশ্রয় যুক্ত, অটুট, উত্তম গতি সম্পন্ন, দৃঢ় হাইল যুক্ত, দোষ রহিত, ছিদ্র শূন্য, দিব্যগুণযুক্ত নৌকায় শক্তির জন্য আরোহণ করি। ১৬

রক্ষা ১০

বিশ্বে যজত্রা অধিবোচতোতয়ে ত্রায়ধ্বং নো দুরে বায়া অভিহ্রুতঃ। সত্যয়া বো দেবহূত্যয়া হুবেম শৃন্বতো দেবা অবসে স্বস্তয়ে॥ ১৭

পদার্থ :—(বিশ্বে) সব (যজত্রাঃ) পূজ্য বিদ্বান্ গণ! (উতয়ে) রক্ষার জন্য (অধিবোচত) নির্দ্দেশ কর (নঃ) আমাদিগকে (অভিহ্রুতঃ) সর্ব্বনাশকর (দুরেবায়াঃ) দুর্গতি হইতে (ত্রায়ধ্বম্) রক্ষা কর (স্বস্তয়ে) সুখের জন্য (দেবাঃ) হে বিদ্বান্ গণ! (বঃ) তোমরা (শৃন্বতঃ) শ্রোতাদিগকে (সত্যয়া) সত্য (দেবহুত্যা) বিদ্বান্দের সম্মুখে যাইবার উপযুক্ত প্রার্থনা দ্বারা (হুবেম) আহ্বান করি। ঋগ্বেদ ১০।৬৩।১১।

বঙ্গানুবাদ :— হে পূজ্য বিদ্বানগণ! উপযুক্ত উপদেশ দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর, মহাসঙ্কট হইতে উদ্ধার কর। হে বিদ্বান্‌গণ! তোমরা আমাদের আহ্বান শ্রবণ করিতেছ, আমাদের রক্ষার জন্য যথাযোগ্য প্রার্থনা দ্বারা তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি। ১৭

দ্বেষ ২১

অপামীবামপ বিশ্বামনাহুতিমপারাতিং দুর্বিদত্রা মঘায়তঃ। আরে দেবা দ্বেষো অস্মদ্যুযোতনোরুণঃ শর্ম যচ্ছতা স্বস্তয়ে॥ ১৮

পদার্থঃ—(দেবাঃ) হে বিদ্বান্ গণ! (বিশ্বাম্) সর্ব্ব প্রকার (অমীবাম্) রোগ (অনাহুতিম্) কার্পণ্য (অরাতিম্) শক্রতা (অবায়তঃ) পাপাভিলাষীর (দুঃ-বিদত্রাম্) দুর্ম্মতি (দ্বেষ) দ্বেষকে (অস্মৎ) আমাদের মধ্য হইতে (আরে) দূরে (অপ-যুযোতন) অপসারণ কর (নঃ) আমাদিগকে (স্বস্তয়ে) শান্তির জন্য (উরু) মহান্ (শর্ম্ম) আশ্রয় (যচ্ছত) দান কর। ঋগ্বেদ ১০।৬৩।১২।

বঙ্গানুবাদঃ—হে বিদ্বান্গণ! তোমরা আমাদের মধ্য হইতে সর্ব্ববিধ ব্যাধি, কার্পণ্য, শক্রতা, পাপেচ্ছা ও দ্বেষকে দূরে অপসারণ করিয়া শুভ আশ্রয় দান কর। ১৮

সুনীতি
৯২

অরিষ্টঃ স মর্ত্তো বিশ্ব এধতে প্র প্রজাভি র্জায়তে ধর্ম্মণ স্পরি। যমাদিত্যাসো নয়থা সুনীতি ভিরতি বিশ্বানি দুরিতা স্বস্তয়ে॥ ১৯

পদার্থঃ—(আদিত্যাসঃ) হে বিদ্বান্গণ! (যম্) যাহাকে (বিশ্বানি) সকল (দুরিতানি) দুর্গুণ হইতে (অতি) উঠাইয়া (স্বস্তয়ে) মঙ্গলের জন্য (সু-নীতিভিঃ) সুনীতি দ্বারা (নয়থ)লইয়া চল (সঃ) সে (মর্ত্তঃ) মনুষ্য (বিশ্বঃ) সম্পূর্ণ (অরিষ্টঃ) পীড়ারহিত হইয়া (এধতে) উন্নতি লাভ করে (ধর্ম্মনঃ) ধর্ম্মকার্য্য করিবার (পরি) পরে (প্রজাভিঃ) সন্তানাদি দ্বারা (জায়তে) প্রসিদ্ধ হয়। ঋগ্বেদ ১০।৬৩।১৩।

বঙ্গানুবাদ ঃ—হে বিদ্বান্গণ! যাহাকে সকল দুর্গুণ, দুষ্কর্ম্ম ও দুর্ভাবনা হইতে উঠাইয়া মঙ্গলের জন্য সুনীতিতে লইয়া যাও সে মনুষ্য সম্পূর্ণ পীড়া রহিত হইয়া উন্নতি লাভ করে এবং ধর্ম্মকার্য্য করিবার পর সন্তানাদি দ্বারা সমৃদ্ধ হয়।১৯

রথ ৯২

যং দেবাসোঽবথ বাজসাতৌ যং শূরসাতা মরুতো হি তে ধনে। প্রাতর্যাবাণং রথমিন্দ্রসানসিম্ রিষ্যন্ত মারুহেমা স্বস্তয়ে ॥ ২০

পদার্থ ঃ—(দেবাসঃ) উজ্জ্বল (মরুতঃ) দিব্য সম্পত্তির অধিকারী (বাজসাতৌ) অন্নাদিলাভ (শূরসাতা) বলাদি লাভ (হিতে) হিতকারী (ধনে) ধনলাভের জন্য (যম্) যে (ইন্দ্রসানসিম্) প্রভু-প্রাপ্তির সাধন (প্রাতঃ-যাবাণম্) প্রাতঃকালে চলমান (রথম্) রথকে (অবথ) তুমি রক্ষা কর (অরিষ্যন্তম্) হানি রহিত (স্বস্তয়ে) কল্যাণের জন্য (আরোহণ করি)। ঋগ্বেদ ১০।৬৩।১৪

বঙ্গানুবাদ ঃ—হে উজ্জ্বল দিব্য ধনের অধিকারী! বিদ্বান্ পুরুষ! অন্ন বল ও হিতকর ধনাদি লাভের জন্য ঈশ্বর লাভের সাধন যে রথকে তোমরা রক্ষা কর সেই সুগঠিত রথে কল্যাণের জন্য আমরাও আরোহণ করি।২০

ভাবার্থ ঃ—বিদ্বান্ পুরুষদের নাম মরুত এবং শরীরের নাম রথ। এই রথ শুধু অন্ন, বল ও ধন লাভেরই সহায়ক নয়—ইহা ঈশ্বর লাভেরও সহায়ক। নীরোগ শরীর রূপী রথকে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে জুড়িয়া সন্ধ্যোপাসনায় লাগাইবে।

ধর্ম্মযুদ্ধ ৯৪

স্বস্তি নঃ পথ্যাসু ধন্বসু স্বস্ত্যপ্সু বৃজনে স্বর্বতি। স্বস্তি নঃ পুত্রকৃথেষু যোনিষু স্বস্তিরায়ে মরুতো দধাতন ॥ ২১

পদার্থ ঃ—(মরুতঃ) হে বিদ্বৎগণ! (নঃ) আমাদের জন্য (পথ্যাসু) রাজপথে (ধন্বসু) মরুস্থলে (স্বঃ বতি) উজ্জ্বল (বৃজনে) যুদ্ধে (পুত্র-

ক্রতেষু) পুত্রোৎপাদক (যোনিষু) স্ত্রীতে (রায়ে) ঐশ্বর্য্যের জন্য (স্বস্তি) কল্যাণ (দধাতন) ধারণ কর। ঋগ্বেদ ১০।৬৩।১৫।

বঙ্গানুবাদ :—হে বিদ্বান্‌গণ! তোমরা আমাদের রাজপথে, মরুস্থলে, ধর্ম্মযুদ্ধে এবং সন্তানের জননী স্ত্রীদের জন্য সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্য হেতু কল্যাণ বিধান কর।২১

ভাবার্থ :—বিদ্বানেরা সুখে, দুঃখে, ধর্ম্মযুদ্ধে পুরুষদের, এবং স্ত্রীদের ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তিতেও সহায়ক হন। ২১

বিদেশ ২৫

স্বস্তিরিদ্ধি প্রপথে শ্রেষ্ঠা রেক্‌ণ স্বত্যভি যা বাম মেতি। সা নো অমা সো অরণে নিপাতু স্বাবেশা ভবতু দেবগোপাঃ॥ ২২

পদার্থ :—(যা) যে (স্বস্তিঃ) কল্যাণ (ইৎ-হি) নিশ্চিতরূপে (রেক্‌ণবতী) ঐশ্বর্য্যযুক্ত (শ্রেষ্ঠা) সর্ব্বোত্তম (প্র-পথে) উৎকৃষ্ট পথে (বামম্) লাভ করিবার যোগ্য গুণ সমূহকে (এতি) লাভ করে (সা) সে (নঃ) আমাদের (অমা) গৃহে (অরণে) বিদেশে (নি-পাতু) রক্ষা করুক (দেবগোপাঃ) বিদ্বান্ দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া (সু-আবেশা) ভালভাবে স্থিত (ভবতু) হউক। ঋগ্বেদ ১০।৬৩।১৬।

বঙ্গানুবাদ :—যে কল্যাণ নিশ্চিতরূপে ঐশ্বর্য্যযুক্ত এবং সর্ব্বোত্তম, যাহা সুপথে প্রাপ্তি যোগ্য গুণসমূহের প্রেরক, তাহা আমাদিগকে স্বদেশে ও বিদেশে রক্ষা করুক। বিদ্বান্‌দের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া আমাদের মধ্যে তাহা স্থায়ী হউক।২২

ভাবার্থ :—যে কল্যাণ সব কল্যাণের শ্রেষ্ঠ, সাংসারিক ও পারলৌকিক সমৃদ্ধির কারণ, উন্নতির রাজপথে চালক, স্বদেশে ও বিদেশে রক্ষক এবং যাহা বিদ্বানেরা কামনা করেন তাহাই আমাদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য হউক।

মূর্খদের আদর্শ আমাদের আদর্শ যেন না হয়, তুচ্ছ বিষয়ে যেন আমাদের জীবন ব্যয়িত না হয়। ২২

চোর
৯৬

ইষে ত্বোর্জে ত্বা বায়বস্থ দেবো বঃ সবিতা প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণ আপ্যায়ধ্বমঘ্ন্যা ইন্দ্রায় ভাগং প্রজাবতীরনমীবা অযক্ষ্মা মা বস্তেন ঈশত মাঘশꣳসো ধ্রুবা অস্মিন্ গোপতৌ স্যাত বহ্বীর্যজমানস্য পশূন্ পাহি॥ ২৩

পদার্থ ঃ—(ত্বা) তোমাকে (ইষে) প্রেরণা (ত্বা) তোমাকে (ঊর্জে) পরাক্রমের জন্য (বায়বঃ) গতিশীল (স্থ) হও (বঃ) তোমাদিগকে (দেবঃ) প্রকাশস্বরূপ (সবিতা) পিতা (শ্রেষ্ঠতমায়) অত্যুত্তম (কর্ম্মণে) কর্ম্মের জন্য (প্র অর্পয়তু) প্রেরণা দান করুক (অঘ্ন্যাঃ) অহিংস শক্তি সমূহ (প্রজাবতী) প্রজ্ঞাযুক্ত হইয়া (অন্-অমীবাঃ) উদরাদির রোগ ও (অ-যক্ষ্মাঃ) যক্ষ্মাদি রোগ হইতে মুক্ত হইয়া (ইন্দ্রায়) ঐশ্বর্য্য যুক্ত আমার জন্য (ভাগম্) সেবন যোগ্য বলকে (আ-প্যায়ধ্বম বৃদ্ধি কর (বঃ) তোমাদের উপর (স্তেনঃ) চোর (অঘশংসঃ) পাপ পরায়ণ (মা) না (ঈশত) রাজ্য করিতে পায় (অস্মিন্) এই (গো-পতৌ) ইন্দ্রিয় পালক আমাতে (বহ্বীঃ) উন্নতিশীল (ধ্রুবাঃ) অটল হইয়া (স্যাত) অবস্থান কর (যজমানস্য) যজ্ঞশীল আমার (পশূন্) ইন্দ্রিয়রূপী পশুদিগকে (পাহি) রক্ষা কর। যজুর্ব্বেদ ১৷১।

বঙ্গানুবাদঃ—(জীবনের প্রতি সাধকের উক্তি) তোমাকে প্রেরণার জন্য এবং পরাক্রমের জন্য ধারণ করি। (ইন্দ্রিয় শক্তির প্রতি উক্তি) তুমি গতিশীল হও। প্রকাশ স্বরূপ পিতা তোমাদিগকে শ্রেষ্ঠতম কর্ম্মের জন্য প্রেরণা দান করুন। হে অহিংস শক্তি! প্রজাযুক্ত হইয়া, উদরাদির রোগ ও যক্ষ্মাদি রোগ হইতে রহিত হইয়া আমার ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির জন্য

অর্জ্জনীয় বলকে বৃদ্ধি কর। তোমাদের উপর চোর বা পাপী যেন রাজ্য করিতে না পারে। ইন্দ্রিয়দের পালক এই আমাতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও ও অটল ভাবে অবস্থান কর। হে পরমাত্মান্! যজ্ঞশীল আমার ইন্দ্রিয়রূপী পশু-গণকে রক্ষা কর। ২৩

ভ্রান্তিহীন
৯৭

আ নো ভদ্রাঃ ক্রতবো যন্তু বিশ্বতোঽদ ব্ধাসো অপরীতাস উদ্ভিদঃ। দেবানে সদমিদ্‌বৃধে অসন্ন প্রায়ুবো রক্ষিতারো দিবে দিবে॥ ২৪

পদার্থঃ—(ভদ্রাঃ) সেবন যোগ্য (অদব্ধাসঃ) ছলনা রহিত (অপরি-ইতাসঃ আক্রান্ত না হইয়া (উদ্-ভিদঃ) ঊর্দ্ধগতিশীল (ক্রতবঃ) কর্ম্ম সমূহ (বিশ্বতঃ) সবদিক হইতে (নঃ) আমাদিগকে (আ-যন্তু) প্রাপ্ত হউক (যথা) যাহাতে (সদং-ইৎ) সব সময়েই (অপ্রায়ুবঃ) ভ্রান্তিহীন (রক্ষিতারঃ) রক্ষক (দেবাঃ) বিদ্বান্ (দিবে- দিবে) প্রতিদিন (নঃ) আমাদের (বৃধে) বৃদ্ধি)হতু (অসন্) থাকুন। যজুর্ব্বেদ ২৫।১৪।

বঙ্গানুবাদঃ—সেবন যোগ্য, ছলনা শূন্য, অজেয়, ক্রমোন্নতিশীল কর্ম্মকে আমরা যেন সব দিক হইতে প্রাপ্ত হই। ভ্রান্তিহীন রক্ষক বিদ্বানেরা সর্ব্বদাই আমাদের উন্নতি বিধান করুন। ২৪

সখ্য
৯৮

দেবানাং ভদ্রা সুমতি ঋর্জূয়তাং দেবানাঁ রাতিরভি নো নিবর্ত্ততাম্। দেবানাঁ সখ্যমুপ সেদিমা বয়ং দেবা ন আয়ুঃ প্রতিরন্তু জীবসে ২৫

পদার্থঃ—(ঋজূয়তাম্) সরলতাপ্রার্থী (দেবানাম্) বিদ্বান্‌দের (ভদ্রা) কল্যাণকারিণী (সু-মতিঃ) সুবুদ্ধি (রাতিঃ) দান বৃত্তি (নঃ) আমাদের (অভি) দিকে (নি-বর্ত্ততাম্) ভাল ভাবে বর্ত্তমান থাকুক (বয়ম্) আমরা (দেবানাম্) বিদ্বান্‌দের সঙ্গে (সখ্যম্) মিত্রতাকে

(উপ-সেদিম) প্রাপ্ত হই (দেবাঃ) বিদ্বানেরা (নঃ) আমাদের (আয়ুঃ) আয়ুকে (জীবসে) জীবন ধারণের জন্য (প্রতিরন্তু) বৃদ্ধি করুন। যজুর্ব্বেদ ২৫।১৫।

বঙ্গানুবাদঃ—সরলতার প্রয়াসী বিদ্বানদের কল্যাণকারিণী শুভ বুদ্ধি এবং তাঁহাদের দান-বৃত্তি আমাদের প্রতি ভালভাবে নিয়োজিত থাকুক। আমরা বিদ্বান্‌দের সঙ্গে মিত্রতা লাভ করি। বিদ্বানেরা জীবন ধারণের জন্য আমাদের আয়ুকে বৃদ্ধি করুন। ২৫

পায়ূ ৯৯

তমীশানং জগতস্তস্থুষস্পতিং ধিয়ং জিন্বমবসেহূমহে
বয়ম্। পূষা নো যথা বেদসাম সদ্‌বৃধে রক্ষিতা
পায়ুরদব্ধঃ স্বস্তয়ে ॥ ২৬

পদার্থঃ—(বয়ম্) আমরা (তম্) সেই (জগতঃ) চর (তস্থুষঃ) অচর ব্রহ্মাণ্ডের (পতিম্) স্বামী (ধিয়ং-জিন্বম্) বুদ্ধির প্রেরণা দাতা (ঈশানম্) জগদীশ্বরকে (হূমহে) আহ্বান করিতেছি (যথা) যাহাতে (পূষা) সৃষ্টিকর্ত্তা (রক্ষিতা) রক্ষক (পায়ুঃ) পালক (অদব্ধঃ) অবিনাশী (বেদসাম্) জ্ঞানকে (বৃধে) বৃদ্ধির জন্য (অসৎ) সহায়ক হন। যজুর্ব্বেদ ২৫।১৮।

বঙ্গানুবাদঃ—আমরা সেই চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী, বুদ্ধির প্রেরণা দাতা জগদীশ্বরকে পূজা করি। সেই পুষ্টি দাতা, রক্ষক, পালক, অবিনাশী প্রভু আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধির সহায়ক রূপেই থাকুন। ২৬

পূষা ১০০

স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতি-
র্দধাতু ॥ ২৭

পদার্থঃ—(নঃ) আমাদের জন্য (বৃদ্ধ-শ্রবা) কীর্ত্তিমান্ (ইন্দ্রঃ)

ঐশ্বর্য্যময় (বিশ্ববেদাঃ) জ্ঞানের অধীশ্বর (পূষা) পুষ্টিদাতা (অরিষ্ট নেমিঃ) শুদ্ধ গতিমান্ (তার্ক্ষ্যঃ) অতি বেগবান্ (বৃহস্পতিঃ) বৃহৎ বৃহৎ লোক লোকান্তরের আধার (স্বস্তি) সুখকে (দধাতু) ধারণ করুক। যজুর্ব্বেদ ২৫।১৯।

বঙ্গানুবাদ :—অনন্ত কীর্ত্তিমান্, ঐশ্বর্য্যময়, জ্ঞানের অধীশ্বর, পুষ্টিদাতা, শুদ্ধ গতিমান্, তীব্র বেগবান্, লোক লোকান্তরের আধার, পরমাত্মা আমাদের জন্য সুখের বিধান করুন। ২৭

ভদ্র ১০১

ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভি র্যজত্রাঃ। স্থিরৈরঙ্গৈ স্তুষ্টুবাꣳ সস্তনূভি র্ব্যশেমহি দেবহিতং যদায়ুঃ॥ ২৮

পদার্থ :—(দেবাঃ) হে বিদ্বানগণ! (যজত্রাঃ) পূজনীয় সজ্জনগণ (কর্ণেভিঃ) কর্ণদ্বারা (ভদ্রম্) কল্যাণময়ী বাণী (শৃণুয়াম) শ্রবণ করিব (অক্ষভিঃ) চক্ষুদ্বারা (ভদ্রম্) কল্যাণময় দৃশ্য (পশ্যেম) দেখিব (স্থিরৈঃ) স্থির (অঙ্গৈঃ) অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা (তুষ্টুবাংসঃ) ভক্তি করিয়া (যং) যাহা (দেবহিতম্) বিদ্বান্দের দ্বারা সেবিত (আয়ুঃ) আয়ুকে (বি-অশেমহি) প্রাপ্ত হই। যজুর্ব্বেদ ২৫।২১।

বঙ্গানুবাদ :—হে পূজ্য বিদ্বান্ ও সজ্জন বৃন্দ! আমরা কর্ণ দ্বারা কল্যাণময়ী বাণী শ্রবণ করিব। চক্ষুদ্বারা কল্যাণ ময় দৃশ্য দর্শন করিব। অচঞ্চল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা পরমাত্মার পূজা করিব। বিদ্বানেরা যেরূপ আয়ুকে লাভ করেন আমরাও তদনুরূপ আয়ু প্রাপ্ত হইব। ২৮

হব্য ১০২

অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে। নিহোতা সৎসি বর্হিষি॥ ২৯

পদার্থ :—(অগ্নে) হে প্রকাশস্বরূপ প্রভো! (বীতয়ে) জ্ঞান প্রাপ্তির

জন্য (হব্যদাতয়ে) অন্নাদি পদার্থ দানের জন্য (গৃণানঃ) উপদেশ দিতে দিতে (আ-যা-হি) আগমন কর (হোতা) শুভ গুণ দাতা (বর্হিষি) যজ্ঞাদি শুভ কর্ম্ম বিস্তারের জন্য (নি-সৎসি) স্থাপিত হও। সামবেদ-পূ-১।১।১।

বঙ্গানুবাদ :—হে প্রকাশস্বরূপ পরমাত্মন্! আমাদের জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য এবং অন্নাদি পদার্থ প্রদানের জন্য উপদেষ্টা রূপে ও শুভগুণের দাতা রূপে যজ্ঞ ভূমিতে আবির্ভূত হও। ২৯

ভাবার্থ :—হৃদয় ক্ষেত্রই যজ্ঞ ভূমি। পরমাত্মা উপদেষ্টা রূপে সেখানে বিবেকের বাণী প্রেরণ করেন। সেই বাণী শ্রবণ করাই তাঁহাকে যজ্ঞভূমিতে আবির্ভূত হওয়া—বুঝিতে হইবে। ২৯

জন ১০৩ — ত্বমগ্নে যজ্ঞানাꣳ হোতা বিশ্বেষাꣳহিতঃ। দেবেভি র্মানুষে জনে ॥ ৩০

পদার্থ :—(অগ্নে) হে জ্যোতিঃস্বরূপ! (দেবেভিঃ) শক্তিপুঞ্জের সহিত (মানুষে) মানব (জনে) সমাজে (ত্বম্) তুমি (যজ্ঞানাম্) বৃহৎ যজ্ঞের (হোতা) হোতা এবং (বিশ্বেষাম্) সকলের (হিতঃ) হিতকারী মিত্র। সামবেদ-পূ—১।১।২।

বঙ্গানুবাদ—হে জ্যোতিঃস্বরূপ! তুমি মানব সমাজের শক্তিপুঞ্জের সহিত অবস্থান কর এবং তুমিই যজমানের কর্ম্মফল প্রদান কর। তুমি সকলেরই হিতকারী বন্ধু। ৩০

বাচস্পতি ১০৪ — যে ত্রিসপ্তাঃ পরিয়ন্তি বিশ্বারূপানি বিভ্রতঃ। বাচস্পতি র্বলা তেষাং তন্বো অদ্য দধাতু মে ॥ ৩১

পদার্থ :—(যে) যে (বিশ্বা) সব (রূপানি) রূপকে (বিভ্রতঃ) ধারণ করিয়া (ত্রি-সপ্তাঃ) একবিংশ (পরিয়ন্তি) সর্ব্বত্র পূর্ণ রহিয়াছে (বাচ-

স্পতিঃ) বিজ্ঞানেশ্বর (তেষাম্) তাহাদের (তন্বঃ) বিস্তৃত স্বরূপকে (বলা) বলসমূহকে (অদ্য) আজ (মে) আমার (দধাতু) ধারণ করুন। অথর্ব্ববেদ ১।১।১ ।

বঙ্গানুবাদ :—যিনি সমস্ত স্বরূপের ধারণ কর্ত্তা, যাঁহার একবিংশ তত্ত্ব সর্ব্বত্র পূর্ণ রহিয়াছে, যিনি বিজ্ঞানেশ্বর পরমাত্মা তাঁহার বিস্তৃত স্বরূপের শক্তিকে তিনি আজ আমার মধ্যে ধারণ করুন। ৩১

ভাবার্থ :—সমগ্র জগতে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণেরই ক্রীড়া চলিতেছে। শ্রোত্র, নেত্র, প্রাণ, রসনা ও ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন ও বুদ্ধির যোগ করিয়া সাত গ্রহ বা সাধন। এই সপ্তসাধন তিন গুণের ভেদে একবিংশ প্রকারের। ইহাদের সাহায্যেই বাহ্য ও আন্তরিক জগতের অনুভব হয়। ৩১

শান্তি প্রকরণ

শন্ন ইন্দ্রাগ্নী ভবতামবোভীঃ শন্ন ইন্দ্রাবরুণা রাত হব্যা। শমিন্দ্রা সোমা সুবিতায় শংযো শন্ন ইন্দ্রা পূষণা বাজসাতৌ ॥ ১

বরুণ ১০৫

পদার্থ :—(ইন্দ্রাগ্নী) ঐশ্বর্য্যময় এবং প্রকাশময় পরমাত্মা (অবোভিঃ) রক্ষা দ্বারা (নঃ) আমাদের জন্য (শম্) কল্যাণকারী হউন (ইন্দ্রা বরুণা) ঐশ্বর্য্যময় বরণযোগ্য পরমাত্মা (রাত হব্যা) গ্রহণ যোগ্য পদার্থের দাতা (শং নঃ) আমাদের জন্য কল্যাণ করুন (ইন্দ্রা সোমা) ঐশ্বর্য্যময় প্রসবিতা পরমাত্মা (সু-ইতায়) সুন্দর জীবনের জন্য (নঃ) আমাদিগকে (শম্) দমশক্তি (যোঃ) সদ্‌গুণ যুক্ত হইবার রুচি

দান করুন (বাজ-সাতৌ) জীবন সংগ্রামে (ইন্দ্রাপূষণা) ঐশ্বর্য্যময় পুষ্টিদাতা পরমাত্মা (নঃ) আমাদিগকে (শম্) সুখ দান করুন। ঋগ্বেদ ৭।৩৫।১।

বঙ্গানুবাদ :—ঐশ্বর্য্যময় জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা রক্ষা দ্বারা আমাদের শান্তিদায়ক হউন। ঐশ্বর্য্যময় বরণযোগ্য গ্রহণীয় পদার্থের দাতা পরমাত্মা আমাদের জন্য কল্যাণ দায়ক হউন। ঐশ্বর্য্যময় প্রসবিতা পরমাত্মা সুন্দর জীবনের জন্য আমাদিগকে দম শক্তি ও সদ্‌গুণ লাভের রুচি দান করুন। জীবন সংগ্রামে ঐশ্বর্য্যময় পুষ্টিদাতা পরমাত্মা আমাদিগকে মঙ্গল দান করুন। ১

অর্য্যমা
১০৬

শন্নো ভগঃ শমুনঃ শংসো অস্তু শন্ন পুরংধিঃ শমু
সন্তু রায়ঃ। শন্নঃ সত্যস্য সুযমস্য শংস শন্নো
অর্য্যমা পুরু জাতো অস্তু ॥ ২

পদার্থ :—(ভগঃ) ঐশ্বর্য্য (নঃ) আমাদিগকে (শম্) সুখ দায়ক হউক (উ) এবং (শংসঃ) স্তুতি (নঃ) আমাদের জন্য (শম্) কল্যাণদায়ক (অস্তু) হউক (পুরংধিঃ) বুদ্ধি (নঃ) আমাদিগকে (শম্) সুখ (উ) এবং (রায়ঃ) ঐশ্বর্য্য (নঃ) আমাদিগকে (শম্) সুখ দান করুক (সুযমস্য) ধারণযোগ্য (সত্যস্য) সত্যের (শংসঃ) বর্ণনা (নঃ) আমাদের জন্য (শম্) কল্যাণপ্রদ হউক (পুরু-জাতঃ) অতি প্রসিদ্ধ (অর্য্যমা) ন্যায়াধীশ (নঃ) আমাদের প্রতি (শম্) সুখদায়ক (অস্তু) হউক। ঋগ্বেদ ৭।৩৫।২।

বঙ্গানুবাদ—ঐশ্বর্য্য আমাদের প্রতি শান্তিদায়ক হউক। স্তুতি আমাদের জন্য সুখদায়ক হউক। বুদ্ধি আমাদিগকে সুখ দান করুক এবং ধনরত্ন আমাদিগকে শান্তিদান করুক। গ্রহণ যোগ্য সত্যের বর্ণনা আমাদের জন্য কল্যাণদায়ক হউক। সুপ্রসিদ্ধ ন্যায়াধীশ পরমাত্মা আমাদের নিকট সুখদায়ক হউন। ২

স্বধা
১০৭

শন্নো ধাতা শমু ধর্ত্তা নো অস্তু শন্ন উরূচী ভবতু
স্বধাভিঃ। শং রোদসী বৃহতী শং নো অদ্রিঃ শন্নো
দেবানাং সুহবানি সন্তু ॥ ৩

পদার্থ :—(ধাতা) পালক (নঃ) আমাদিগকে (শম্) সুখ দান করুন (উ) এবং (ধর্ত্তা) ধারণকর্ত্তা (নঃ) আমাদের জন্য কল্যাণকারী (অস্তু) হউন (উরূচী) পৃথিবী (স্বধাভিঃ) অন্নাদি দ্বারা (নঃ) আমাদের জন্য (শম্) কল্যাণকারিণী (ভবতু) হউক (বৃহতী) বিস্তৃত (রোদসী) ভূমি ও আকাশ (শম্) কল্যাণকারক (অদ্রিঃ) পর্ব্বত (নঃ) আমাদিগকে (শম্) সুখ প্রদান করুক (দেবানাম্) বিদ্বান্‌দের (সু-হবানি) স্তুতি আহ্বান (নঃ) আমাদের জন্য (শম্) সুখপ্রদ (সন্তু) হউক। ঋগ্বেদ ৭।৩৫।৩।

বঙ্গানুবাদ :—পালক প্রভু আমাদের সুখ প্রদান করুন, ধারণকর্ত্তা প্রভু আমাদের কল্যাণ বিধান করুন। অন্নাদি পদার্থ দ্বারা পৃথিবী আমাদের জন্য কল্যাণকারিণী হউক। বিস্তৃত ভূমি ও আকাশ সুখদায়ক হউক। পর্ব্বত আমাদিগকে শান্তিদান করুক। বিদ্বান্‌দের স্তুতি-আহ্বান আমাদের পক্ষে শান্তিদায়ক হউক।৩

সুকৃতি
১০৮

শন্নো অগ্নির্জ্যোতিরনীকো অস্তু শন্নো মিত্রাবরুণা-
বশ্বিনা শম্। শন্নঃ সুকৃতাং সুকৃতানি সন্তু শন্ন ইষিরো
অভি বাতু বাতঃ ॥ ৪

পদার্থ :—(জ্যোতিঃ-অনীকঃ) প্রকাশ শক্তি সম্পন্ন (অগ্নিঃ) অগ্নি (নঃ) আমাদের প্রতি (শম্) সুখপ্রদ (অস্তু) হউক (মিত্রাবরুণৌ) মিত্র ও শ্রেষ্ঠ (অশ্বী) বেগবান পরমাত্মা (নঃ) আমাদের (শম্) কল্যাণ দান করুন (সুকৃতাম্) পুণ্যাত্মাদের (সুকৃতানি) সৎকর্ম্ম (নঃ) আমাদিগকে (শম্) সুখদায়ক হইয়া (ইষিরঃ) বেগবান্ (বাতঃ) বায়ু (নঃ) আমাদের (অভিবাতু) সর্ব্বত্র প্রবাহিত হউক। ঋগ্বেদ ৭।৩৫।৪

বঙ্গানুবাদ—প্রকাশ শক্তি সম্পন্ন অগ্নি আমাদের নিকট সুখপ্রদ হউক, মিত্র ও শক্তিশালী পরমাত্মা আমাদের কল্যাণ করুন। পুণ্যাত্মাদের সুকর্ম্ম আমাদিগকে সুখদান করুক। বেগবান বায়ু আমাদের জন্য সুখদায়ক হইয়া সর্ব্বত্র প্রবাহিত হউক।৪

জিষ্ণু
১০৯

শন্নো দ্যাবা পৃথিবী পূর্ব্বহূতৌ শমন্তরিক্ষং দৃশয়ে নো অস্তু। শন্ন ওষধীর্বনিনো ভবন্তু শংনো রজস স্পতি রস্তু জিষ্ণুঃ ॥ ৫

পদার্থ :—(পূর্ব্বহূতৌ) পূর্ব্বজদের স্তুতিতে (দ্যাবাপৃথিবী) দ্যুলোক ও পৃথ্বালোক (নঃ) আমাদের জন্য (শম্) কল্যাণ বিধান করুক (দৃশয়ে) দর্শন করিবার জন্য (অন্তরিক্ষম্) অন্তরিক্ষ (নঃ) আমাদিগকে (শম্) সুখ দান করুক (বনিনঃ) বন্য (ওষধী) ওষধী (নঃ) আমাদের জন্য (শম্) কল্যাণ-কারক (ভবন্তু) হউক (রজসঃ পতিঃ) লোক লোকান্তরের পালক (জিষ্ণুঃ) জেতা প্রভু (নঃ) আমাদিগকে (শম্) মঙ্গল দান করুন। ঋগ্বেদ ৭।৩৫।৫

বঙ্গানুবাদ :—পূর্ব্বজদের স্তুতি প্রভাবে দ্যুলোক ও ভূলোক আমাদের কল্যাণ বিধান করুক, দৃষ্টি শক্তির জন্য অন্তরিক্ষ লোক আমাদিগের কল্যাণ বিধান করুক। বনৌষধি আমাদের জন্য সুখ দায়ক হউক। লোক লোকান্তরের পালক জয়শীল প্রভু আমাদের মঙ্গল বিধান করুন। ৫

রুদ্র
১১

শন্নো ইন্দ্রো বসুভির্দেবো অস্তু শমাদিত্যেভির্বরুণঃ সুশংসঃ। শংনো রুদ্রো রুদ্রেভির্জলাষঃ শংনস্ত্বষ্টা গ্নাভিরিহ শৃণোতু ॥ ৬

পদার্থ :—(ইন্দ্রঃ) ঐশ্বর্য্যময় (দেবঃ) প্রভু (বসুভিঃ) নিবাস

স্থান দ্বারা (নঃ) আমাদের জন্য (শম্) মঙ্গলপ্রদ (অস্তু) হউন (বরুণঃ) বরণীয় পরমাত্মা (সু শংস) প্রশংসনীয় (আদিত্যেভিঃ) সূর্য্য কিরণ দ্বারা (শম্) কল্যাণ করুন (জলাষঃ) শান্তিদাতা (রুদ্রঃ) পরমাত্মা (রুদ্রেভিঃ) তেজ দ্বারা (নঃ) আমাদের (শম্) মঙ্গল বিধান করুন (ত্বষ্টা) স্রষ্টা (গ্নাভিঃ) বাণী দ্বারা (নঃ) আমাদের (শম্) কল্যাণ করিয়া (ইহ) এই (শৃণোতু) শুনুন। ঋগ্বেদ ৭।৩৫।৬।

বঙ্গানুবাদ :—ঐশ্বর্য্যময় প্রভু আমাদিগকে নিবাস স্থানে আমাদের কল্যাণ করুন। বরণীয় পরমাত্মা সূর্য্য কিরণ দ্বারা কল্যাণ করুন। শান্তিদাতা পরমাত্মা স্বীয় তেজ দ্বারা আমাদের মঙ্গল বিধান করুন। জগতের স্রষ্টা আমাদিগকে বাণী প্রদান করিয়া কল্যাণ করুন এবং আমাদের এই আহ্বান শ্রবণ করুন। ৬

বেদি ১১১

শংনঃ সোমো ভবতু ব্রহ্ম শংনঃ শংনো গ্রাবণঃ শমু সন্তু যজ্ঞাঃ। শংনঃ স্বরূণাং মিতয়ো ভবন্তু শংনঃ প্রস্বঃ শম্বস্তু বেদিঃ ॥ ৭

পদার্থ :—(সোমঃ) মেধাবর্দ্ধক ওষধি (নঃ) আমাদের জন্য (শম্) সুখ দায়ক (ভবতু) হউক (ব্রহ্ম) স্বাধ্যায় (নঃ) আমাদের জন্য (শম্) সুখদান করুক (গ্রাবণঃ) শিলা (উ) এবং (যজ্ঞ) যজ্ঞ (নঃ) আমাদের জন্য (শম্) শান্তিপ্রদ (সন্তু) হউক (স্বরূণাম্) বেদি স্তম্ভের (মিতয়ঃ) মাপ (প্রস্বঃ) ওষধি (উ) এবং (বেদিঃ) বেদির অন্যান্য দ্রব্য (নঃ) আমাদের (শম্) কল্যাণকারী (ভবন্তু) হউক। ঋগ্বেদ ৭।৩৫।৭।

বঙ্গানুবাদ :—মেধাবর্দ্ধক ওষধি আমাদের জন্য সুখদায়ক হউক। বেদ পাঠ আমাদের মঙ্গল দান করুক, শিলা ও যজ্ঞ আমাদের জন্য শান্তিপ্রদ হউক। বেদির স্তম্ভ, ওষধি এবং বেদির অন্যান্য দ্রব্য আমাদের মঙ্গল দায়ক হউক। ৭

সিন্ধু ১১২

শন্নঃ সূর্য্য উরুচক্ষা উদেতু শন্নশ্চতস্র প্রদিশো ভবন্তু। শংনঃ পর্ব্বতা ধ্রুবয়ো ভবন্তু শংনঃ সিন্ধবঃ শমু সন্ত্বাপঃ ॥ ৮

পদার্থ :—(উরু চক্ষাঃ) জ্যোতির্ম্ময় (সূর্য্যঃ) সূর্য্য (নঃ) আমাদের জন্য (শম্) কল্যাণ যুক্ত হইয়া (উৎ-এতু) উদয় হইয়া (চতস্রঃ) চারি (প্র-দিশঃ) দিক (নঃ) আমাদের জন্য (শম্) সুখযুক্ত (ভবন্তু) হউক (ধ্রুবয়ঃ) স্থির (পর্বতাঃ) পর্ব্বত (সিন্ধবঃ) সমুদ্র (উ) এবং (আপঃ) জল (নঃ) আমাদের প্রতি (শম্) কল্যাণ বিধান করুক। ঋগ্বেদ ৭।৩৫।৮।

বঙ্গানুবাদ :—জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য আমাদের জন্য কল্যাণকারী রূপে উদিত হউক। চারি দিক আমাদের জন্য সুখময় হউক। অচল পর্ব্বত, সচল সিন্ধু এবং জলরাশি আমাদের সুখ দান করুক।৮

ব্রত ১১৩

শংনো অদিতির্ভবতু ব্রতেভিঃ শংনো ভবন্তু মরুতঃ স্বর্কাঃ। শংনো বিষ্ণুঃ শমু পূষা নো অস্তু শংনো ভবিত্রং শন্বস্তু বায়ুঃ ॥ ৯

পদার্থ :—(অদিতিঃ) খণ্ড রহিত পরমাত্মা (ব্রতেভিঃ) ব্রত রক্ষা দ্বারা (নঃ) আমাদের কল্যাণ করুন (স্বর্কাঃ) স্তুতি পরায়ণ (মরুতঃ) বিদ্বান্গণ (নঃ) আমাদের (শম্) সুখ প্রদ (ভবন্তু) হউন (বিষ্ণুঃ) ব্যাপক প্রভু (উ) এবং (পূষা) পুষ্টিদাতা (নঃ) আমাদের (শম্) মঙ্গলদায়ক (অস্তু) হউক (ভবিত্রম্) যাহা কিছু হইবে (উ) এবং (বায়ুঃ) বায়ু (নঃ) আমাদের (শম্) কল্যাণকারী (অস্তু) হউন। ঋগ্বেদ ৭ ৩৫।৯।

বঙ্গানুবাদ :—খণ্ড রহিত পরমাত্মা আমাদের ব্রতরক্ষা করিয়া কল্যাণ করুন। স্তুতি পরয়ণ বিদ্বানেরা আমাদের নিকট কল্যাণপ্রদ হউন।

পুষ্টিদাতা ব্যাপক প্রভু আমাদের মঙ্গল করুন। আমাদের কৃত কর্ম্মের যাহা কিছু ফল সে সব কল্যাণপ্রদ হউক এবং শক্তিমান্ প্রভু আমাদের কল্যাণকারী হউন। ৯

প্রজা ১১৪

শংনো দেবা সবিতা ত্রায়মাণঃ শংনো ভবন্তূষসো বিভাতীঃ। শংনঃ পর্জন্যো ভবতু প্রজাভ্যঃ শংনঃ ক্ষেত্রস্য পতিরস্তু শংভুঃ। ১০

পদার্থ :—(দেবঃ) প্রকাশমান্ (ত্রায়মাণঃ) রক্ষা করিয়া (সবিতা) সূর্য্য (নঃ) আমাদের জন্য (শম্) সুখকর হউক (বিভাতীঃ) উজ্জ্বল (উষসঃ) প্রভাত (নঃ) আমাকে (শম্) সুখ প্রদান করুক (পর্জন্যঃ) মেঘ (নঃ) আমাদের (প্রজাভ্যঃ) প্রজাদের (শম্) হিতকারী (ভবতু) হউক (ক্ষেত্রস্য) ক্ষেত্রের (পতিঃ) স্বামী (শংভুঃ) কল্যাণকারী দেব (নঃ) আমাদের কল্যাণ করুন। ঋগ্বেদ ৭।৩৫।১০।

বঙ্গানুবাদ :—জ্যোতিষ্মান্ রক্ষক সূর্য্য আমাদের কল্যাণ কারী হউক, উজ্জ্বল প্রভাত আমাদের সুখ দান করুক। মেঘ প্রজাদের জন্য হিতকারী হউক, ক্ষেত্রের স্বামী কল্যাণকারী পরমাত্মদেব আমাদের কল্যাণ করুন। ১০

সরস্বতী ১১৫

শংনো দেবা বিশ্বদেবা ভবন্তু শং সরস্বতী সহ ধীভিরস্তু। শমভিষাচঃ শমু রাতিষাচঃ শংনো দিব্যাঃ পার্থিবাঃ শন্নো অপ্যাঃ ॥ ১১

পদার্থ :—(বিশ্বদেবাঃ) জ্ঞান জ্যোতির রক্ষক (দেবাঃ) বিদ্বানেরা (নঃ) আমাদের জন্য (শম্) কল্যাণকারী হউন (সরস্বতী) বিদ্যাদেবী (ধীভিঃ) বুদ্ধির সহিত (শম্) কল্যাণকারী (অস্তু) হউক (অভিসাচঃ) বাহুবলে বলীয়ান (উ) এবং (রাতি-সাচঃ) দানের সাহায্যে বলীয়ান

(দিব্যাঃ) দিব্য (পার্থিবাঃ) পার্থিব (অপ্যাঃ) জলস্থ (নঃ) আমাদের (শম্) কল্যাণ বিধান করুক। ঋগ্বেদ ৭।৩৫।১১।

বঙ্গানুবাদ :—জ্ঞানজ্যোতির রক্ষক বিদ্বানেরা আমাদের কল্যাণ বিধান করুন। বিদ্যাদেবী নানাপ্রকার বুদ্ধির সঙ্গে কল্যাণ দায়িনী হউক, বাহুবলে বলীয়ান এবং অন্নের আশ্রয়ে বলীয়ান দিব্য, পার্থিব এবং জলচর প্রাণীরা আমাদের কল্যাণ সাধন করুক।১১

অশ্ব ১১৬

শংনঃ সত্যস্য পতয়ো ভবন্তু শংনো অর্বশমু সন্তু গাবঃ। শংন ঋভবঃ সুকৃতঃ সুহস্তাঃ শংনো ভবন্তু পিতরো হবেষু॥ ১২

পদার্থ :—(সত্যস্য) সত্যের রক্ষক (নঃ) আমাদের (শম্) সুখ কারক (ভবন্তু) হউন (অর্বন্তঃ) অশ্ব (উ) এবং (গাবঃ) গো (শম্) সুখকর (সন্তু) হউক (ঋভবঃ) বুদ্ধিমান্ (সুকৃতঃ) সৎকর্ম্ম (সুহস্তাঃ) শিল্পী (নঃ) আমাদিগকে (শম্) সুখ দান করুক (হবেষু) হোমাদি সৎকর্ম্ম (পিতরঃ) জ্ঞানীরা (নঃ) আমাদের প্রতি (শম্) সুখদায়ক (ভবন্তু) হউন। ঋগ্বেদ ৭।৩৫। ১২।

বঙ্গানুবাদ :—সত্য রক্ষক পুরুষেরা আমাদের হিতকারী হউন। অশ্ব ও গো আমাদের সুখদায়ক হউক। বুদ্ধিমান সৎকর্ম্মা শিল্পী আমাদের সুখদান করুন। অগ্নিহোত্রাদি সৎকর্ম্মে জ্ঞানীরা আমাদের সুখদায়ক হউন।১২

একপাৎ ২১৭

শংনো অজ এক পাদ্দেবো অস্তু শংনো হহির্বুধ্ন্যঃ শং সমুদ্রঃ। শংনো অপাং নপাৎপেরুরস্তু শংনঃ পৃশ্নির্ভবতু দেবগোপাঃ॥ ১৩

পদার্থ :—(একপাৎ) একমাত্র রক্ষক (অজঃ) জন্মরহিত (দেবঃ)

পরমাত্মা (নঃ) আমাদের (শম্) সুখকারী (অস্তু) হউন (বুধ্ন্যঃ) অন্তরিক্ষস্থ (অহিঃ) মেঘ (সমুদ্রঃ) সমুদ্র (নঃ) আমাদিগকে (শম্) সুখ দান করুক (অপাম্) জলের (নপাৎ) অবিনাশক (পেরুঃ) পালক প্রভু (নঃ) আমাদিগকে (শম্) শান্তি দান করুন (দেবগোপাঃ) বিদ্বান্দের রক্ষক (পৃশ্নিঃ) জ্যোতির্লোক (নঃ) আমাদের (শম্) হিতকারী (ভবতু) হউক। ঋগ্বেদ ৭।৩৫।১৩।

বঙ্গানুবাদ :—একমাত্র রক্ষক, জন্মরহিত পরমাত্মা আমাদের সুখকারী হউন। অন্তরিক্ষস্থ মেঘমণ্ডল ও সমুদ্র আমাদের সুখদান করুক। জলের অবিনাশক পালক প্রভু আমাদিগকে শান্তিদান করুন। বিদ্বান্দের রক্ষক জ্যোতির্লোক আমাদের হিতকারী হউক।১৩

রাজা ইন্দ্রো বিশ্বস্য রাজতি।

১১৮ শংনো অস্তু দ্বিপদে শং চতুষ্পদে ॥১৪

পদার্থ :—(ইন্দ্রঃ) ঐশ্বর্য্যময় পরমাত্মা (বিশ্বস্য) সকলের (রাজতি) রাজা (নঃ) আমাদের (দ্বিপদে) দ্বিপদ (চতুঃপদে) চতুষ্পদ প্রাণীদের জন্য (শম্) কল্যাণকারী (অস্তু) হউন। যজুর্বেদ ৩৬।৮।

বঙ্গানুবাদ :—ঐশ্বর্য্যময় পরমাত্মা সকলের রাজা। তাঁহার কৃপায় আমাদের দ্বিপদ ও চতুষ্পদ প্রাণীদের কল্যাণ হউক। ১৪

পর্জন্য শংনো বাতঃ পবতাংশন্নস্তপতু সূর্য্যঃ।

১১৯ শংনঃ কনিক্রদদ্দেবঃ পর্জন্যো অভিবর্ষতু ॥১৫

পদার্থ :—(বাতঃ) বায়ু (নঃ) আমাদিগকে (শম্) মঙ্গল দান করিয়া (পবতাম্) প্রবাহিত হউক (সূর্য্যঃ) সূর্য্য (নঃ) আমাদিগকে (শম্) সুখ দান করিয়া (তপতু) জ্বলিতে থাকুক (কনিক্রদৎ) গর্জ্জন করিয়া (দেবঃ) দিব্য গুণযুক্ত (পর্জন্যঃ) মেঘ (নঃ) আমাদের (শম্) হিতকারী হইয়া (অভি-বর্ষতু) সর্ব্বত্র বর্ষণ করুন। যজুর্বেদ ৩৬।১০।

বঙ্গানুবাদ :—বায়ু আমাদের মঙ্গল দান করিয়া প্রবাহিত হউক। সূর্য্য আমাদের সুখদান করিয়া জ্বলিতে থাকুক। দিব্যগুণযুক্ত মেঘ আমাদের হিতকারী হইয়া সর্বত্র বর্ষণ করুক।১৫

রাত্রি ১২০

অহানি শংভবন্তু নঃ শꣳরাত্রীঃ প্রতি ধীয়তাম্।
শংন ইন্দ্রাগ্নী ভবতাম বোভিঃ শংন ইন্দ্রাবরুণা
রাতহব্যা। শংন ইন্দ্রাপূষণা বাজসাতৌ
শমিন্দ্রাসোমা সুবিতায় শংযোঃ ॥ ১৬

পদার্থ :—(নঃ) আমাদের জন্য (অহানি) দিন (শম্) কল্যাণ-কারী (ভবন্তু) হউক (নঃ) আমাদের জন্য (রাত্রীঃ) রাত্রিতে (শম্ সুখ (প্রতি ধীয়তাম) ধারণ করুক। নঃ) আমাদের জন্য (ইন্দ্রাগ্নী) ঐশ্বর্য্যময় অগ্রণী প্রভু (অবোভিঃ) রক্ষা দ্বারা (শম্) সুখদায়ক (ভবতাম্) হউন (রাতহব্যা) অন্নদাতা (ইন্দ্রাবরুণা) ঐশ্বর্য্যময় বরণীয় প্রভু (নঃ) আমাদিগকে (শম্) কল্যাণ দান করুক (বাজসাতৌ) যুদ্ধাদিতে (ইন্দ্রা-পূষণা) ঐশ্বর্য্যময় পুষ্টিদাতা (নঃ) আমাদিগকে (শম্) শান্তিদান করুক (সু-ইতায়) উৎকৃষ্ট জীবনের জন্য (ইন্দ্রা-সোমা) ঐশ্বর্য্যময় মোক্ষদাতা (শম্) শান্তি ও (যোঃ) অভয় দান করুন। যজুর্ব্বেদ ৩৬।১১।

বঙ্গানুবাদ :—আমাদের জন্য দিন সুখদায়ক হউক, রাত্রি কল্যাণ-কারী হউক। ঐশ্বর্য্যময় অগ্রণী প্রভু রক্ষাদ্বারা সুখদায়ক হউন। অন্নদাতা ঐশ্বর্য্যময় বরেণ্য প্রভু আমাদিগকে শান্তি দান করুন। ঐশ্বর্য্যময় পুষ্টিদাতা প্রভু যুদ্ধাদিতে আমাদের শান্তি বিধান করুন। ঐশ্বর্য্যময় মোক্ষ-দাতা প্রভু উৎকৃষ্ট জীবনের জন্য শান্তি ও অভয় দান করুন।১৬

আপ ১২১

শংনো দেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে।
শংযোরভি স্রবন্তু নঃ ॥ ১৭

পদার্থ :—(দেবীঃ) দিব্য গুণযুক্ত (আপঃ) জল (অভিষ্টয়ে) অভীষ্ট কার্য্যের জন্য (পীতয়ে) পানের জন্য (নঃ) আমাদের প্রতি কল্যাণকারী (ভবন্তু) হউক (শম্) রোগ নাশ করিয়া (যোঃ) ভয় দূর করিয়া (নঃ) আমাদের (অভি) নিকট (স্রবন্তু) প্রবাহিত হউক। যজুর্ব্বেদ ৩৬।১২।

বঙ্গানুবাদ :—দিব্য গুণযুক্ত পানীয় জল অভীষ্ট কার্য্যের জন্য আমাদের প্রতি কল্যাণকারী হউক, রোগ নাশ করিয়া এবং ভয় দূর করিয়া আমাদের নিকট প্রবাহিত হউক।১৭

শান্তি
১২২

দ্যৌঃ শান্তিরন্তরিক্ষꣳ শান্তিঃ পৃথিবী শান্তিরাপঃ
শান্তিরোষধয়ঃ শান্তি। বনস্পতয়ঃ শান্তির্বিশ্বে
দেবাঃ শান্তির্ব্রহ্ম শান্তিঃ সর্ব্বꣳ শান্তিঃ শান্তিরেব
শান্তিঃ সামা শান্তিরেধি ॥ ১৮

পদার্থ :—(দ্যৌঃ) দ্যুলোক (শান্তিঃ) শান্তিযুক্ত হউক (অন্তরিক্ষ) অন্তরিক্ষ লোক (শান্তিঃ) শান্তিযুক্ত হউক (পৃথিবী) পৃথ্বী (শান্তিঃ) শান্তিযুক্ত হউক (আপঃ) জল (শান্তিঃ) শান্তিযুক্ত হউক (ওষধয়ঃ) ওষধি (শান্তিঃ) শান্তিযুক্ত হউক (বনস্পতয়ঃ) বৃক্ষাদি (শান্তিঃ) শান্তিযুক্ত হউক (বিশ্বে) সব (দেবাঃ) বিদ্বান্ (শান্তিঃ) শান্তিযুক্ত হউন (ব্রহ্ম) বেদপাঠ (শান্তিঃ) শান্তিযুক্ত হউক (সর্ব্বম্) সব কিছু (শান্তিঃ) শান্তিযুক্ত হউক (শান্তিঃ) শান্তি (এব) ই (শান্তিঃ) শান্তি হউক (সা) সেই (শান্তিঃ) শান্তি (মা) আমাকে (এধি) প্রাপ্ত হউক। যজুর্ব্বেদ ৩৬।১৭।

বঙ্গানুবাদঃ—দ্যুলোক, অন্তরিক্ষ লোক ও পৃথ্বীলোক শান্তিময় হউক। জল, ওষধি ও বনস্পতি শান্তিময় হউক। সব বিদ্বান্, বেদপাঠ এবং যাহা কিছু সবই শান্তিময় হউক। সর্ব্বত্র শান্তি শান্তিময় হউক। সেই শান্তি আমি যেন প্রাপ্ত হই।১৮

তচ্চক্ষুর্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরৎ। পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতঁ শৃণুয়াম শরদঃ শতং প্রব্রবাম শরদঃ শতমদীনাঃ স্যাম শরদঃ শতং ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ ॥ ১৯

জীবন ১২৩

পদার্থ :—(তৎ) সেই (চক্ষুঃ) পরম জ্যোতি (দেবহিতম্) দেবসমূহের শাসক (শুক্রম্) তেজস্বী (পুরস্তাৎ) পূর্ব্ব হইতে (উৎ-চরৎ) উদয় হইতেছেন শতম্) শত (শরদঃ) বর্ষ পর্য্যন্ত (পশ্যেম) দেখিব (জীবেম) প্রাণ ধারণ করিব (শরদঃ শতম্) শত বর্ষ পর্য্যন্ত (প্রব্রবাম) উপদেশ করিব (শরদঃ শতম্) শত বর্ষ পর্য্যন্ত (অদীনাঃ) স্বাধীন (স্যাম) থাকিব (শরদঃ শতম্) শত বর্ষ পর্য্যন্ত (চ) এবং (শতাৎ) শত (শরদঃ) বর্ষ হইতে ও (ভূয়ঃ) অধিক। যজুর্ব্বেদ ৩৬।২৪।

বঙ্গানুবাদঃ—সেই জ্যোতির্ম্ময়, দিব্য পদার্থের শাসক, তেজস্বী পরমাত্মা পূর্ব্ব হইতে সর্ব্বোপরি বিরাজমান রহিয়াছেন। তাঁহার কৃপায় শত বর্ষ পর্য্যন্ত আমরা দেখিব, শুনিব, বলিব, স্বাধীন থাকিব এবং শত বর্ষেরও অধিক জীবনের আনন্দ উপভোগ করিব।১৯

যজ্জাগ্রতো দূর মুদৈতি দৈবং তদুসুপ্তস্য তথৈবৈতি দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শিব সঙ্কল্পমস্তু ॥ ২০

মন ১২৪

পদার্থ :—(যৎ) যাহা (দৈবম্) দিব্য (জাগ্রতঃ) জাগ্রতের (দূরম্) দূর (উৎ এতি) বাহির হইয়া যায় (উ) এবং (তথা-এব) সেই রূপই (তৎ) তাহা (সুপ্তস্য) নিদ্রিতের (এতি) গমন করে (দূরঙ্গমম্) দূর দূর ধাবমান (জ্যোতিষাম্) ইন্দ্রিয়রূপী জ্যোতিসমূহের মধ্যে (একম্) এক (জ্যোতিঃ)

জ্যোতি (তৎ) সেই (মে) আমার (মনঃ) মন (শিব সঙ্কল্পম্) শুভ সঙ্কল্পযুক্ত (অস্তু) হউক। যজুর্ব্বেদ ৩৪।১।

বঙ্গানুবাদ :—যে দিব্য শক্তিসম্পন্ন মন জাগ্রতাবস্থায় ও নিদ্রিতাবস্থায় উভয় সময়েই দূর দূর ধাবিত হয় এবং যাহা ইন্দ্রিয় রূপী জ্যোতি সমূহের মধ্যে অন্যতম জ্যোতি, আমার সেই মন শুভ সঙ্কল্পযুক্ত হউক।২০

সংগ্রাম
১২৫

যেন কর্মাণ্যপসো মনীষিণো যজ্ঞে কৃণ্বন্তি বিদথেষু ধীরাঃ যদপূর্ব্বং যক্ষমন্তঃ প্রজানাং তন্মে মনঃ শিব সঙ্কল্পমস্তু ॥ ২১

পদার্থ :—(যেন) যাহাদ্বারা (অপসঃ) কর্ম্মনিষ্ঠ (মনীষিণঃ) মননশীল (ধীরাঃ) ধীর (যজ্ঞে) শুভকর্ম্মে (বিদথেষু) জীবন সংগ্রামে (কর্ম্মাণি) কর্ম্ম (কৃণ্বন্তি) করেন (যৎ) যাহা (প্রজানাম্) প্রজাদের (অন্তঃ) মধ্যে (অপূর্ব্বম্) অপূর্ব্ব (যক্ষম্) শক্তি (তৎ) সেই (মে) আমার (মনঃ) মন (শিবসঙ্কল্পম্) শুভ সঙ্কল্পযুক্ত (অস্তু) হউক। যজুর্ব্বেদ ৩৪।২।

বঙ্গানুবাদঃ—কর্ম্মনিষ্ঠ বিদ্বান্ এবং ধীর পুরুষেরা শুভ কর্ম্মে এবং জীবন যুদ্ধে যাহার সাহায্যে সব কর্ম্ম সম্পাদন করেন এবং যাহা প্রজাদের মধ্যে অপূর্ব্ব শক্তি, আমার সেই মন শুভ সঙ্কল্পযুক্ত হউক।২১

প্রজ্ঞা
১২৬

যৎপ্রজ্ঞানমুত চেতো ধৃতিশ্চ যজ্জ্যোতিরন্তরমৃতং প্রজাসু। যস্মান্ন ঋতে কিংচন কর্ম্ম ক্রিয়তে তন্মে মনঃ শিব সঙ্কল্পমস্তু ॥ ২২

পদার্থ :—(যৎ) যাহা (প্রজ্ঞানম্) বিশেষ জ্ঞানের সাধন (উত) এবং (চেতঃ) স্মৃতির সাধন (চ) এবং (ধৃতিঃ) ধৈর্য্য বৃত্তির সাধন (যৎ) যাহা (প্রজাসু) প্রাণি গণের মধ্যে (অন্তঃ) আভ্যন্তরীন (অমৃতম্) অমর (জ্যোতিঃ) জ্যোতি (যস্মাৎ) যাহা (ঋতে) বিনা (কিংচন) কোন ও (কর্ম্ম) কার্য্য (ন)

না (ক্রিয়তে) করা যায়, (তৎ) সেই (মে) আমার (মন) মন (শিবসঙ্কল্পম্) শুভ সংকল্প যুক্ত (অস্তু) হউক। যজুর্ব্বেদ ৩৪।৩।

বঙ্গানুবাদঃ—যাহা প্রাণিগণের মধ্যে জ্ঞান, চেতনা, ধৈর্য্য ও অমৃত জ্যোতির প্রয়োজন সিদ্ধ করে এবং যাহা বিনা কোনও কার্য্য চলিতে পারেনা। আমার সেই মন শুভ সংকল্প যুক্ত হউক।২২

সপ্তহোতা
১২৭

যেনেদং ভূতং ভুবনং ভবিষ্যৎ পরিগৃহীত মমৃতেন সর্বম্। যেন যজ্ঞ স্তায়তে সপ্তহোতা তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু ॥ ২৩

পদার্থঃ—(যেন) যে (অমৃতেন) অমৃত দ্বারা (ইদম্) এই (সর্বম্) সব (ভূতম্) ভূত (ভুবনম্) বর্ত্তমান (ভবিষ্যৎ) ভবিষ্যৎকে (পরি গৃহীতম্) ভাল-ভাবে গ্রহণ করিয়াছে (যেন) যাহাদ্বারা (সপ্তহোতা) সপ্ত হোতা (যজ্ঞঃ) যজ্ঞ (তায়তে) রচিত হয় (তৎ) সেই (মে) আমার (মনঃ) মন (শিবসংকল্পম্) শুভ সংকল্পযুক্ত (অস্তু) হউক। যজুর্ব্বেদ ৩৪।৪।

বঙ্গানুবাদঃ—যে অমৃতময় মন ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে ভাল ভাবে গ্রহণ করে। যাহা দ্বারা দুই শ্রোত্র, দুই চক্ষু, দুই নাসিকা এবং মুখ এই সপ্ত হোতা জীবন যজ্ঞকে রচনা করে, আমার সেই মন শুভ সংকল্প যুক্ত হউক।২৩

বেদ
১২৮

যস্মিন্ ঋচঃ সাম যজুꣳষি যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা রথ নাভাবিবারাঃ। যস্মিংশ্চিত্তং সর্ব্বমোতং প্রজানাং তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু ॥ ২৪

পদার্থঃ—(যস্মিন্) যাহাতে (রথনাভৌ) রথনাভিতে (অরাঃ) অরার (ইব) ন্যায় (ঋচঃ) জ্ঞান (সাম) ভক্তি (যজুংষি) কর্ম্ম (প্রতিষ্ঠিতা) প্রতিষ্ঠিত (যস্মিন্) যাহাতে (প্রজানাম্) প্রজাদের (সর্বম্) সব (চিত্তম্) জ্ঞান (ওতম্)

যুক্ত (তৎ) সেই (মে) আমার (মনঃ) মন (শিবসংকল্পম্) শুভ সংকল্পযুক্ত (অস্তু) হউক। যজুর্ব্বেদ ৩৪।৫।

বঙ্গানুবাদঃ—যাহাতে জ্ঞান ভক্তি কর্ম্ম রথের নাভিতে অরার ন্যায় স্থিত রহিয়াছে এবং সব প্রজার চিত্ত যাহার অধীন থাকে আমার সেই মন শুভসংকল্প যুক্ত হউক।২৪

সারথী ১২৯

সুষারথিরশ্বানিব যন্মনুষ্যান্নেনীয়তেঽভীশুভি র্বাজিন ইব। হৃৎপ্রতিষ্ঠং যদজিরং জবিষ্ঠং তন্মে মনঃ শিব সংকল্পমস্তু ॥ ২৫

পদার্থঃ—(যৎ) যাহা (মনুষ্যান্) মনুষ্যাদি প্রাণীকে (নেনীয়তে) চালনা করে (ইব) যেমন (সু-সারথিঃ) অভিজ্ঞ সারথী (অভীশুভিঃ) বল্গা দ্বারা (বাজিনঃ) বলযুক্ত (অশ্বান্) অশ্বকে (যৎ) যাহা (অজিরম্) জরারহিত (জবিষ্ঠম্) তীব্র বেগবান্ (হৃৎ প্রতিষ্ঠম্) হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত (তৎ) সেই (মে) আমার (মনঃ) মন (শিবসংকল্পম্) শিবসংকল্প যুক্ত (অস্তু) হউক। যজুর্ব্বেদ ৩৪।৬।

বঙ্গানুবাদঃ—যেমন অভিজ্ঞ সারথী বল্গাদ্বারা বেগবান্ অশ্বকে বশীভূত রাখে, সেইরূপ যাহা প্রাণিগণকে কর্ম্মে চালনা করে, যাহা অজর, বেগবান্ ও হৃদয়ে স্থিত আমার সেই মন শুভ সংকল্প যুক্ত হউক। ২৫

রাজা ১৩০

স নঃ শবস্ব শং গবে শং জনায় শমর্বতে। শং রাজন্নো ষধীভ্যঃ ॥ ২৬

পদার্থঃ—(রাজন্) হে প্রকাশমান পরমাত্মন্! (সঃ) এই ভাবে তুমি (নঃ) আমাদিগকে (পবস্ব) শুদ্ধ কর (গবে) গোজাতির জন্য (জনায়) মনুষ্য জাতির জন্য (অর্বতে) অশ্ব জাতির জন্য (ওষধীভ্যঃ) ওষধীর জন্য (শম্) কল্যাণ কর। সামবেদ উত্তরার্চিক।১।১

বঙ্গানুবাদ :—হে প্রকাশময় পরমাত্মন্! এই ভাবে তুমি আমাদিগকে শুদ্ধ কর। গোজাতি, মনুষ্যজাতি, অশ্বজাতি ও ওষধি সমূহের জন্য কল্যাণ কর। ২৬

অভয়
১৩১

অভয়ং নঃ করত্যন্তরিক্ষমভয়ং দ্যাবা পৃথিবী উভে ইমে। অভয়ং পশ্চাদভয়ং পুরস্তাদুত্তরা দধরাদভয়ং নো অস্তু ॥ ২৭

পদার্থ :—(অন্তরিক্ষম্) অন্তরিক্ষ লোক (নঃ) আমাদের জন্য (অভয়ম্) অভয় (করতি) করুক (ইমে) এই (উভে) উভয়ে (দ্যাবা পৃথিবী) দ্যুলোক ও ভূলোক (অভয়ম্) অভয় (পশ্চাৎ) পরে (পুরস্তাৎ) পূর্ব্বে (উত্তরাৎ) উপরে (অধরাৎ) নীচে (অভয়ম্) অভয় হউক। অথর্ব্ব ১৯।১৫।৫।

বঙ্গানুবাদ:—অন্তরিক্ষ লোক, দ্যুলোক, ও ভূলোক এই তিন লোকই আমাদিগকে অভয় দান করুক। সম্মুখে পশ্চাতে, উপরে, নীচে সব দিকেই অভয় প্রাপ্ত হইব। ২৭

মিত্র
১৩২

অভয়ং মিত্রাদভয়মমিত্রাদভয়ং জ্ঞাতাদভয়ং পুরো য়ঃ। অভয়ং নক্তমভয়ং দিবা নঃ সর্বা আশা মম মিত্রং ভবন্তু ॥ ২৮

পদার্থঃ—(মিত্রাৎ) মিত্র হইতে (অভয়ম্) অভয় (অমিত্রাৎ) অমিত্র হইতে (অভয়ম্) অভয় (জ্ঞাতাৎ) জ্ঞাত হইতে (অভয়ম্) অভয় (পুরঃ) সম্মুখে (যঃ) যাহা (অভয়ম্) অভয় (নক্তম্) রাত্রিতে (অভয়ম্) অভয় (দিবা) দিনে (অভয়ম্) অভয় হউক (সর্ব্বাঃ) সব (আশাঃ) দিক (মম) আমার (মিত্রম্) মিত্র (ভবন্তু) হউক। অথর্ব্ববেদ ১৯।১৭।৬।

বঙ্গানুবাদ :—মিত্র হইতে ও অমিত্র হইতে অভয় হইব; জ্ঞাত হইতে ও সম্মুখ হইতে অভয় হইব; দিবাভাগে ও রাত্রিকালে অভয় হইব; দিক সমূহ আমার মিত্র হউক। ২৮

—–০—–

৩য় অধ্যায়—কর্ম্ম পর্ব্ব

সংগঠন

সংগঠন ১৩৩

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম্।
দেবাভাগং যথাপূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে ॥ ১

পদার্থ :—(সংগচ্ছধ্বম্) তোমরা সকলে এক সঙ্গে মিলিয়া চল (সংবদধ্বম্) একসঙ্গে মিলিয়া আলোচনা কর (বঃ মনাংসি) তোমাদের মন (সংজানতাম্) উত্তম সংস্কার যুক্ত হউক (পূর্ব্বে) পূর্ব্ব কালীন (সং জানানা দেবাঃ) মহাজ্ঞানী পুরুষেরা (যথা) যেমন (ভাগম্) কর্ত্তব্য কর্ম্ম (উপ-আসতে) করিয়াছেন। ঋগ্বেদ ১০।১৯১।২।

বঙ্গানুবাদ :—হে মনুষ্য! তোমরা একসঙ্গে চল, একসঙ্গে মিলিয়া আলোচনা কর, তোমাদের মন উত্তম সংস্কার যুক্ত হউক। পূর্ব্বকালীন জ্ঞানী পুরুষেরা যেরূপ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছেন তোমরাও সেইরূপ কর। ১

সমিতি ১৩৪

সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাম্। সমানং মন্ত্রমভি মন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি ॥ ২

পদার্থঃ— (মন্ত্রঃ) তোমাদের মত (সমানঃ) এক হউক (সমিতিঃ) মিলন ভূমি (সমানী) এক হউক (মনঃ সমানম্) মন এক হউক (এষাং-চিত্তং সহ) ইহাদের চিত্ত সকলের সঙ্গে হউক (বঃ) তোমাদের সকলকে সমানং মন্ত্রম্) একই মতে (অভি-মন্ত্রয়ে) যুক্ত করিতেছি (বঃ) তোমাদের সকলকে (সমানেন হবিষা) একই প্রকারের অন্ন ও উপভোগ (জুহোমি) প্রদান করিতেছি। ঋগ্বেদ ১০।১৯১।৩

বঙ্গানুবাদঃ—তোমাদের সকলের মত এক হউক, মিলন ভূমি এক হউক, মন এক হউক, সকলের চিত্ত সম্মিলিত হউক, তোমাদের সকলকে একই মন্ত্রে সংযুক্ত করিয়াছি, তোমাদের সকলের জন্য অন্ন ও উপভোগ একই প্রকারের দিয়াছি। ২

আকূতি ১৩৫

সমানীব আকূতি সমানা হৃদয়ানি বঃ। সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সু সহাসতি ॥ ৩

পদার্থঃ— (বঃ আকূতি) তোমাদের লক্ষ্য (সমানী) সমান হউক (বঃ হৃদয়ানি) তোমাদের হৃদয় (সমানঃ) সমান হউক (বঃ মনঃ) তোমাদের মন (সমানং অস্তু) সমান হউক (যথা) যাহাতে (বঃ) তোমাদের (সহ-সু-অসতি) শক্তি উত্তম হয়। ঋগ্বেদ ১০।১৯১।৪।

বঙ্গানুবাদঃ—তোমাদের সকলের লক্ষ্য সমান হউক, তোমাদের হৃদয় সমান হউক, তোমাদের মন সমান হউক। এই ভাবে তোমাদের সকলের শক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক। ৩

মিত্র দৃষ্টি ১৩৬

দৃতে দৃꣳহ মা মিত্রস্য মা চক্ষুষা সর্ব্বাণি ভূতানি সমীক্ষন্তাম্। মিত্রস্যাহং চক্ষুষা সর্ব্বাণি ভূতানি সমীক্ষে। মিত্রস্য চক্ষুষা সমীক্ষামহে ॥ ৪

পদার্থ :—(দৃতে) হে দুঃখ নাশক (মা) আমাকে (দৃংহ) সুখের

সহিত বৰ্দ্ধন কর (মা) আমাকে (মিত্রস্য) মিত্রের (চক্ষুষা) দৃষ্টিতে (সর্ব্বাণি) সব (ভূতানি) প্রাণী (সমীক্ষন্তাম্) দেখুক (মিত্রস্য) মিত্রের (চক্ষুষা) দৃষ্টিতে (অহম্) আমি (সর্ব্বাণি) সব (ভূতানি) প্রাণীকে (সমীক্ষে) দেখি (মিত্রস্য) মিত্রের (চক্ষুষা) দৃষ্টিতে (সমীক্ষামহে) আমরা পরস্পরকে দেখি। যজুর্ব্বেদ ৩৬।১৮।

বঙ্গানুবাদ :—হে দুঃখনাশক পরমাত্মন্! আমাকে সুখের সহিত বৰ্দ্ধন কর। সব প্রাণী আমাকে মিত্রের দৃষ্টিতে দেখুক। আমি সব প্রাণীকে মিত্রের দৃষ্টিতে দেখি। আমরা একে অন্যকে মিত্রের দৃষ্টিতে দেখি। ৪

মিলন ১৩৭

সংবঃ পৃচ্যন্তাং তন্বঃ সংমনাংসি সমুব্রতা। সং বোহ-
য়ং ব্রহ্মণস্পতির্ভগঃ সংবো অজীগমৎ ॥ ৫

পদার্থ :—(বঃ তন্বঃ) তোমাদের শরীর (সং পৃচ্যন্তাম্) মিলিয়া থাকুক (মনাংসি সম্) মন মিলিয়া থাকুক (ব্রতা) কর্ম্ম মিলিয়া থাকুক (অয়ম্) এই (ব্রাহ্মণঃপতিঃ ভগঃ) জ্ঞানের রক্ষক ঐশ্বর্য্যময় প্রভু (বঃ সং সম্ অজীগমৎ) সকলকে মিলাইয়া রাখ। অথর্ব্ববেদ ৬।৭৪।১।

বঙ্গানুবাদ :—তোমাদের শরীর মন এবং কর্ম্ম একসঙ্গে মিলিয়া থাকুক। হে জ্ঞানের রক্ষক! ঐশ্বর্য্যময় প্রভো! সকলকে মিলাইয়া রাখ। ৫

সন্তোষ ১৩৮

সংজ্ঞপনং বো মনসোহথো সংজ্ঞপনং হৃদঃ। অথো
ভগস্য যচ্ছ্রান্তং তেন সংজ্ঞপয়ামি বঃ ॥ ৬

পদার্থ :—(বঃ মনসঃ) তোমাদের মনের (সংজ্ঞপনম্) উত্তম জ্ঞান (হৃদঃ) হৃদয়ের (সংজ্ঞপনম্) সন্তোষ ভাব (অথো) এবং (ভগস্য শ্রান্তম্) ভাগ্যের শ্রম (তেন) তাহা দ্বারা (বঃ সংজ্ঞপয়ামি) তোমাদিগকে সন্তুষ্ট করিতেছি। অথর্ব্ববেদ ৬।৭৪।২।

বঙ্গানুবাদঃ—তোমাদের মনের উত্তম জ্ঞান, হৃদয়ের সন্তোষ ভাব এবং ভাগ্যের শ্রান্তি—এই সব দ্বারা তোমদের সন্তোষ বিধান করিতেছি। ৬

ব্রহ্মক্ষত্র
১৩৯

যত্র ব্রহ্মচ ক্ষত্রংচ সম্যঞ্চৌ চরতঃ সহ। তংলোকং পুণ্যং প্রজ্ঞেয়ং যত্রদেবাঃ সহাগ্নিনা॥ ৭

পদার্থঃ—(যত্র) যেস্থানে (ব্রহ্মচ) জ্ঞানী এবং (ক্ষত্রং চ) বীর পুরুষেরা (সমঞ্চৌ) মিলিয়া (সহ) একসঙ্গে (চরতঃ) বাস করেন (যত্র) যেখানে (দেবঃ) বিদ্বানেরা (অগ্নিনা) তেজের (সহ) সঙ্গে থাকেন (তম্) সেই (লোকম্) দেশকে (পুণ্যম্) পুণ্য এবং (প্রজ্ঞেয়ম্) জ্ঞানময় জানিবে। যজুর্ব্বেদ ২০।২৫

বঙ্গানুবাদঃ—যেখানে জ্ঞানীরা এবং বীর পুরুষেরা একসঙ্গে বাস করিয়া করেন, যেখানে বিদ্বানেরা তেজের সঙ্গে থাকেন সেই দেশকে পুণ্য ও জ্ঞানময় জানিবে। ৭

সমত্ব
১৪০

অজ্যেষ্ঠাসো অকনিষ্ঠাস এতে সং ভ্রাতরো তাবৃধুঃ সৌভগায়। যুবা পিতা স্বপা রুদ্র এষাং সুদুঘা পৃশ্নিঃ সুদিনা মরুদ্ভ্যঃ॥ ৮

পদার্থ ঃ—(অজ্যেষ্ঠাঃ) যাহাদের মধ্যে কেহ বড় নাই এবং (অকনিষ্ঠ সঃ) যাহাদের মধ্যে কেহ ছোট নাই (এতে) ইহারা (ভ্রাতরঃ) ভাই ভাই (সৌভগায়) সৌভাগ্য লাভের জন্য (সংবাবৃধু) মিলিয়া প্রযত্ন করিতেছে (যুবা পিতা) তরুণ পিতা (স্বপা রুদ্রঃ) শুভকর্ম্মা ঈশ্বর (এষাম্) ইহাদের জন্য (সু-দুঘা) পয়স্বিনী মাতা (পৃশ্নিঃ) প্রকৃতি (ম-রুদ্ভ্যঃ) ক্রন্দনহীন জীবের জন্য (সুদিনা) উত্তম দিন প্রদান করেন। ঋগ্বেদ ৫।৬০।৫।

বঙ্গানুবাদ :—মনুষ্যের মধ্যে কেহ বড় নয় বা কেহ ছোট নয়। ইহারা ভাই ভাই। সৌভাগ্য লাভের জন্য ইহারা প্রযত্ন করে। ইহাদের পিতা তরুণ শুভকর্ম্মা ঈশ্বর এবং মাতা দুগ্ধবতী প্রকৃতি। প্রকৃতি মাতা ক্রন্দন হীন পুরুষার্থী সন্তানকেই সুদিন প্রদান করে।৮

জন্মভূমি
১৪১

তে অজ্যেষ্ঠা অকনিষ্ঠাস উদ্ভিদো হমধ্যমাসেঃ মহসা বি বাবৃধুঃ। সুজাতাসো জনুষঃ পৃশ্নি মাতরা দিবো মর্য্যা আ নো অচ্ছা জিগতন ॥ ৯

পদার্থঃ—(তে) তাহারা (অজ্যেষ্ঠাঃ) বড় নয় (অকনিষ্ঠাসঃ) ছোট নয় (অমধ্যমাসঃ) মধ্যম নয় (উৎ ভিদঃ) উন্নত (মহসা) উৎসাহের সঙ্গে (বি) বিশেষ ভাবে (বাবৃধুঃ) ক্রমোন্নতির জন্য প্রযত্ন করে (জনুষা) জন্ম হইতেই (সুজাতাসঃ) উত্তম কুলীন (পৃশ্নি মাতারঃ) জন্মভূমির সন্তান (দিবঃ) দিব্য (মর্য্যাঃ) দিব্য মনুষ্য (নঃ অচ্ছা) আমার নিকট ভালভাবে (আ জিগাতন) আসুক। ঋগ্বেদ ৫।৫৯।৬।

বঙ্গানুবাদ :—মানবের মধ্যে কেহ বড় নয় কেহ ছোট নয় এবং কেহ মধ্যম নয় তাহারা সকলেই উন্নতি লাভ করিতেছে। উৎসাহের সঙ্গে বিশেষ ভাবে ক্রমোন্নতির প্রযত্ন করিতেছে। জন্ম হইতেই তাহারা কুলীন। তাহারা জন্মভূমির সন্তান দিব্য মনুষ্য। তাহারা আমার নিকট সত্য পথে আগমন করুক। ৯

সহৃদয়
১৪২

সহৃদয়ং সাংমনস্যমবিদ্বেষং কৃণোমি বঃ। অন্যো অন্যমভি হর্য্যত বৎসং জাতমিবাঘ্ন্যা ॥ ১০

পদার্থ :—(স হৃদম্) সহৃদয়তা (সাংমনস্যম্) মনের উত্তম ভাব (অবিদ্বেষম্) নির্বৈরতা (বঃ) তোমাদের জন্য (কৃণোমি) করিতেছি (অন্যঃ অন্যম) একে অন্যের প্রতি (অভি হর্য্যত) প্রীতি কর (ইব)

যেমন (জাতং বৎসম্) নবজাত বৎসকে (অঘ্ন্যা) গাভী প্রীতি করে। অথর্ব্ববেদ ৩।৩০।১।

বঙ্গানুবাদ :—আমি তোমাদের জন্য সহৃদয়তা, উত্তম মন, নির্বৈরতা প্রদান করিয়াছি। তোমরা একে অন্যের প্রতি গাভী যেমন নবজাত বৎসের মলিন শরীরকে সর্বশ্রেষ্ঠ অঙ্গ জিহ্বা দ্বারা পরিষ্কার করে সেইরূপ প্রেম কর। ১০

গার্হস্থ্য ১৪৩ অনুব্রতঃ পিতুঃ পুত্রো মাত্রা ভবতু সংমনাঃ।
জায়াপত্যে মধুমতীং বাচং বদতু শংতিবাম্ ॥ ১১

পদার্থ :—(পুত্রঃ) পুত্র (পিতুঃ অনুব্রতঃ) পিতার অনুকূল (মাত্রা) মাতার সঙ্গে (সংমনা) সংভাবে থাকিবে (জায়া) পত্নী (পত্যে) পতির সহিত (মধুমতীম্) মধুর (শংতিবাম্) শান্ত (বাচং বদতু) বাণী বলিবে। অথর্ব্ববেদ ৩।৩০।২।

বঙ্গানুবাদ :—পুত্র পিতার অনুকূলে কার্য্য করিবে, মাতার সহিত সংভাবে থাকিবে। পত্নী পতির সহিত শান্ত ও মধুর বচন বলিবে। ১১

ভ্রাতা ভগ্নী ১৪৪ মা ভ্রাতা ভ্রাতরং দ্বিক্ষন্মা স্বসারমুতস্বসা। সম্যঞ্চঃ
সব্রতা ভূত্বা বাচং বদত ভদ্রয়া ॥ ১২

পদার্থ :—(ভ্রাতা ভ্রাতরম্) ভ্রাতা ভ্রাতাকে (মা দ্বিক্ষৎ) দ্বেষ করিবে না (উত) এবং (স্বসা স্বসারম্) ভগ্নী ভগ্নীকে (মা) দ্বেষ করিবে না (সম্যঞ্চঃ) সম মতাবলম্বী (সব্রতাঃ) সম কর্ম্মাবলম্বী (ভূত্বা) হইয়া (ভদ্রয়া বাচং বদত) উত্তম রীতিতে বার্ত্তালাপ করিবে। অথর্ব্ববেদ ৩।৩০।৩।

বঙ্গানুবাদ :—ভ্রাতা ভ্রাতাকে দ্বেষ করিবে না। ভগ্নী ভগ্নীকে দ্বেষ করিবে না। তোমরা সকলে সম মতাবলম্বী ও সম কর্ম্মাবলম্বী হইয়া সংভাবে বার্ত্তালাপ কর। ১২

অবিরোধ ১৪৫

যেন দেবা ন বিযংতি নোচ বিদ্বিষতে মিথঃ।
তৎকৃণ্মো ব্রহ্ম বো গৃহে সংজ্ঞানং পুরুষেভ্যঃ ॥ ১৩

পদার্থ ঃ—(যেন) যাহাতে (দেবাঃ ন বিয়ন্তি) বিদ্বান্‌দের মধ্যে বিরোধ না হয় (মিথঃ নো চ বিদ্বিষতে) পরস্পর দ্বেষ না হয় (তৎ সংজ্ঞানং ব্রহ্ম) সেই উত্তম জ্ঞান (বঃ গৃহে) তোমাদের গৃহে (পুরুষেভ্যঃ) মনুষ্যদের জন্য (কৃণ্মঃ) করি। অথর্ব্ববেদ ৩।৩০।৪।

বঙ্গানুবাদ ঃ—যাহাতে জ্ঞানীদের মধ্যে বিরোধ না হয়, পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ না জন্মে সেই উত্তম জ্ঞান তোমাদের গৃহে মনুষ্যের মধ্যে দান করিয়াছি। ১৩

সম্বন্ধ ১৪৬

জ্যায়স্বন্তশ্চিত্তিনো মা বি যৌষ্ট সংরাধয়ন্ত
সধুরাশ্চরন্তঃ। অন্যো অন্যস্মৈ বল্গু বদন্ত এত
সধ্রীচী নান্বঃ সংমনসস্কৃণোমি ॥ ১৪

পদার্থ ঃ—(জ্যায়স্বন্তঃ) জ্যেষ্ঠের সম্মান দাতা (চিত্তিনঃ) বিচারশীল (সংরাধয়ন্তঃ) সাধক (সধুরাঃ চরন্তঃ) এক বন্ধনের নীচে গমনশীল তোমরা (মা বি যৌষ্ট) পৃথক হইওনা (অন্যঃ অন্যস্মৈ) একে অন্যের সঙ্গে (বল্গু বদন্তঃ) মনোহর কথাবার্ত্তায় (এত) অগ্রসর হও (বঃ) তোমাদিগকে (সধ্রীচীনান্) এক পথের পথিক (সং মনসঃ) উত্তম মনযুক্ত (কৃণোমি) করিতেছি। অথর্ব্ববেদ ৩।৩০।৫।

বঙ্গানুবাদ ঃ—তোমরা জ্যেষ্ঠের সম্মান করিও। তোমরা বিচারশীল সাধক একই বন্ধনের নীচে আবদ্ধ হইয়া চলিতেছ। তোমরা পৃথক হইও না। একে অন্যের সঙ্গে মনোহর কথাবার্ত্তায় অগ্রসর হও। তোমাদিগকে এক পথের পথিক এবং উত্তম মন বিশিষ্ট করিয়াছি। ১৪

পানাহার
১৪৭.

সমানী প্রপা সহ বোঽন্নভাগঃ সমানে যোক্ত্রে সহ বো যুনজ্মি। সম্যঞ্চোঽগ্নিং সপর্য্যতারা নাভি মিবাভিতঃ ॥ ১৫

পদার্থ ঃ -(বঃ) তোমাদের (প্রপা) পান (সমানী) এক সঙ্গে হউক (বঃ অন্নভাগঃ) তোমাদের আহার (সমানঃ) একসঙ্গে হউক (বঃ) তোমাদিগকে (সহ) সঙ্গে (সমানে যোক্ত্রে) এক বন্ধনে (যুনজ্মি) যুক্ত করিতেছি (সম্যঞ্চঃ) সব মিলিয়া (অগ্নিং সপর্য্যত) পরমাত্মাকে পূজা কর (ইব) যেমন (অরাঃ নাভিং অভিতঃ) রথের চক্রনাভির চারিদিকে অর থাকে। অথর্ব্ববেদ ৩।৩০।৬।

বঙ্গানুবাদ ঃ—তোমাদের পান একসঙ্গে হউক, ভোজনও এক সঙ্গে হউক। তোমাদিগকে এক সঙ্গে একই প্রেমবন্ধনে যুক্ত করিয়াছি। সকলে মিলিয়া পরমাত্মাকে পূজা কর। রথচক্রের কেন্দ্রের চারিদিকে যেমন অর থাকে তোমরা সেই ভাবে থাক। ১৫

সায়ন ভাষ্য ঃ—সহবোঽন্নভাগাঃ অন্ন ভাগশ্চ সহ এব ভবতু পরস্পরা-নুরাগবশেন একত্রাবস্থিত মন্ন পানাদিকংযুষ্মাভিরুপভোজ্যতামিত্যর্থঃ। অর্থাৎ তোমাদের অন্ন গ্রহণ এক সঙ্গে হউক। পরস্পরের প্রতি স্নেহ বৃদ্ধির জন্য তোমরা একসঙ্গে অন্নপানাদি গ্রহণ কর। ১৫

পথিক
১৪৮

সধ্রীচীনান্বঃ সংমনসস্কৃণোম্যেকশ্নুষ্টীন্ত্সংবননেন সর্বান্। দেবা ইবাঽমৃতং রক্ষমাণাঃ সায়ংপ্রাতঃ সৌমনসো বো অস্তু ॥ ১৬

পদার্থ ঃ—(সংবননেন) উত্তম সেবা ভাবের সহিত (বঃ সর্ব্বান্) তোমাদের সকলকে (সধ্রীচীনান্) এক পথের পথিক এবং (সংমনসঃ) সুমনা (এক শ্নুষ্টীন্) সমান ভোজন গ্রাহী (কৃণোমি) করিতেছি

(অমৃতং রক্ষমাণাঃ দেবাঃ ইব) অমৃতের রক্ষক বিদ্বান্‌দের ন্যায় (সায়ং প্রাতঃ) সকালে ও সায়ং কালে (বঃ সৌমনসঃ অস্তু) তোমাদের চিত্তের প্রসন্নতা হউক। অথর্ব্ববেদ ৩।৩০।৭।

বঙ্গনানুবাদ :—তোমরা সৎভাবে একই পথে অগ্রসর হও, চিত্ত তোমাদের উন্নত হউক, পানাহার তোমাদের এক সঙ্গে হউক—আমি তোমাদের জন্য এইরূপ ব্যবস্থাই করিয়াছি। অমৃত রসে আপ্লুত বিদ্বান্‌দের ন্যায় প্রাতে ও সায়ংকালে তোমাদের চিত্ত প্রসন্ন হউক। ১৬

রাষ্ট্রে

আদর্শ ১৪৯

আ ব্রহ্মন্ ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবর্চসী জায়তাম্, আ রাষ্ট্রে রাজন্যঃ শূরঽইষব্যোঽতিব্যাধী মহারথো জায়তাম্, দোগ্ধ্রী ধেনুর্বোঢানড্‌বানাশুঃ সপ্তিঃ পুরন্ধির্যোষা, জিষ্ণু রথেষ্ঠাঃ, সভেয়ো যুবাস্য যজমানস্য বীরো জায়তাম্ নিকামে নিকামে নঃ পর্জন্যো বর্ষতু, ফলবত্যো ন ঽওষধয়ঃ পচ্যন্তাং, যোগাক্ষেমো নঃ কল্পতাম্। ১

পদার্থ :—(ব্রহ্মন্) হে প্রভো! (রাষ্ট্রে) রাষ্ট্রে (ব্রহ্মবর্চসী) তেজস্বী (ব্রাহ্মণঃ) ব্রাহ্মণ (আ-জায়তাম্) উৎপন্ন হউক (ইষব্যঃ) শস্ত্রাস্ত্র বিদ্যায় নিপুণ (অতিব্যাধী) দুষ্টের দমন কর্ত্তা (মহারথঃ) মহা বলবান্ (শূরঃ) নির্ভয় (রাজন্যঃ) ক্ষত্রিয় (আ-জায়তাম্) উৎপন্ন হউক (দোগ্ধ্রী) দুগ্ধবতী (ধেনুঃ) ধেনু (বোঢা) ভারবাহী (অনড্‌বান্) বৃষ

(আশুঃ) শীঘ্রগামী (সপ্তিঃ) অশ্ব (পুরন্ধিঃ) গৃহকর্ম্ম কুশল (যোষা) স্ত্রী (রথেষ্ঠাঃ) মহারথী (জিষ্ণুঃ) শত্রুজয়ী (সভেয়ঃ) সভ্য পুরুষ (যুবা) যুবক (আ-জায়তাম্) উৎপন্ন হউক (অস্য যজমানস্য) এই যজমানের গৃহে (বীরঃ) বীর (নঃ) আমাদের (নিকামে নিকামে)আবশ্যক সময়ে (পর্জন্যঃ) মেঘ (বর্ষতু) বর্ষণ করুক (ওষধয়ঃ) ওষধি (ফলবত্যঃ) ফলশালী (নঃ) আমাদের জন্য (পচ্যন্তাম্) পরিপক্ক হউক (যোগক্ষেমঃ ; আবশ্যকীয় পদার্থ প্রাপ্তির জন্য (নঃ) আমাদের (কল্পতাম্) ব্যবস্থা করুন ; যজুর্ব্বেদ ২২।২২।

বঙ্গানুবাদ :—হে প্রভো ! এই বৃহৎ রাষ্ট্রে তেজস্বী বেদবিৎ ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হউক ; শস্ত্রাস্ত্র বিদ্যা নিপুণ, দুষ্টের দমন কর্ত্তা, মহাবলবান, নির্ভয় এবং বীর ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হউক ; দুগ্ধবতী ধেনু, ভারবাহী বৃষ, দ্রুতগামী অশ্ব, গৃহকর্ম্ম কুশল রমণী, মহারথী শত্রু বিজেতা পুরুষ উৎপন্ন হউক। যজমানের গৃহ বীর পুত্রে পরিপূর্ণ হউক, আবশ্যক হইলে মেঘ বর্ষণ করুক, আমাদের জন্য ফলশালী ওষধি পরিপক্ক হউক এবং আবশ্যকীয় পদার্থ প্রাপ্তির ব্যবস্থা হউক। ১

চতুর্ব্বর্ণ ১৫০

ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ। ঊরূ
তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥ ২

পদার্থ :—(ব্রাহ্মণঃ) ব্রাহ্মণ (অস্য) এই বিরাট পুরুষের (মুখ আসীৎ) মুখ স্থানীয় (রাজন্যঃ) ক্ষত্রিয় (বাহূ কৃতঃ) বাহুর সমান (যৎ বৈশ্যঃ) যে বৈশ্য (তদ্ অস্য ঊরূ) সে ইহার ঊরু স্থানীয় (শূদ্রঃ) শূদ্র (পদ্ভ্যাং অজায়ত) পদের তুল্য প্রসিদ্ধ। যজুর্ব্বেদ ৩১ ১১।

বঙ্গানুবাদঃ— ব্রাহ্মণ মানব সমাজের মুখ স্বরূপ, ক্ষত্রিয় বাহু স্বরূপ, বৈশ্য ঊরু স্বরূপ এবং শূদ্র পাদ স্বরূপ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ২

ভাবার্থ :—যাঁহারা মস্তিষ্ক বা বুদ্ধি বল দ্বারা সমাজ সেবা করেন তাঁহারা

ব্রাহ্মণ, যাঁহারা বাহুবল দ্বারা সমাজ সেবা করেন তাঁহারা ক্ষত্রিয়, যাঁহারা কৃষি গোরক্ষা বাণিজ্য দ্বারা সমাজের পুষ্টিসাধন করেন তাঁহারা বৈশ্য এবং যাঁহারা সমাজের পাদ, ভিত্তি বা আশ্রয় স্বরূপ তাঁহারা শূদ্র। ২

ব্রাহ্মণ ১৫১

সংবৎসরং শশায়না ব্রাহ্মণা ব্রতচারিণঃ। বাচং পর্জন্য জিন্বিতাং প্র মণ্ডুকা অবাদিষুঃ॥ ৩

পদার্থঃ—(সংবৎসরং শশয়ানাঃ) বর্ষব্যাপী সমাহিত চিত্ত (ব্রত চারিণঃ) নিয়মিত আচরণ যুক্ত (মাণ্ডুকাঃ) সত্যের মণ্ডন ও অসত্যের খণ্ডন কর্তা (ব্রাহ্মণাঃ) ব্রাহ্মণেরা (পর্জন্য জিন্বিতাং বাচম্) পূর্ত্তি কারক প্রেরণা দ্বারা বাণীকে (প্র-অবাদিষুঃ) বিশেষ প্রকার ব্যাখ্যা করেন। ঋগ্বেদ ৭।১০৩।১।

বঙ্গানুবাদঃ—ব্রাহ্মণগণ সম্পূর্ণ বর্ষ শান্ত সমাহিত চিত্তে ব্রত অবলম্বন করিয়া সত্যের মণ্ডন ও অসত্যের খণ্ডন করেন এবং ধর্ম্মের প্রেরণায় বাণী প্রচার করেন। ৩

ব্রাহ্মণত্ব ১৫২

ব্রাহ্মণ মদ্য বিদেয়ং পিতৃমন্তং পৈতৃ মত্য মৃষি মার্ষেয়ঁ সু-ধাতু-দক্ষিণম্। অস্মদ্ দ্রাতা দেবত্রা গচ্ছত প্রদাতারমাবিশৎ॥ ৪

পদার্থ্য—(অদ্য ব্রাহ্মণং বিদেয়ম্) আমরা আজ ব্রাহ্মণের সঙ্গ লাভ করিব যিনি (পিতৃমন্তম্) উত্তম পিতা হইতে উৎপন্ন (পৈতৃমত্যম্) যাঁহার পিতামহাদি উত্তম (আর্ষেয়ম্) ঋষিদের জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন (ঋষিম্) যিনি মন্ত্রঃ দ্রষ্টা (সু-ধাতু-দক্ষিণম্) যিনি উর্দ্ধরেতা (অস্মৎ-দ্রাতা) আমাদের নিকট হইতে সম্মান লাভ করিয়া (দেব-ত্রা) বিদ্বান্‌দের মধ্যে যিনি (প্র-দাতারম্) বিশেষ দানশীল (গচ্ছত) তাঁহাদের নিকট যাও (আবিশত) এবং প্রবিষ্ট হইয়া থাক। যজুর্ব্বেদ ৭।৪৬।

বঙ্গানুবাদঃ—যিনি উত্তম পিতা হইতে উৎপন্ন, যাঁহার পিতামহ উত্তম, ঋষিদের জ্ঞান যিনি লাভ করিয়াছেন, যিনি দিব্য দৃষ্টিযুক্ত এবং উর্দ্ধরেতা সেই ব্রাহ্মণের সঙ্গ আমরা লাভ করিব! যিনি আমাদের সম্মান লাভ করিয়াছেন এবং বিদ্বান্‌দের মধ্যে যিনি দানশীল তাঁহার নিকট যাও এবং মিলিত হও। ৪

শস্ত্রজ্ঞ
১৫৩

তীক্ষ্ণেষবো ব্রাহ্মণা হেতি মন্তো যামস্যন্তি শরব্যাং ন সা মৃষা। অনুহায় তপসা মন্যুনা চোত দূরাদব ভিন্দন্ত্যেনম্ ॥ ৫

পদার্থঃ—(তীক্ষ্ণ-ইষবঃ) যাঁহাদের বাণ তীক্ষ্ণ (হেতি-মন্তঃ) যাঁহারা শস্ত্রধারী (ব্রাহ্মণাঃ) এরূপ ব্রাহ্মণেরা (যাং শরব্যাম্) যে সব শস্ত্র নিক্ষেপ করেন (সা ন মৃষা) সে শস্ত্র ব্যর্থ হয় না (মন্যুনা) তেজস্বিতার সহিত (তপসা) কঠোরতা সহ্য করিয়া (অনুহায়) শত্রুর অনুসরণ করিয়া উত) নিশ্চয় (এনম্) শত্রুকে (দূরাৎ অব ভিন্দন্তি) দূর হইতে ভেদ করে। অথর্ব্ব বেদ ৫।১৮।৯।

বঙ্গানুবাদঃ—সুতীক্ষ্ণ শর ও শস্ত্রে সুসজ্জিত ব্রাহ্মণ যে সব শস্ত্র নিক্ষেপ করেন তাহা ব্যর্থ হয় না। তাহা তেজস্বিতার সহিত কঠোরতার মধ্যেও শত্রুর অনুসরণ করিয়া তাহাকে দূর হইতে নিশ্চয়ই ভেদ করে। ৫

পুরোহিত
১৫৪

সংশিতং ম ইদং ব্রহ্ম সংশিতং বীর্য্যং বলম্।
সংশিতং ক্ষত্রমজরমস্তু জিষ্ণুর্যেষামস্মি পুরোহিতঃ ॥৬

পদার্থঃ—(মে ইদং ব্রহ্ম) আমার এই জ্ঞান (সংশিতম্) অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হউক (বীর্য্যম্) বীর্য্য (বলম্) বল (সংশিতম্) তীক্ষ্ণ হউক (সংশিতং ক্ষত্রম্) তীক্ষ্ণ ক্ষাত্র তেজ (অজরং অস্তু) অজর হউক (যেষাম্) যাহাদের

(জিষ্ণুঃ) বিজয়ী (পুরঃ হিতঃ) অগ্রভাগে স্থিত নেতা (অস্মি) হই অথর্ব্ববেদ ৩।১৯।১।

বঙ্গানুবাদঃ—আমার জ্ঞান তীক্ষ্ণ হউক, আমার বল বীর্য্য প্রভাবশালী হউক। তাঁহাদের ক্ষাত্র তেজ অজেয় হউক যাঁহাদের আমি অগ্রভাগে স্থিত বিজয়ী নেতা বা পুরোহিত হইয়াছি। ৬

পৌরহিত্য
১৫৫

সমহমেষাং রাষ্ট্রং স্যামি সমোজো বীর্য্যং বলম্।
বৃশ্চামি শত্রূণাং বাহূননেন হবিষাহম্ ॥ ৭

পদার্থঃ (এষাং রাষ্ট্রম্) ইহাদের রাষ্ট্রকে (অহং সংস্যামি) আমি নির্ম্মাণ করিতেছি (ওজঃ বীর্য্যং বলম্) ওজ, বীর্য্য ও বলকে (সম্) সফল করিতেছি (অনেন হবিষা) এই জ্ঞান বলের সাহায্যে (শত্রূণাং বাহূন্) শত্রুর বাহু বলকে (বৃশ্চামি) ছিন্ন করিতেছি। অথর্ব্ববেদ ৩।১৯।২।

বাঙ্গানুবাদ ঃ—আমি প্রজাদের রাষ্ট্র নির্ম্মাণ করিতেছি। ইহাদের ওজ, বল ও বীর্য্যকে সফল করিতেছি। জ্ঞানবলের সাহায্যে শত্রুর বাহুবলকে ছিন্ন করিতেছি।৭

শক্তি
১৫৬

তীক্ষ্ণীয়াংসঃ পরশোরগ্নেস্তীক্ষ্ণ তরা উত।
ইন্দ্রস্য বজ্রাত্তীক্ষ্ণীয়াংসো যেষামস্মি পুরোহিতঃ ॥ ৮

পদার্থঃ—(পরশোঃ) কুঠার হইতে (তীক্ষ্ণীয়াংসঃ) অধিক তীক্ষ্ণ (অগ্নেঃ তীক্ষ্ণতরাঃ) অগ্নি হইতে অধিক তীক্ষ্ণ (ইন্দ্রস্য বজ্রাৎ) ঐশ্বর্য্য ময় পরমাত্মার বিদ্যুৎ হইতে (তীক্ষ্ণীয়াংসঃ) তীক্ষ্ণ তাহাদের শস্ত্র হউক (যেষাম্) যাহাদের আমি (পুরঃ হিতঃ অস্মি) অগ্রগামী পুরোহিত হইয়াছি। অথর্ব্ববেদ ৩।১৯।৪।

বঙ্গানুবাদ ঃ—আমি যাঁহাদের অগ্রণী বা পুরোহিত হইয়াছি তাঁহাদের অস্ত্র শস্ত্র কুঠার হইতেও অধিক, অগ্নি হইতেও অধিক এবং পরমাত্মার বৈদ্যুতিক শক্তি হইতে অধিক তীক্ষ্ণ হউক। ৮

অভিযান
১৫৭

প্রেতা জয়তা নর উগ্রা বঃ সন্তু বাহবঃ।
তীক্ষ্নেষবোহবলধন্বনোহতোগ্রায়ুধাঅবলান্
গ্রবাহবঃ ॥ ৯

পদার্থঃ—(নরঃ) নেতৃগণ! (প্র-ইত) ধাবমান্ হও (জয়ত) বিজয় কর (বঃ বাহবঃ) তোমাদের বাহু (উগ্রঃ) প্রচণ্ড (সন্তু) হউক (তীক্ষ্নেষবঃ উগ্রায়ুধাঃ) তীক্ষ্ণ শর ও উগ্র শস্ত্র ধারী (উগ্র-বাহবঃ) উগ্রবাহু সম্পন্ন বীরগণ! শত্রুকে (অবলধন্বনঃ) নির্বল ধনু ও (অবলান্) বলহীন করিয়া (হত) হনন কর। অথর্ব্ব বেদ ৩।১৯।৭।

বঙ্গানুবাদ:—হে অগ্রণী বীরগণ! ধাবমান হও, বিজয় কর, তোমাদের বাহুবল প্রচণ্ড হউক! হে তীক্ষ্ণ শর ও শস্ত্রধারী পুরুষগণ! হে উগ্র বাহু সম্পন্ন বীরগণ! শত্রুদলকে নির্ব্বলাস্ত্র ও অশক্ত করিয়া হনন কর।৯

ক্ষত্রিয়
১৫৮

ইমমিন্দ্র বর্ধয় ক্ষত্রিয়ং ম ইমং বিশামেক বৃষং কৃণু ত্বম্। নিরমিত্রানক্ষ্ণুহ্যস্য সর্বাংস্তান্ রংধয়াস্মা অহমুত্তরেষু ॥ ১০

পদার্থঃ—(ইন্দ্র) ঐশ্বর্য্যময় প্রভো! (ইমং ক্ষত্রিয়ম্) এই ক্ষত্রিয়কে (বর্ধয় ; সমৃদ্ধি শালী কর (ইমম্) ইহাকে (মে বিশাং একবৃষম্) আমার প্রজাদের মধ্যে অদ্বিতীয় বলিষ্ঠ (কৃণু) কর (অস্য অমিত্রান্) ইহার শত্রু দিগকে (নিরক্ষ্ণুহি) নির্ব্বল কর (অহমুত্তরেষু) স্পর্দ্ধার মধ্যে (তান্ সর্বান) তাহাদের সকলকে (রন্ধয়) বিনাশ কর। অথর্ব্ববেদ ৪।২২।১।

বঙ্গানুবাদঃ—হে ঐশ্বর্য্যময় প্রভো! ক্ষত্রিয় বৃদ্ধিকর; আমার প্রজাদের মধ্যে ক্ষত্রিয়দিগকে অদ্বিতীয় বলিষ্ঠ কর। তাহাদের শত্রুগণকে নির্ব্বল কর। স্পর্দ্ধার সহিত সেই সব শত্রুকে বিনাশ কর। ১০

রাজা ১৫৯

অয়মস্তু ধনপতি র্ধনানাময়ং বিশাং বিশ্পতিরস্তু রাজা। অস্মিন্নিন্দ্র মহি বচাংসি ধেহ্য বর্চসং কৃণুহি শত্রুমস্য ॥ ১১

পদার্থঃ—(অয়ম্) এই (ধনানাং ধনপতিঃ) ধনের ধনপতি (অস্তু) হউক (বিশাম্) প্রজাদের (বিশ্ পতি) যোগ্য পালক (রাজা অস্তু) রাজা হউক (ইন্দ্র) হে প্রভো! (অস্মিন্) ইহাতে (মহি বর্চাংসি) বিপুল তেজ (ধেহি) স্থাপন কর (অস্য শত্রুম্) ইহার শত্রুকে (অ-বর্চসং কৃণুহি) নিস্তেজ কর। অথর্ব্ববেদ ৪।২২।৩।

বঙ্গানুবাদঃ—ক্ষত্রিয়েরা ধনের অধিপতি হউক, প্রজাদের যোগ্য পালক ও রাজা হউক। হে প্রভো! ইহাদের মধ্যে বিপুল তেজ স্থাপন কর এবং ইহাদের শত্রুদলকে নিস্তেজ কর।১১

শৃঙ্খলা ১৬০

শর্ধং শর্ধং ব এষাং ব্রাতং ব্রাতং গণঙ্গণং সুশস্তিভিঃ। অনু ক্রামেম ধীতিভিঃ॥ ১২

পদার্থ:—(এষাংবঃ) তোমাদের (শর্ধংশর্ধং) প্রত্যেক বল (ব্রাতং ব্রাতম্) প্রত্যেক সমূহ (গণংগণম্) প্রত্যেক বিভাগ (সুশস্তিভিঃ ধীতিভিঃ) উৎকৃষ্ট প্রশংসনীয় বুদ্ধি দ্বারা (অনুক্রামেম) আমরা অনুসরণ করিব। ঋগ্বেদ ৫।৫৩।১১।

বঙ্গানুবাদঃ—হে বীর! তোমাদের প্রত্যেক বল, প্রত্যেক সমূহ এবং প্রত্যেক বিভাগকে উৎকৃষ্ট সৎবুদ্ধি দ্বারা আমরা অনুসরণ করিব। ১২

পোষক ১৬১

অতি নঃ সশ্চতো নয় সুগা নঃ সুপথা কৃণু। পূষন্নিহ ক্রতুং বিদঃ॥ ১৩

পদার্থ:—(পূষন্) হে পোষক বীর! (সশ্চতঃ) আক্রমণকারী শত্রুর (অতি) উল্লঙ্ঘন করিয়া (নঃ নয়) আমাদিগকে লইয়া যাও (সুপথা

সুগা) গন্তব্য সুপথকে সুগম (কৃণু) কর (ইহ) এখানে (ক্রতুম্) কর্ম্ম ও সদ্‌বুদ্ধিকে (বিদঃ) প্রাপ্ত হও। ঋগ্বেদ ১।৪২।৭।

বঙ্গানুবাদ :—হে পোষক বীর! আক্রমণকারী শত্রুদিগকে উল্লঙ্ঘন করিয়া আমাদিগকে তাহাদের পরপারে লইয়া চল। আমাদের গন্তব্য সুপথকে সুগম কর। কর্ম্ম ও সুবুদ্ধিকে প্রাপ্ত হও। ১৩

উদর ১৬২ শগ্ধি পূর্ধি প্রযংসি চ শিশীহি প্রাস্যুদরম্। পূষন্নিহ ক্রতুং বিদঃ॥ ১৪

পদার্থ :—(পূষন্) হে পোষক বীর! (ইহ ক্রতুং বিদঃ) এখানে কর্ম্ম ও বুদ্ধিকে লাভ কর (শগ্ধি) সমর্থ হও (পূর্ধি) পূর্ণ কর (প্র-যংসি) দান কর (শিশীহি) তীক্ষ্ণ কর (উদরং প্রাসি) উদর পূরণ কর। ঋগ্বেদ ১।৪২।৯।

বঙ্গানুবাদ :—হে পোষক বীর! কর্ম্ম ও বুদ্ধিকে লাভ কর, দেশোন্নতি করিতে সমর্থ হও, রাজকোষ পূর্ণ কর, অভাবগ্রস্তকে ধনদান কর, অস্ত্রকে তীক্ষ্ণ কর এবং প্রজাদের উদর পূরণের ব্যবস্থা কর। ১৪

বীর ১৬৩ শূরগ্রামঃ সর্ব্ববীরঃ সহবাঞ্জেতা পবস্ব সনিতা ধনানি। তিগ্মায়ুধঃ ক্ষিপ্রধন্বা সমৎস্বষাঢ়ঃ সাহ্বান্ পৃতনাসু শত্রূন্॥ ১৫

পদার্থ :—(শূরগ্রামঃ) ক্ষাত্র গুণ যুক্ত (সহবান্) সহন শক্তি সম্পন্ন (জেতা) বিজয়ী (ধনানি সনিতা) ধনের বিভাজক (তিগ্মায়ুধঃ) ভীষণ শস্ত্রাস্ত্রধারী (ক্ষিপ্র ধন্বা) ধনুর্বিদ্যা বিশারদ (সমৎসু অষাঢ়ঃ) যুদ্ধে শত্রুর দলনকারী (পৃতনাসু শত্রূন্ সাহ্বান্) যুদ্ধে শত্রুর প্রতিদ্বন্দ্বী (সর্ব্ববীরঃ সর্ব্বতো ভাবে বীর (পবস্ব) পবিত্র কর। ঋগ্বেদ ৯।৯০।৩।

বঙ্গানুবাদ :—যিনি শৌর্য্য বীর্য্যাদি ক্ষাত্র গুণযুক্ত, সহন শক্তি সম্পন্ন,

বিজয় শালী, ধনের যোগ্য বিভাজক, ভীষণ শস্ত্রাস্ত্রধারী, ধনুর্বিদ্যা বিশারদ, যুদ্ধে শত্রুদলনকারী এবং বৈরীর প্রতিদ্বন্দ্বী তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে বীর বলা যায়। হে প্রভো! এইসব গুণ দ্বারা আমাকে পবিত্র কর। ১৫

যোগ্যতা ১৬৪

ধৃতব্রতাঃ ক্ষত্রিয়া যজ্ঞ নিষ্কৃতো বৃহদ্দিবা অধ্বরাণাম-
ভিশ্রিয়ঃ। অগ্নিহোতার ঋতসাপো অদ্রুহোঽপো
অসৃজন্নু বৃত্রতূর্য্যে॥ ১৬

পদার্থ :—(ধৃত ব্রতাঃ) যাহারা ব্রত ধারণ করিয়াছেন (যজ্ঞ নিষ্কৃতঃ) যজ্ঞ কর্ত্তা (বৃহদ্দিবা) অত্যন্ত তেজস্বী (অধ্বরাণাং অভিশ্রিয়ঃ) অহিংসা-ময় কর্ম্মে শোভাযুক্ত (অগ্নিহোতারঃ) অগ্নিহোত্রকারী (ঋত সাপঃ) সত্য নিষ্ঠ (অ-দ্রুহঃ) শঠতাহীন (ক্ষত্রিয়াঃ) ক্ষত্রিয়গণ (বৃত্রতূর্য্যে) সম্মুখ সংগ্রামে (অপঃ অনু অসৃজন্) সব কার্য্যই ঠিক ঠিক সম্পাদন করেন। ঋগ্বেদ ১০।৬৬।৮।

বঙ্গানুবাদ :—ব্রতনিষ্ঠ, যজ্ঞকর্ত্তা, অত্যন্ত তেজস্বী, অহিংস কর্ম্মা, অগ্নিহোত্রী, সত্যনিষ্ঠ, শঠতা হীন ক্ষত্রিয়েরাই সম্মুখ সংগ্রামে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারেন। ১৬

লক্ষ্য ১৬৫

সপত্নক্ষয়ণো বৃষাভিরাষ্ট্রো বিষাসহিঃ। যথাহমেষাং
বীরাণাং বিরাজানি জনস্য চ॥ ১৭

পদার্থ :—(যথা) যাহাতে (সপত্ন ক্ষয়ণঃ) শত্রু বিনাশ করিয়া (বৃষা) বলবান্ হইয়া (বি সাসহিঃ) সর্ব্বদা বিজয়ী হইয়া (অহম্) আমি (অভি রাষ্ট্রঃ) রাষ্ট্র সেবা করিয়া (বীরাণাম্) বীরদের (জনস্য) সাধারণের মধ্যে (বিরাজানি) বিরাজ করিতে পারি এরূপ যত্ন করিব। অথর্ব্ববেদ ১।২৯।৬।

বঙ্গানুবাদ :—যাহাতে শত্রুর বিনাশ করিয়া, বলবান্ হইয়া এবং সর্ব্বদা বিজয়ী হইয়া রাষ্ট্রের সেবা করিতে পারি, বীর বৃন্দের মধ্যে এবং

জনসাধারণের মধ্যে যাহাতে শির উচ্চ করিয়া থাকিতে পারি তাহার যত্ন করিব। ১৭

নির্ব্বাচন ১৬৬

ত্বাং বিশো বৃণতাং রাজ্যায় ত্বামিমাঃ প্রদিশঃ পঞ্চ দেবীঃ। বর্ষ্মন্ রাষ্ট্রস্য ককুদি শ্রয়স্ব ততো ন উগ্রো বি ভজা বসূনি॥ ১৮

পদার্থ :— হে রাজন্! (রাজ্যায়) রাজ্যের জন্য (বিশঃ) প্রজাগণ ইমাঃ পঞ্চ প্রদিশঃ দেবীঃ) পঞ্চ দিকের অধিবাসী প্রজা (ত্বাং বৃণতাম্) তোমাকেই নির্ব্বাচন করুক (রাষ্ট্রস্য) রাষ্ট্রের (বর্ষ্মন্ ককুদি) ঐশ্বর্য্যযুক্ত উৎকৃষ্ট স্থানে (শ্রয়স্ব) আশ্রয় গ্রহণ করুক (ততঃ) তৎপর (উগ্রঃ) বীর হইয়া (বসূনি) ধনের (নঃ বিভজ) আমাদের জন্য বিভাগ কর। অথর্ব্ববেদ ৩।৪।২।

বঙ্গানুবাদ :—হে রাজন্! প্রজাগণ এবং পূর্ব্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ-উর্দ্ধ এই পঞ্চদিকের সামন্ত রাজগণ রাজ্যের জন্য তোমাকেই নির্ব্বাচন করিতেছে। তুমি রাষ্ট্রের ঐশ্বর্য্যময় উৎকৃষ্ট স্থানে আশ্রয় গ্রহণ কর এবং বীরত্বের সহিত আমাদের ধন বিভাগ কর। ১৮

প্রজা ১৬৭

ময়ি ক্ষত্রং পর্ণমণে ময়ি ধারয়তাদ্রয়িম্।
অহং রাষ্ট্রস্যাভীবর্গে নিজো ভূয়াসমুত্তমঃ॥ ১৯

পদার্থ :—হে (পর্ণ-মণে) পালক! (ময়ি) আমাতে (ক্ষত্রম্) ক্ষাত্র বল (রয়িম্) ধন (ধারয়াতাৎ) স্থাপন কর (অহম্) আমি (রাষ্ট্রস্য) রাষ্ট্রের (অভীবর্গে) হিতকারীদের মধ্যে (উত্তমঃ নিজঃ) নিজে উত্তম হইয়া (ভূয়াসম্) থাকিব। অথর্ব্ববেদ ৩।৫।২।

বঙ্গানুবাদ :—হে প্রতিপালক রাজন্! তুমি আমার মধ্যে ক্ষাত্র বল

ও ধন স্থাপন কর। আমি রাষ্ট্রের হিতকারীদের মধ্যে অন্যতম উত্তম প্রজা হইয়া থাকিব। ১৯

কর্ম্মার ১৬৮

যে ধীবানো রথকারাঃ কর্ম্মারা যে মনীষিণঃ। উপস্তীন পর্ণ মহ্যং ত্বং সর্ব্বান্ কৃণ্বভিতো জনান্॥ ২০

পদার্থ :—(যে ধীবানঃ) যাঁহারা বুদ্ধিমান্, (রথকারাঃ) শকট নির্ম্মাতা (কর্ম্মারাঃ) শিল্পী লৌহকার, (যে মনীষিণঃ) যাহারা মননশীল (পর্ণ) হে পালক! (সর্ব্বান্ জনান্) সে সকলকে (মহ্যং অভিতঃ উপস্তীন্) আমার চতুর্দ্দিকে (কৃণ্) পোষণ কর। অথর্ব্ববেদ ৩।৫।৬।

বঙ্গানুবাদ :—হে প্রতিপালক রাজন্! যাহারা বুদ্ধিমান, শকট-নির্ম্মাতা, লৌহ শিল্পী এবং মননশীল তাঁহাদিগকে আমার চতুর্দ্দিকে পোষণ কর। ২০

রাজসভা ১৬৯

সভা চ মা সমিতিশ্চাবতাং প্রজাপতের্দুহিতরৌ সংবিদানে। যেনা সংগচ্ছা উপমাস শিক্ষাচ্চারু বদানি পিতরঃ সংগতেষু॥ ২১

পদার্থঃ – (প্রজাপতেঃ) রাজার (দুহিতরৌ) কন্যাবৎ (সভা) লোকসভা (চ) এবং (সমিতিঃ) রাষ্ট্র পরিষদ্ (মা অবতাম্) আমাকে রক্ষা করুক উভয়ই (সংবিদানে) ঐক্য সাধন করে (যেন) যে সভাসদের সঙ্গে আমি মিলিব (স মা উপশিক্ষাৎ) সে আমাকে জ্ঞান দান করুক (পিতরঃ) হে পালন কর্ত্তা সভাসদ্ বৃন্দ! (সংগতেষু) সভাসমূহে (চারু বদানি) সত্য বলিব। অথর্ব্ববেদ ৭।১২।১।

বঙ্গানুবাদঃ—লোক সভা ও রাষ্ট্র পরিষদ প্রজারক্ষক রাজার দুই দুহিতা সদৃশ। উভয়ই আমাকে রক্ষা করুক। উভয় সভাতেই প্রজার সম্মতির মিলন সংঘটিত হয়। রাজা এই দুই সভার সদস্যদের নিকট হইতে প্রজাদের

সম্মতি জানিতে পারেন। হে প্রজারক্ষক সভাসদ্ বৃন্দ! আমরা সকলে সভা সমূহে পক্ষপাতহীন বাক্য উচ্চারণ করিব। ২১

সভাসদ
১৭০

যদ্রাজানো বিভজন্ত ইষ্টাপূর্ত্তস্য ষোড়শং যমস্যামী সভাসদঃ। অবিস্তস্মাৎ প্রমুংচতি দত্তঃ শিতি পাৎ স্বধা ॥ ২২

পদার্থঃ—(যমস্থ) নিয়ম পালক (অমী সভাসদঃ রাজানঃ) রাজার সভাসদ (যৎ ইষ্টাপূর্ত্তস্থ ষোড়শম্) অন্নাদি ভোগের ষোড়শাংশ (বি·ভজন্তে) বিভাগ করে তাহা (দত্তঃ) প্রদত্ত (আবিঃ) রক্ষক (শিতিপাৎ) হানি হইতে (প্রমুঞ্চতি) মুক্ত করে এবং (স্বধা) স্বয়ং ধারণ করে। অথর্ব্ব বেদ ৩।২৯।১।

বঙ্গানুবাদঃ—নিয়ম রক্ষক রাজার সভাসদেরা প্রজার অন্নাদি ভোগের এক ষোড়শাংশ রাজার জন্য পৃথক করিয়া রাখে। প্রজাকর্ত্তৃক এই কর রাজাকে প্রদত্ত হয় এবং ইহাই প্রজার রক্ষক। ইহা প্রজাকে বিপত্তি হইতে মুক্ত করে এবং নিজেকে রক্ষা করে। ২২

সত্যরক্ষা
১৭১

তাহি শ্রেষ্ঠ বর্চসা রাজানা দীর্ঘশ্রুত্তমা।
তা সং পতী ঋতাবৃধ ঋতাবানা জনে জনে ॥২৩

পদার্থঃ—(তা) সেই (রাজানা) রাজারা (শ্রেষ্ঠ বর্চসা) বিপুল তেজস্বী (দীর্ঘ শ্রুত্তমা) অত্যন্ত জ্ঞানী (সৎপতী উত্তম পালক (ঋতাবৃধা) সত্যের সহিত বর্দ্ধনশীল (জনে জনে) প্রত্যেক সংঘে (ঋতাবানা) সত্যের রক্ষক। ঋগ্বেদ ৫।৬৫।২।

বঙ্গানুবাদঃ—রাজাকে মহাতেজস্বী, অত্যন্ত জ্ঞানী, সুরক্ষক, সত্যের সহিত বর্দ্ধনশীল এবং প্রত্যেক সংঘে সত্যের প্রতিপালক হইতে হইবে। ২৩

স্বরাজ্য ১৭২

যদজঃ প্রথমং সংবভূব স হ তৎ স্বরাজ্যমিয়ায়। যস্মান্নান্যৎ পরমস্তি ভূতম্ ॥ ২৪

পদার্থঃ— (অজঃ) নেতা (প্রথমম্ সর্ব্ব প্রথম (যৎ) যখন (সংবভূব) সম্মিলিত হইয়া অগ্রসর হয় (তৎ) তখন (সঃ হ) সেই (স্বরাজ্যম্) স্বরাজ্যকে (ইয়ায়) প্রাপ্ত হয় (যস্মাৎ) যাহা হইতে (অন্যৎ) অন্য কেহ (পরম্) শ্রেষ্ঠ (ভূতং ন অস্তি) হয় নাই। অথর্ব্ব বেদ ১০।৭।৩১।

বঙ্গানুবাদঃ—যখন যে নেতা পূর্ব্ব হইতেই সকলের সহিত সম্মিলিত হইয়া অগ্রসর হয় তখন সেই নেতা স্বরাজ্যকে প্রাপ্ত হয়। এরূপ স্বরাজ্য হইতে শ্রেষ্ঠ স্বরাজ্য আর হয় না। ২৪

বহুপায্য ১৭৩

আ যদ্ বামীয় চক্ষসা মিত্র বয়ং চ সূরয়ঃ। ব্যচিষ্টে বহু পায্যে যতেমহি স্বরাজ্যে ॥ ২৫

পদার্থঃ—(মিত্র) হে মিত্র (ঈয় চক্ষাসৌ) দূরদর্শি পুরুষ গণ! (বয়ম্) আমরা (সূরয়ঃ) বিদ্বানেরা (ব্যচিষ্টে) বিস্তৃত ও (বহুপায্যে) অনেকের সাহায্যে রক্ষণীয় (স্বরাজ্যে) স্বরাজ্যে (আ-যতে মহি) যত্ন করিব। ঋগ্বেদ ৫।৬৬।৬।

বঙ্গানুবাদঃ—হে মিত্র দূরদর্শি পুরুষগণ! আমরা সব বিদ্বানেরা মিলিয়া বিস্তৃত ও অনেকের সাহায্যে রক্ষার যোগ্য এই স্বরাজ্য ব্যবস্থার জন্য যত্ন করিব।২৫

প্রারম্ভ ১৭৪

বিরাড্ বা ইদমগ্র আসীৎ তস্যা জাতায়াঃ সর্বমবিভে দিয়মেবেদং ভবিষ্যতীতি ॥ ২৬

পদার্থঃ— (অগ্রে) সৃষ্টির আদিতে (বিরাট্) রাজা হীন প্রজা-শক্তি ছিল (তস্যা জাতায়াঃ) এই অবস্থায় (সর্বম্) সকলে (অবিভেৎ)

ভীত হইল (ইয়ং এব ইদং ভবিষ্যতি ইতি) বুঝি বা এই অবস্থাই চিরকাল থাকিবে। অথর্ব্ববেদ ৮।১০।১।

বঙ্গানুবাদ :—সৃষ্টির আদিতে রাজাহীন প্রজা শক্তি ছিল। তখন সকলেই ভীত ছিল, এ অবস্থা বুঝি সর্ব্বদাই থাকিবে। ২৬

গৃহপতি ১৭৫ — সোদক্রামৎ সা গার্হপত্যে ন্যক্রামৎ। গৃহমেধী গৃহপতি র্ভবতি য এবং বেদ ॥ ২৭

পদার্থ :—(সা) সেই প্রজাশক্তি (উদক্রামৎ) উৎক্রান্ত হইয়া (গার্হপত্যে) গৃহপতিত্বে (নি-অক্রামৎ) পরিণত হইল (যঃ) যে (এবম্) ইহা (বেদ) জানিল সে (গৃহপতিঃ) গৃহপতি (গৃহমেধী র্ভবতি) গার্হস্থ্য ধর্ম্মে নিযুক্ত হইল। অথর্ব্ববেদ ৮।১০(১)২-৩।

বঙ্গানুবাদ :—সেই প্রজাশক্তি উন্নতি লাভ করিয়া গৃহপতিত্ব লাভ করিল। ইহা জানিয়া গৃহপতি গার্হস্থ্য ধর্ম্মে নিযুক্ত হইল। ২৭

সভা ১৭৬ — সোদক্রামৎ সা সভায়াং ন্যক্রামৎ। যন্ত্যস্য সভাং সভ্যো ভবতি য এবং বেদ ॥ ২৮

পদার্থ :—(সা) সেই প্রজাশক্তি (উদক্রামৎ) উৎক্রান্ত হইয়া (সা) তাহা (সভায়াম্) সভায় (নি-অক্রামৎ) পরিণত হইল (য এবং বেদ) যে ইহা জানিল (যন্ত্যস্য সভাং সভ্যো ভবতি) সে ইহার সভ্য হইল অথর্ব্ববেদ ৮।১০ (১) ৮-৯।

বঙ্গানুবাদ :—প্রজাশক্তি ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া সভায় পরিণত হইল। যে ইহা জানিল সেই ইহার সভ্য হইবার যোগ্য হইল। ২৮

সমিতি ১৭৭ — সোদক্রামৎ সা সমিতৌ ন্যক্রামৎ। যন্ত্যস্য সমিতিং সমিত্যো ভবতি য এবং বেদ ॥ ২৯

পদার্থ :—(সা) সেই প্রজাশক্তি (উদক্রামৎ) উৎক্রান্ত হইয়া (সা) তাহা (সমিতৌ) সমিতিতে (নি-অক্রামৎ) পরিণত হইল (য এবং বেদ) যে ইহা জানিল (যন্তস্য সমিতং সমিত্যো ভবতি) সে সমিতির সভ্য হইল। অথর্ব্ববেদ ৮।১০ (১) ১০-১১।

বঙ্গানুবাদঃ— প্রজাশক্তি ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া সমিতিতে পরিণত হইল। যে ইহা জানিল সেই সমিতির যোগ্যতা লাভ করিল। ২৯

আমন্ত্রণ ১৭৮ সোদ ক্রামৎ সামংত্রণে ন্যক্রামৎ। যন্ত্যস্যামং
ত্রণমামংত্রণীয়ো ভবতি য এবং বেদ ॥ ৩০

পদার্থ :—(সা) সেই প্রজাশক্তি (উদক্রামৎ) উৎক্রান্ত হইয়া (সা) তাহা (আমন্ত্রণে) আমন্ত্রণে (নিঃ-অক্রামৎ) পরিণত হইল (য এবং বেদ) যে ইহা জানিল (যন্ত্যস্য আমন্ত্রণম্ আমন্ত্রণীয়ঃ ভবতি) সে এই আমন্ত্রণ-পরিষদের যোগ্য হয়। অথর্ব্ববেদ ৮।১০ (১) ১২-১৩।

বঙ্গানুবাদ :—সেই প্রজাশক্তি ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া আমন্ত্রণ পরিষদে পরিণত হইল। যে ইহা জানিল সে এই আমন্ত্রণ পরিষদের যোগ্য হইল। ৩০

রাজন্ ১৭৯ আ ত্বাহার্ষমন্তরেধি ধ্রুবস্তিষ্ঠা বিচাচলিঃ। বিশস্ত্বা
সর্বা বাঞ্ছংতু মা ত্বদ্রাষ্ট্রমধিভ্রশৎ ॥ ৩১

পদার্থ :—(ত্বা আহার্ষম্) তোমাকে আনিয়াছি (অন্তঃ এধি) মধ্যে এস (ধ্রুবঃ তিষ্ঠ) স্থির থাক (অবিচাচলিঃ) চঞ্চল হইওনা (ত্বা সবাঃ বিশঃ) তোমাকে সব প্রজারা (বাঞ্ছন্তু) চাহিতেছে (ত্বৎ) তোমা হইতে (রাষ্ট্রম্) রাষ্ট্র (মা অধিভ্রশৎ) পতিত না হয়। ঋগ্বেদ ১০।১৭৩।১।

বঙ্গানুবাদ :--হে রাজন্! তোমাকে আনিয়াছি, আমাদের মধ্যে

এস, স্থির থাক, চঞ্চল হইওনা। তোমাকে সব প্রজারা চাহিতেছে। তোমাদ্বারা রাষ্ট্র যেন পতিত না হয়। ৩১

সাম্রাজ্য ১৮০ ঋতবানা নি ষেদতুঃ সাম্রাজ্যায় সুক্রতূ। ধৃত ব্রতা ক্ষত্রিয়া ক্ষত্রমাশতুঃ ॥ ৩২

পদার্থ ঃ - (ধৃত ব্রতাঃ) ব্রতচারী (ঋতবানা) সত্যসন্ধ (ক্ষত্রিয়াঃ) ক্ষত্রিয়গণ (ক্ষত্রং আশতু) ক্ষাত্র তেজ প্রাপ্ত হয় (সুক্রতূ) উত্তমকর্ম্ম করিয়া (সাম্রাজ্যের জন্য (নিষেদতুঃ) প্রযত্ন করে। ঋগ্বেদ ৮।২৫।৮।

বঙ্গানুবাদ ঃ—ব্রত পালন ও সত্যাচরণ দ্বারা ক্ষত্রিয়গণ ক্ষাত্র তেজ প্রাপ্ত হয়। তৎপর শুভ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া সাম্রাজ্যের জন্য প্রযত্ন করে। ৩২

অত্যাচারী ১৮১ উগ্রো রাজা মন্যমানো ব্রাহ্মণং যে জিঘিৎসতি। পরা তৎসিচ্যতে রাষ্ট্রং ব্রাহ্মণো যত্র জীয়তে ॥ ৩৩

পদার্থ ঃ—(যঃ রাজা) যে রাজা (উগ্রঃ মন্য মানঃ) নিজেকে শক্তিশালী মনে করিয়া (ব্রাহ্মণম্) জ্ঞানীকে (জিঘিৎ সতি) বিনাশ করে (যত্র) যেখানে (ব্রাহ্মণঃ জীয়তে) জ্ঞানী দলিত হয় (তৎরাষ্ট্রম্) সেই রাষ্ট্র (পরাসিচ্যতে) অত্যন্ত অধঃপতিত হয়। অথর্ব্ববেদ ৫।১৯।৬।

বঙ্গানুবাদ ঃ—যে রাজা নিজেকে শক্তিশালী মনে করিয়া জ্ঞানীকে বিনাশ করে এবং যেখানে জ্ঞানী দলিত হয় সে রাষ্ট্র মহা অধঃপতনে নিপতিত হয়। ৩৩

ধ্বংস ১৮২ তদ্বৈ রাষ্ট্রমাস্রবতি নাবং ভিন্নামিবোদকম্। ব্রহ্মাণং যত্র হিংসন্তি তদ্রাষ্ট্রং হন্তি দুচ্ছুনা ॥ ৩৪

পদার্থ ঃ—(তদ্ বৈ) সেই পাপ (রাষ্ট্রং অস্রবতি) রাষ্ট্রকে ধ্বংস করে (ভিন্নাং নাবম্) ছিদ্রযুক্ত নৌকাকে (যত্র) যেখানে (ব্রহ্মাণং হিংসন্তি)

জ্ঞানীর উপর অত্যাচার হয় (তদ্ রাষ্ট্রম্) সেই রাষ্ট্র (দুচ্ছু না হন্তি) দুর্গতি দ্বারা নষ্ট হয়। অথর্ব্ববেদ ৫।১৯।৮।

বঙ্গানুবাদঃ—রাজার অত্যাচার রাষ্ট্রকে ধ্বংস করে যেমন জগ্ন জীর্ণ নৌকাকে বিনষ্ট করে। যেখানে জ্ঞানীদের উপর অত্যাচার হয় সে রাষ্ট্র দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়া বিনষ্ট হয়। ৩৪

ওজশ্চ তেজশ্চ সহশ্চ বলংচ বাক্‌চেন্দ্রিয়ং চ শ্রীশ্চ ধর্ম্মশ্চ ॥ ৩৫। ব্রহ্মচ ক্ষত্রংচ রাষ্ট্রং চ বিশশ্চ ত্বিষিশ্চ যশশ্চ বর্চশ্চ দ্রবিণং চ ॥ ৩৬। আয়ুশ্চ রূপং চ নাম চ কীর্ত্তিশ্চ প্রাণশ্চাপানশ্চ চক্ষুশ্চ শ্রোত্রং চ ॥ ৩৭। পয়শ্চ রসশ্চান্নং চান্নাদ্যং চর্তংচ সত্যং চেষ্টং চ পূর্তং চ প্রজা চ পশবশ্চ ॥ ৩৮। তানি সর্ব্বাণ্যপক্রামন্তি ব্রহ্ম গবীমাদদানস্য জিনতো ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়স্য ॥ ৩৯

হতশ্রী ১৮৩-১৮৭

পদার্থঃ—(ওজঃ) শারীরিক বল (তেজঃ) তেজস্বিতা (সহঃ) সহন শক্তি (বলম্) আত্মিক বল (বাক্) বাক্ শক্তি (ইন্দ্রিয়ম্) ইন্দ্রিয়ের শক্তি (শ্রীঃ) শোভা (ধর্ম্মঃ) কর্ত্তব্য পালন ।৩৫। (ব্রহ্ম) জ্ঞান (ক্ষত্রম্) শৌর্য্য (রাষ্ট্রম্) রাষ্ট্র শক্তি (বিশঃ) বৈশ্য শক্তি (ত্বিষিঃ) অধিকার শক্তি (যশঃ) সম্মান (বর্চঃ) সামর্থ্য (দ্রবিণম্) ধন রত্ন ।৩৬। (আয়ুঃ) আয়ু (রূপম্) সৌন্দর্য্য (নাম) খ্যাতি (কীর্ত্তিঃ) প্রসিদ্ধি (প্রাণঃ) জীবনী শক্তি (অপানঃ) রোগনাশক শক্তি (চক্ষুঃ) সূক্ষ্ম দৃষ্টি (শ্রোত্রম্) শ্রবণ শক্তি ।৩৭। (পয়ঃ) বীর্য্য (রসঃ) প্রেম (অন্নং অন্নাদ্যংচ) খাদ্য পানীয়াদি (ঋতম্) নিয়ম (সত্যম্) সত্য (ইষ্টম্) হিত (পূর্তম্) জনহিত (প্রজা) সন্তুতি (চ) এবং (পশবঃ) পশু সমূহ ।৩৮। (তানি সর্বাণি) সে সবই (ব্রহ্ম

গবীম্) ব্রাহ্মণের ধেনু তুল্য, ইহারা (আদদানস্ত) লুণ্ঠন কারী (ব্রাহ্মণং জনত্বঃ) ব্রহ্মণের উপর অত্যাচারকারী (ক্ষত্রিয়স্য) রাজা হইতে (অপক্রামন্তি) দূরীভূত হয়। ৩৯। অথর্ব্ববেদ ১২।৫ (২) ৭-১১।

বঙ্গানুবাদ ঃ—শারীরিক বল, তেজস্বিতা, সহনশক্তি, আত্মিক বল, বাক্‌শক্তি, ইন্দ্রিয়ের শক্তি, শোভা, কর্ত্তব্য পালন। ৩৫। জ্ঞান, শৌর্য্য, রাষ্ট্র শক্তি, অধিকার শক্তি, সম্মান, সামর্থ্য, ধনরত্ন। ৩৬। আয়ু, সৌন্দর্য্য, খ্যাতি, প্রসিদ্ধি, জীবনী শক্তি, রোগনাশক শক্তি, সূক্ষ্মদৃষ্টি, শ্রবণ শক্তি। ৩৭। বীর্য্য, প্রেম, খাদ্য পানীয়াদি, নিয়ম, সত্য, হিত, জনহিত, সন্ততি এবং পশু সমূহ। ৩৮। এই সবই ব্রাহ্মণের ধেনু তুল্য। লুণ্ঠনকারী জ্ঞানীদের উপর অত্যাচারী রাজা হইতে এসব দূরে থাকে। ৩৯

মাতৃভূমি
১৮৮

বিশ্বংভরা বসুধানী প্রতিষ্ঠা হিরণ্যবক্ষা জগতো নিবেশনী। বৈশ্বানরং বিভ্রতী ভূমিরগ্নি মিন্দ্র ঋষভা দ্রবিণে নো দধাতু ॥ ৪০

পদার্থঃ—(বিশ্বম্ভরা) সর্ব্ব পোষক (বসুধানী) রত্নের খনি (প্রতিষ্ঠা) সর্ব্বাধার (হিরণ্য বক্ষাঃ) স্বর্ণ গর্ভা (জগতঃ নিবেশী) প্রাণীদের আবাস ভূমি (বৈশ্বানরম্) সর্ব্ব জন রূপ (অগ্নিম্) অগ্নির (বিভ্রতী) ধারণকারিণী (ইন্দ্র ঋষভা) পরমাত্মার স্নেহসিক্তা।(ভূমিঃ) মাতৃ ভূমি (নঃ) আমাদিগকে (দ্রবিণে) ধনরত্নের মধ্যে (দধাতু) রাখুক। অথর্ব্ববেদ ১২।১।৬।

বঙ্গানুবাদঃ—বিশ্বম্ভরা, বসুধা, সর্ব্বাধার, স্বর্ণপ্রসূ, জীবনিবাস, জনগণের ধাত্রী, পরমাত্মার স্নেহ সিক্তা মাতৃ ভূমি আমাকে ধনরত্নে সমৃদ্ধিশালী করুক। ৪০

বাণী
১৮৯

তা নঃ প্রজাঃ সং দুহ্রতাং সমগ্রা বাচো মধু পৃথিবী ধেহি মহ্যম্ ॥ ৪১

পদার্থঃ—(তাঃ) তাহারা (সমগ্রাঃ) সকলে (নঃ প্রজাঃ) আমাদের প্রজা (সম্) মিলিত ভাবে (দুহ্রতাম্) পূর্ণতা প্রাপ্ত করুক (পৃথিবী) হে মাতৃ ভূমি ! (বাচো মধু) বাণীর মধুরতা (মহ্যং ধেহি) আমাকে দান কর। অথর্ব্ববেদ ১২।১।১৬।

বঙ্গানুবাদঃ—হে মাতৃভূমি ! আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে বাণীর মধুরতা দান কর। আমরা ইহার সাহায্যে সকল প্রজা মিলিত ভাবে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইব।৪১

সেবা ১৯০ — বিশ্বস্বং মাতরমোষধীনাং ধ্রুবাং ভূমিং পৃথিবীং ধর্ম্মণা ধৃতাম্। শিবাং স্যোনামনু চরেম বিশ্ব-হা ॥ ৪২

পদার্থঃ—(ওষধীনাং মাতরম্) ওষধি সমূহের মাতা (শিবাম্) কল্যাণকারিণী (স্যোনাম্) সুখ দায়িনী (ধর্ম্মণা ধৃতাম্) ধর্ম্ম কর্তৃক ধৃতা (ধ্রুবাং পৃথ্বীং ভূমিম্) স্থির ও বিস্তৃত ভূমিকে (বিশ্বস্বম্) সর্ব্বস্ব (বিশ্ব-হা) সর্ব্বদা (অনুচরেম) আমরা সেবা করিব। অথর্ব্ববেদ ১২।১।১৭।

বঙ্গানুবাদঃ—ওষধি সমূহের মাতা, কল্যাণ কারিণী, সুখদায়িনী, ধর্ম্ম কর্তৃক ধৃতা এই স্থির ও বিস্তৃত মাতৃভূমিকে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া সর্ব্বদা সেবা করিব।৪২

মাতা ১৯১ — ভূমে মাতর্নি ধেহি মা ভদ্রয়া সুপ্রতিষ্ঠিতম্। সংবিদানা দিবা কবে শ্রিয়াং মা ধেহি ভূত্যাম্ ॥ ৪৩

পদার্থঃ—(মাতঃ ভূমে) হে মাতৃ ভূমি ! (মা) আমাকে (ভদ্রয়া) কল্যাণ অবস্থায় (সুপ্রতিষ্ঠিতম্) যুক্ত (নি ধেহি) রাখ (কবে) হে কাব্য-ময়ী মাতৃ ভূমি ! (দিবা) দিবালোকের সহিত (সং বিদানা) সম্বন্ধ রাখিয়া (মা) আমাকে (শ্রিয়াম্) সম্পদ ও (ভূত্যাম্) ঐশ্বর্য্যে (ধেহি) ধারণ কর। অথর্ব্ব বেদ ১২।১।৬৩।

বঙ্গানুবাদঃ—হে মাতৃ ভূমি! আমাকে কল্যাণ মার্গে নিযুক্ত রাখ। হে কাব্য ময়ী মাতৃভূমি! আমাকে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিয়া বিবিধ সম্পদ ও ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর কর। ৪৩

বিজয়ী ১২২
অহমস্মি সহমান উত্তরো নাম ভূম্যাম্।
অভীষাডস্মি বিশ্বাষাডা শামাশাং বিষাসহিঃ॥ ৪৪

পদার্থ ঃ—(ভূম্যাম্) মাতৃভূমিতে (অহম্) আমি (সহমানঃ) সহনশীল (নাম) যশ দ্বারা (উৎ-তর) অধিক শ্রেষ্ঠ (অস্মি) হই (অভী-ষাড্) বিজয়ী (বিশ্বা ষাড্) বিশ্বজয়ী (আশাম্ আশাম্) দিকে দিকে (বিষাসহিঃ) শত্রুজয়ী (অস্মি) হই। অথর্ব্ববেদ ১২।১।৫৪।

বঙ্গানুবাদ ঃ—মাতৃভূমির উপর আমি সহনশক্তিযুক্ত ও অত্যধিক যশোভোজন হইব। আমি বিজয়ী, বিশ্বজয়ী এবং দিকে দিকে শত্রুজয়ী হইব। ৪৪

শত্রু ১২৩
উত্তিষ্ঠ ত্বং দেবজনার্বুদে সেনয়া সহ। ভঞ্জন্ন
মিত্রাণাং সেনাং ভোগেভি পরিবারয়॥ ৪৫

পদার্থ ঃ—(দেবজন অর্বুদে) হে তেজস্বী বীর! (ত্বম্) তুমি (সেনয়া সহ) সৈন্য বাহিনীর সহিত (উত্তিষ্ঠ) উত্থিত হও (অমিত্রাণাম্) শত্রুদের (সেনাম্) সেনাকে (ভঞ্জন্) নষ্ট ভ্রষ্ট করিয়া (ভোগেভিঃ) ব্যূহ রচনা দ্বারা (পরিবারয়) পরাজয় কর। অথর্ব্ববেদ ১১।৯।৫।

বঙ্গানুবাদ ঃ—হে তেজস্বী বীর! সৈন্য বাহিনী লইয়া উত্থিত হও ব্যূহ রচনা কর। শত্রু সৈন্যকে নষ্ট ভ্রষ্ট করিয়া পরাজিত কর। ৪৫

ধ্বজা ১২৪
উত্তিষ্ঠত সং নহ্যধ্বমুদারাঃ কেতুভিঃ সহ। সর্পা
ইতর জনা রক্ষাংস্যমিত্রাননু ধাবত॥ ৪৬

পদার্থ :—(উদারাঃ) হে উদার পুরুষ ! (উত্তিষ্ঠত) উঠ (কেতুভিঃ সহ) পতাকা সহিত (সং নহ্যধ্বম্) সম্মিলিত হও (সর্পাঃ) সর্পতুল্য ক্রূর (ইতরজনাঃ) শত্রুগণ (রক্ষাংসি) ও রাক্ষস (অমিত্রান্) শত্রু আছে (অনু ধাবত) আক্রমণ কর। অথর্ব্ববেদ ১১।৯।২।

বঙ্গানুবাদ :—হে বীরবৃন্দ ! উঠ পতাকা হস্তে সমবেত হও। সর্পবৎ ক্রূর ও রাক্ষস শত্রুরা জীবিত আছে, তাহাদের উপর আক্রমণ কর। ৪৬

শত্রুবধ ১৯৫

যে রথিনো যে অরথা অসাদা যে চ সাদিনঃ। সর্বা নদন্তু তান্ হতান্ গৃধ্রাঃ শ্যেনাঃ পতত্রিণঃ ॥ ৪৭

পদার্থ :—(যে রথিনঃ) যে সব শত্রু রথী (যে অরথাঃ) যাহারা রথী নয় (অসাদাঃ) বাহন রহিত) (যে চ সাদিনঃ) যাহারা বাহন যুক্ত (তান্ সর্ব্বান্) তাহাদের সকলকে (মৃতান্) মৃতকে (গৃধ্রাঃ) গৃধ্র, (শ্যেনাঃ) শ্যেন ও অন্য (পতত্রিণঃ) পক্ষীরা (অদন্তু) ভক্ষণ করুক। অথর্ব্ববেদ১১।১০।২৪।

বঙ্গানুবাদ :—সে সব শত্রু রথী বা অরথী, বাহন যুক্ত বা বাহন রহিত তাহাদের সকলেরই মৃত শরীর গৃধ্র, শ্যেন ও অন্যান্য পক্ষী আহার করুক। ৪৭

পিশাচ ১৯৬

আরাদরাতিং নির্ঋতিং পরো গ্রাহিং ক্রব্যাদঃ পিশাচান্। রক্ষো যৎসর্ব্বং দুর্ভূতং তত্তম ইবাপ ইন্মসি ॥ ৪৮

পদার্থ :—(অ-রাতিম্) কার্পণ্য (নিঃ ঋতিম্) দুরবস্থা (আরাৎ) দূরে থাকুক (গ্রাহিম্) উৎকট ব্যাধি (ক্রব্যাদাঃ পিশাচান্) মাংস ভক্ষক ও শোণিত পায়ী (দুর্ভূতং রক্ষঃ) দুঃখদায়ী দুষ্ট প্রাণী (তৎ সর্ব্বম্) সে সব (তম ইব) অন্ধকার সদৃশ (অপ ইন্মসি) বিনাশ করিতেছি। অথর্ব্ববেদ ৮।২।১২।

বঙ্গানুবাদ :—কৃপণতা, দুঃখময় অবস্থা ও উৎকট পীড়া আমাদের নিকট হইতে দূরে থাকুক। যাহারা মাংসভক্ষক, শোণিতপায়ী এবং দুঃখদায়ী দুষ্ট প্রাণী তাহাদিগকে অন্ধকারের ন্যায় দূর করিয়া দিতেছি। ৪৮

দুষ্ট ১৯৭

ভিন্ধি বিশ্বা অপদ্বিষঃ পরিবাধো জহী মৃধঃ।
বসু স্পার্হং তদাভর ॥ ৪৯

পদার্থ :—(বিশ্বা দ্বিষঃ) সব দুষ্ট শত্রুকে (অপভিন্ধি) নাশ কর (বাধঃ মৃধঃ) বিশ্বাসঘাতক সৈন্যগণকে (পরি জহি) সর্ব্ব প্রকারে নাশ কর (স্পার্হং বসু আভর) প্রশংসনীয় ধন প্রাপ্ত কর। ঋগ্বেদ ৮।৪৫।৪০।

বঙ্গানুবাদ :—দুষ্ট শত্রুগণকে বিনাশ কর। বিশ্বাস ঘাতক সৈন্যগণকে সর্ব্বপ্রকারে বিনাশ কর এবং অভীপ্সিত ধন সংগ্রহ কর। ৪৯

দুঃশাসন ১৯৮

রক্ষা মা কির্নো অঘশংস ঈশত মা নো দুঃশংস ঈশত। মানো অদ্য গবাং স্তেনো মাহবীনাং বৃক ঈশত ॥ ৫০

পদার্থ :—(রক্ষ) রক্ষা কর (কিঃ অঘশংসঃ) কোন পাপী দুষ্ট (মা ঈশত) আমাদের উপর যেন শাসন না চালায় (নো দুঃশংস ঈশত) কোন দুরাচারী আমাদের উপর যেন শাসন না চালায় (মা নো অদ্য গবাং স্তেন) ধেনু ও ভূমির চোর যেন আমাদের প্রভু না হয় (অবীনাং বৃকঃ) ব্যাঘ্র যেন দরিদ্রের অধিকারী না হয়। অথর্ব্ববেদ ১৯।৪৭।৬।

বঙ্গানুবাদ :—হে প্রভো! আমাকে রক্ষা কর। কোন দুষ্ট পাপী যেন আমার উপর শাসনকার্য্য না চালায়। কোন দুরাচারী আমাদ উপর যেন প্রভুত্ব করিতে না পারে। নিরীহ দরিদ্রের উপর যেন হিংস্র ব্যাঘ্র রাজা না হয়। ৫০

পাপী ১৯৯

যো নঃ পূষন্নঘো বৃকো দুঃশেব আদিদেশতি।
অপ স্ম তং পথো জহি॥ ৫১

পদার্থ :—(পূষন্) হে পোষক প্রভো ! (যঃ) যে (অঘঃ) পাপী (বৃকঃ) ক্রূর (দুঃশেব) সেবার অযোগ্য (নঃ আদিদেশতি) আমাদের উপর শাসন কার্য্য চালায় (তম্) তাহাকে (পথঃ) পথ হইতে (অপ জহি) অপসারণ কর। ঋগ্বেদ ১।৪২।২।

বঙ্গানুবাদ :—হে পুষ্টিদাতা প্রভো ! যে ক্রূর সেবার অযোগ্য পাপী আমাদের উপর শাসন চালায় তাহাকে বহিষ্কার কর। ৫১

গোঘাতক ২০০

যদি নো গাং হংসি যদ্যশ্বং যদি পূরুষম্। তং ত্বা
সীসেন বিধ্যামো যথা নোহসো অবীরহা॥ ৫২

পদার্থ :—(যদি নঃ গাং হংসি) যদি আমাদের গরুকে হিংসা কর (যদি অশ্বম্) যদি অশ্বকে (যদি পুরুষম্) যদি মনুষ্যকে হিংসা কর (তং ত্বা) তবে তোমাকে (সীসেন) সীসক দ্বারা (বিধ্যামঃ) বিদ্ধ করিব (যথা) যাহাতে (নঃ) আমাদের মধ্যে (অ-বীর-হা অসঃ) বীরদের বিনাশক কেহই না থাকে। অথর্ব্ববেদ ১।১৬।৪।

বঙ্গানুবাদ :—যদি তুমি আমাদের গরু, অশ্ব ও প্রজাদিগকে হিংসা কর তবে তোমাকে সীসকের গুলি দ্বারা বিদ্ধ করিব। আমাদের সমাজের মধ্যে যেন বীরদের বিনাশকারী কেহই না থাকে। ৫২

গর্ভাধান ২০১

পরিহস্ত বি ধারয় যোনিং গর্ভায় ধাতবে। মর্য্যাদে
পুত্রমা ধেহি তং ত্বমা গময়াগমে ॥ ১

পদার্থ :—(পরিহস্ত) হে শক্তির আশ্রয়দাতা পুরুষ! (গর্ভায় ধাতবে) গর্ভের পুষ্টির জন্য (যোনিম্) স্ত্রী যোনিকে (বি ধারয়) বিশেষ রূপে রক্ষা কর (মর্য্যাদে) হে মর্য্যাদা যুক্ত পত্নী! (পুত্রম্) গর্ভস্থ সন্তানকে (আ ধেহি) বিশেষভাবে পুষ্ট কর (ত্বম্) তুমি (তম্) সেই সন্তানকে (আগমে) যোগ্য সময়ে (আগময়) উৎপন্ন কর। অথর্ব্ববেদ ৬।৮১।২।

বঙ্গানুবাদ :—হে শক্তিধর পুরুষ! গর্ভের পুষ্টির জন্য স্ত্রী যোনিকে বিশেষরূপে রক্ষা কর। হে মর্য্যাদা ময়ী পত্নী! গর্ভস্থ সন্তানকে বিশেষ ভাবে পুষ্ট কর। তুমি সেই সন্তানকে উপযুক্ত সময়ে প্রসব কর। ১

পুংসবন ২০২

যাসাং দ্যৌঃ পিতা পৃথিবী মাতা সমুদ্রো মূলং বীরুধাং
বভূব। তাস্ত্বা পুত্রবিদ্যায় দৈবীঃ প্রাবন্ত্বোষধয়ঃ ॥২

পদার্থ :—হে স্ত্রী! (যাসাম্) যে (বীরুধাম্) ওষধি সমূহের (দ্যৌঃ পিতা) দ্যুলোক পিতা (পৃথিবী মাতা) পৃথ্বীলোক মাতা এবং (সমুদ্রঃ মূলম্) সমুদ্র লোক মূল আধার (বভূব) হইয়াছে (তাঃ) সেই ওষধি সমূহকে আমি তোমাকে (পুত্র-বিদ্যায়) সন্তান লাভের জন্য দান করিতেছি (দৈবীঃ) দিব্য গুণযুক্ত (ওষধয়ঃ) ওষধি সমূহ (প্র-অবন্তু) রক্ষা করুক। অথর্ব্ববেদ ৩।২৩।৬।

বঙ্গানুবাদ :—হে স্ত্রী! যে ওষধি সমূহের দ্যুলোক পিতা, পৃথ্বীলোক মাতা এবং সমুদ্র লৌকি মূল আধার সেই ওষধি সমূহ তোমাকে সন্তান

লাভের জন্য দান করিতেছি। দিব্য গুণযুক্ত ওষধি সমূহ তোমাকে রক্ষা করুক। ২

সীমন্তোন্নয়ন ২০৩

রাকামহং সুহবাং সুষ্টুতী হুবে শৃণোতু ন সুভগা বোধতু ত্মনা। সীব্যত্বপঃ সূচ্যাহচ্ছিদ্যমানয়া দদাতু বীরং শতদায় মুক্থ্যম্ ॥ ৩

পদার্থ :—(অহম্) আমি (রা-কাম্) দাত্রী (সুহবাম্) ভালভাবে আহ্বান যোগ্য স্ত্রীকে (সুষ্টুতী) উত্তম স্তুতি দ্বারা (হুবে) আহ্বান করিতেছি (সুভগা) সৌভাগ্যবতী স্ত্রী (নঃ শৃণোতু) আমার আহ্বানকে শ্রবণ করুক (ত্মনা) স্বীয় আত্মা দ্বারা (বোধতু) আমাকে উপলব্ধি করুক (অপঃ) প্রজনন কর্ম্মকে (অচ্ছিদ্য মানয়া সূচ্যা) সূক্ষ্ম সূচিদ্বারা সীবন করিবার ন্যায় (সীব্যতু) সীবন করুক (বীরম্) বলবান্ (শতদায়ম্) শত প্রকারের দান দাতা (উক্থ্যম্) প্রশংসনীয় পুত্র (দদাতু) দান করুক ঋগ্বেদ ২।৩২।৪।

বঙ্গানুবাদঃ—আমি দানশীলা আবাহনযোগ্যা স্ত্রীকে স্তুতি দ্বারা আবাহন করিতেছি। সৌভাগ্যবতী স্ত্রী আমার আবাহন শ্রবণ করিয়া আমাকে বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করুক। সূক্ষ্ম সূচি দ্বারা সীবন করিবার ন্যায় অতি সাবধানে সে প্রজনন কর্ম্ম সম্পন্ন করুক। সে আমাকে দানবীর বলবান যশস্বী পুত্র দান করুক।৩

জাতকর্ম্ম ২০৪

দশ মাসা ঞ্ছশয়ানঃ কুমারো অধি মাতরি।
নিরৈতু জীবো অক্ষতো জীবো জীবন্ত্যা অধি ॥ ৪

পদার্থঃ—(দশমাসান্) দস মাস পর্য্যন্ত (অধি মাতরি) মাতার গর্ভে (শশয়ানঃ) সুপ্ত (কুমারঃ জীবঃ) সুকুমার জীব (জীবঃ) প্রাণ ধারণ

করিয়া (জীবন্ত্যা অধি) জীবিতা মাতা হইতে (অক্ষতঃ) বিনা ক্লেশে (নিরৈতু) বহির্গত হউক। ঋগ্বেদ ৫।৭৮।৯।

বঙ্গানুবাদ :—হে পরমাত্মন্! দশমাস পর্য্যন্ত মাতৃগর্ভে সুকুমার জীব সুপ্ত থাকিয়া যেন প্রাণ ধারণ করে এবং জীবিতা মাতার গর্ভ হইতে যেন বিনা কষ্টে ভূমিষ্ঠ হয়।৪

নামকরণ ২০

কোঽসি কতমোঽসি কস্যাসি কো নামাসি। যস্য তে নামামন্মহি যং ত্বা সোমেনা তীতৃপাম। ভূর্ভুর্ব স্বঃ সুপ্রজাঃ প্রজাভিঃ স্যাঁ৺ সুবীরো বীরৈঃ সুপোষঃ পোষৈঃ ॥ ৫

পদার্থ :—(কোঽসি) হে বালক! তুমি প্রকাশ রূপ (কতমোঽসি) অত্যন্ত প্রকাশ রূপ, (কস্যাসি) তুমি পরমাত্মার (কো নামাসি) তুমি আত্ম নাম যুক্ত (যস্য তে নাম) তোমার যে নামকে (অমন্মহি) আমরা জানি (যং ত্বা সোমেন) যে তোমাকে শান্তিময় পদার্থ দ্বারা (অতীতৃপাম) আমরা তৃপ্ত করিতেছি (ভূঃ ভূবঃ স্বঃ) প্রাণস্বরূপ, দুঃখনাশক, সুখ স্বরূপ পরমাত্মার কৃপায় (প্রজাভিঃ) সন্তান দ্বারা (সুপ্রজাঃ) সুসন্তান যুক্ত (স্যাম্) হইব (বীরৈঃ) বীর সন্তান দ্বারা (সুবীরঃ) সুবীর হইব (পোষৈঃ) পুষ্টি দ্বারা (সুপোষঃ) সুপুষ্ট হইব। যজুর্ব্বেদ ৭।২৯।

পদার্থ :—হে সন্তান! তুমি যে জ্যোতিঃ স্বরূপ, পরম জ্যোতিঃ স্বরূপ, পরমাত্মার পুত্র, তোমার নাম আত্মা, ইহা আমরা ভাল ভাবে জানি। শান্তিদায়ক পদার্থ দ্বারা তোমাকে আমরা তৃপ্ত করিতেছি। প্রাণ স্বরূপ, দুঃখ নাশক, সুখময় পরমাত্মার কৃপায় আমার সন্তানেরা সুসন্তান হউক, বীর সন্তান হউক। আমি বীরবৃন্দ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইব। পুষ্টিকর পদার্থের দ্বারা আমি সুপুষ্ট হইব।৫

নিষ্ক্রমণ ২০৬

শিবে তে স্তাং দ্যাবা পৃথিবী অসন্তাপে অভিশ্রিয়ৌ।
শং তে সূর্য্য আ তপতু শং বাতো বাতু তে হৃদে।
শিবা অভি ক্ষরন্তু ত্বাপো দিব্যাঃ পয়স্বতীঃ ॥ ৬

পদার্থ :—(তে) তোমার নিষ্ক্রমণকালে (দ্যাবা পৃথিবী) দ্যুলোক ও পৃথ্বীলোক (শিবে) কল্যাণকারী (অসন্তাপে) সন্তাপ নাশক (অভি-শ্রিয়ৌ) শোভা ও ঐশ্বর্য্য দাতা হউক (সূর্য্যঃ) সূর্য্য (তে) তোমার জন্য (শং আতপতু) কল্যাণ প্রকাশ করুক (বাতঃ) বায়ু (তে হৃদে) তোমার হৃদয়ের জন্য (শংবাতু) কল্যাণকারী হউক (দিব্যাঃ পয়স্বতীঃ আপঃ) দিব্য গুণযুক্ত স্বাদু জল (ত্বা) তোমার প্রতি (শিবাঃ) কল্যাণকারী হইয়া (অভিক্ষরন্তু) প্রবাহিত হউক। অথর্ব্ববেদ ৮।২।১৪।

বঙ্গানুবাদ :—হে বালক! তোমার নিষ্ক্রমণ কালে দ্যুলোকে ও ভূলোক কল্যাণকারী, সন্তাপ হীন, শোভা ও ঐশ্বর্য্য দাতা হউক। সূর্য্য তোমার নিকট কল্যাণপ্রদ এবং বায়ু তোমার হৃদয়ের অনুকূল মঙ্গল দায়ক হউক। দিব্য গুণযুক্ত স্বাদুজল তোমার জন্য কল্যাণকারী হইয়া প্রবাহিত হউক।৬

অন্নপ্রাশন ২০৭

যদশ্নাসি যৎপিবসি ধান্যং কৃষ্যাঃ পয়ঃ।
যদাদ্যং যদনাদ্যং সর্ব্বং অন্নমবিষং কৃণোমি ॥ ৭

পদার্থ :—(যৎ কৃষ্যাঃ ধান্যম্) কৃষিদ্বারা উৎপন্ন যে অন্ন (অশ্নাসি) তুমি ভক্ষণ করিতেছ (যৎ পয়ঃ পিবসি) যে পেয় পান করিতেছ (যৎ অন্নম্) যাহা ভক্ষ্য এবং যাহা পুরাতন হেতু (অনাদ্যম্) অভক্ষ্য (সর্ব্বংতে অবিষং কৃণোমি) সে সব তোমার জন্য রোগনাশক অমৃত হউক। অথর্ব্ববেদ ৮।২।১৯।

বঙ্গানুবাদ :—হে বালক! কৃষি দ্বারা উৎপন্ন যে অন্ন তুমি ভক্ষণ

করিতেছ, যাহা ভক্ষ্য এবং যাহা পুরাতন হওয়ায় অভক্ষ্য, সে সবই তোমার জন্য রোগ রহিত অমৃতময় হউক। ৭

মুণ্ডন
২০৮

যেনাবপৎ সবিতা ক্ষুরেণ সোমস্য রাজ্ঞো বরুণস্য বিদ্বান্। তেন ব্রহ্মাণো বপতেদমস্য গোমানশ্ববান্ য়মস্তু প্রজাবান্॥ ৮

পদার্থঃ—(যেন ক্ষুরেণ) যেরূপ ক্ষুর দ্বারা (সোমস্য রাজ্ঞঃ) শান্ত স্বভাব রাজা ও (বরুণস্য) শ্রেষ্ঠ পুরুষের (সবিতা বিদ্বান্) অভিজ্ঞ বিদ্বান্ (অবপৎ) মুণ্ডন করেন (তেন) সেই রূপ ক্ষুর দ্বারা (ব্রহ্মাণঃ) হে ব্রাহ্মণগণ ! (অস্য) এই বালকের (ইদম্) কেশ (বপত) কর্ত্তন কর (অয়ম্) এই বালক (গোমান্ অশ্ববান্ প্রজাবান্) গো, অশ্ব ও সন্তান যুক্ত (অস্তু) হউক। অথর্ব্ববেদ ৬।৬৮।৩।

বঙ্গানুবাদ :—অভিজ্ঞ বিদ্বান্ যেরূপ ক্ষুর দ্বারা শান্তস্বভাব রাজা ও শ্রেষ্ঠ পুরুষকে মুণ্ডন করেন সেইরূপ ক্ষুর দ্বারা হে ব্রাহ্মণগণ ! এই বালকের কেশ কর্ত্তন কর। এই বালক গো, অশ্ব ও সন্তান লাভ করুক। ৮

কর্ণবেধ
২০৯

লোহিতেন স্বধিতিনা মিথুনং কর্ণয়োঃ কৃধি।
অকর্ত্তামশ্বিনা লক্ষ্ম তদস্তু প্রজয়া বহু॥ ৯

পদার্থ :—(লোহিতেন স্বধিতিনা) ধাতু নির্ম্মিত অস্ত্র দ্বারা (কর্ণয়োঃ মিথুনং কৃধি) দুই কর্ণের ছেদ (অশ্বিনা) বৈদ্য (লক্ষ্ম) শোভাবর্দ্ধক কার্য্যকে (অকর্ত্তাম্) করুক (তৎ) সে (প্রজয়া বহু অস্তু) প্রজার কল্যাণ কারী হউক। অথর্ব্ববেদ ৬।১৪১।২।

বঙ্গানুবাদ :—ধাতু নির্ম্মিত অস্ত্র দ্বারা দুই কর্ণের ছেদ করা—বৈদ্য এই শোভা বর্দ্ধক কার্য্য করুক। সে প্রজার কল্যাণকারী হউক। ৯

উপনয়ন
২১০

আচার্য্য উপনয়মানো ব্রহ্মচারিণং কৃণুতে গর্ভমন্তঃ।
তং রাত্রীস্তিস্র উদরে বিভর্ত্তি তং জাতং দ্রষ্টুমভি
সংযংতি দেবাঃ ॥ ১০

পদার্থঃ—(ব্রহ্মচারিণম্) ব্রহ্মচারীকে (উপনয়মানঃ আচার্য্যঃ) যজ্ঞোপবীত দাতা আচার্য্য (অন্তঃ গর্ভম্) নিজের মধ্যে রাখে (তিস্রঃ রাত্রীঃ বিভর্ত্তি) তিন রাত্রি পর্য্যন্ত ধারণ করে (তম্) সেই ব্রহ্ম চারীকে (উদরে) গর্ভে (জাতম্) দ্বিতীয় জন্ম লাভ করিলে (তম্) তাহাকে (দ্রষ্টুম্) দর্শন করিবার জন্য (দেবাঃ) বিদ্বানেরা (অভিসংযন্তি) সব দিক হইতে একত্র হয়। অথর্ব্ববেদ ১১।৫।৩।

বঙ্গানুবাদ :—আচার্য্য ব্রহ্মচারীকে উপনয়ন দিয়া নিজের সাহচার্য্যে রাখেন। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই তিন অবিদ্যা অন্ধকার দূর করিতে নিজের বিদ্যার বেষ্টনীর মধ্যে তাহাকে ধারণ করেন। যখন ব্রহ্মচারী বিদ্যালাভ করিয়া দ্বিতীয় জন্ম লাভ করে তখন তাহাকে দেখি বার জন্য সব দিক হইতে বিদ্বানেরা আসিয়া সমবেত হন। ১০

বেদারম্ভ
২১১

ব্রহ্মচারী ব্রহ্ম ভ্রাজদ্ বিভর্ত্তি তস্মিন্দেবা অধি বিশ্বে
সমোতাঃ। প্রাণাপানৌ জনয়ন্নাদ্ ব্যানং বাচং
মনো হৃদয়ং ব্রহ্ম মেধাম্ ॥ ১১

পদার্থ :—(ভ্রাজদ্ ব্রহ্ম) উজ্জ্বল বৈদিক জ্ঞানকে (ব্রহ্মচারী বিভর্ত্তি) ব্রহ্মচারী ধারণ করে (তস্মিন্) তাহাতে (বিশ্বে দেবাঃ) সব দিব্যগুণ (অধি সমোতাঃ) অবস্থান করে (প্রাণাপানৌ ব্যানং বাচং মনঃ হৃদয়ম্) প্রাণ, অপান, ব্যান, বাক্য, মন, হৃদয় (ব্রহ্ম) জ্ঞান (আৎ) এবং (মেধাম্) মেধাকে সে (জনয়ন্) প্রকট করে। অথর্ব্ববেদ ১১।৫।২৪।

বঙ্গানুবাদ :—ব্রহ্মচারী জ্যোতির্ম্ময় বৈদিক জ্ঞানকে ধারণ করে। এজন্য তাহার মধ্যে সব দিব্য গুণ অবস্থান করে। সে প্রাণ, অপান, ব্যান বাক্য, মন, হৃদয়, জ্ঞান ও মেধাকে উৎকর্ষ দান করে। ১১

সমাবর্ত্তন ২১২

যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎস উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ। তং ধীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ ॥ ১২

পদার্থ :—(পরিবীতঃ) ব্রহ্মচর্য্য পূর্ব্বক বিদ্যালাভ করিয়া (সুবাসাঃ) উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়া (যুবা) যৌবন লাভ করিয়া (আগাৎ) গার্হস্থ্য আশ্রমে যিনি আসেন (স উ) তিনিই (জায়মানঃ) দ্বিজত্ব লাভে প্রসিদ্ধ হইয়া (শ্রেয়ান্) শ্রেষ্ঠ (ভবতি) হন (স্বাধ্যঃ) উত্তম ধ্যানযুক্ত (মনসা) মনন শক্তি দ্বারা (দেবয়ন্তঃ) বিদ্যাবুদ্ধির প্রকাশক (ধীরাসঃ) ধৈর্য্য যুক্ত (কবয়ঃ) বিদ্বানেরা (তম্) সেই পুরুষকে (উন্নয়ন্তি) উন্নতিশীল করেন। ঋগ্বেদ ৩।৮।৪।

বঙ্গানুবাদ :—ব্রহ্মচর্য্য পূর্ব্বক বিদ্যালাভ করিয়া, উত্তমবস্ত্র পরিধান করিয়া যৌবন কালে যিনি গার্হস্থ্য আশ্রমে উপনীত হন তিনিই দ্বিজত্ব লাভে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া মহৎ হন। ধ্যানপরায়ণ, মনন শীল, জ্ঞান প্রচারক, ধৈর্য্যবান্ বিদ্বানেরা সেই পুরুষকে উন্নতি লাভে সহায়তা প্রদান করেন। ১২

বিবাহ ২১৩

ব্রহ্মচর্য্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিম্। অনড্বান্ ব্রহ্মচর্য্যেনাশ্বো ঘাসং জিগীর্ষতি ॥ ১৩

পদার্থ :—(ব্রহ্মচর্য্যেণ) ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া (কন্যা) কুমারী (যুবানাং পতিং বিংদতে) যুবা পতিকে লাভ করে (ব্রহ্মচর্য্যেণ) ব্রহ্মচর্য্য লাভ করিবার পর (অনড্বান্ অশ্বঃ) বৃষভ ও অশ্ব সংজ্ঞক পুরুষ

(যাসং জিগীর্ষতি) ভোগ্য পদার্থকে ভোগ করিতে পারে। অথর্ব্ববেদ ১১।৫।১৮।

বঙ্গানুবাদঃ—ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবার পর কুমারী কন্যা যুবা পতিকে লাভ করিবে। বলবান্ ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই ভোগ্য পদার্থকে সম্যক ভোগ করিতে পারে। ১৩

বান প্রস্থ ২১৪

ন বা অরণ্যানি র্হন্ত্যন্যশ্চেন্নাভি গচ্ছতি।
স্বাদোঃ ফলস্য জগ্ধ্বায় যথাকামং নি পদ্যতে॥ ১৪

পদার্থ :—(ন বা অরণ্যানিঃ হন্তি) বন্য জন্তু এই বানপ্রস্থকে হনন করেনা (অন্যশ্চ ইৎ ন অভিগচ্ছতি) এবং অন্যান্য প্রাণীও ইহার নিকট আসিয়া ইহাকে হনন করেনা (স্বাদোঃ ফলস্য জগ্ধায়) স্বাদু ফল খাইয়া (যথাকামম্) শান্তিময় (নিপদ্যতে) জীবন ব্যতীত করে। ঋগ্বেদ ১০।১৪৬।৫।

বঙ্গানুবাদঃ—বান প্রস্থকে বন্য পশু হনন করেনা অন্যান্য প্রাণীও ইঁহাদিগকে হনন করেনা। ইঁহারা সুমিষ্ট ফল ভক্ষণ করিয়া শান্তিময় জীবন অতিবাহিত করেন। ১৪

সন্ন্যাস ২১৫

ঋতং বদন্ন্ ঋতদ্যুম্ন সত্যং বদন্ৎসত্য কর্ম্মন্। শ্রদ্ধাং বদন্ৎ সোম পরিষ্কৃত ইন্দ্রায়েংদো পরিস্রব॥ ১৫

পদার্থ :—(ঋতদ্যুম্ন) সত্য কীর্ত্তি (সত্যকর্ম্মন্) সত্য কর্ম্মা (রাজন্) জ্ঞানময় (ইন্দো) আনন্দ দাতা সন্ন্যাসিন ! (ঋতং বদন্) সত্য বাণী বলিয়া (সত্যং বদন্) ন্যায় বাক্য বলিয়া (শ্রদ্ধাম্ বদন্) সত্য ধারণের উপদেশ করিয়া (ধাত্রা) পরমাত্মার উপাসনা দ্বারা (পরিষ্কৃতঃ) শুদ্ধ হইয়া (ইন্দ্রায়) যোগ দ্বারা সিদ্ধি প্রাপ্তির জন্য (পরিস্রব) প্রযত্ন কর। ঋগ্বেদ ৯।১১৩।৪।

বঙ্গানুবাদ :—হে সত্যকীর্ত্তি, সত্যকর্ম্মা, জ্ঞানময়, আনন্দ দাতা সন্ন্যাসিন্! সত্য বাণী ও ন্যায় বাক্য বলিয়া, সত্য ধারণের উপদেশ করিয়া এবং পরমাত্মার উপাসনা দ্বারা শুদ্ধ হইয়া যোগবলে সিদ্ধি লাভের জন্য প্রযত্ন কর। ১৫

অন্ত্যেষ্টি ২১৬ বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তঁ শরীরম্। ওম্ ক্রতো স্মর ক্লিবে স্মর কৃতঁ স্মর॥ ১৬

পদার্থ :—(ক্রতো) হে কর্ম্মকর্ত্তা জীব (ওম্) পরমাত্মার নাম (ক্লিবে) সামর্থ্যের জন্য (স্মর) স্মরণ কর (কৃতম্) কৃত কর্ম্মকে (স্মর) স্মরণ কর (বায়ুঃ) আধ্যাত্মিক প্রাণ (অনিলম্) আধি দৈবিক প্রাণ (অমৃতম্) পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হও (অথ) তৎপর (ইদং শরীরম্) এই ভৌতিক শরীর (ভস্মান্তম্) ভস্মে শেষ হয়। যজুর্ব্বেদ ৪০।১৫।

বঙ্গানুবাদ :—হে কর্ম্মশীল জীব! শরীর ত্যাগের সময় পরমাত্মার নাম ওঙ্কার স্মরণ কর, আধ্যাত্মিক সামর্থ্য প্রাপ্তির জন্য স্মরণ কর, কৃতকর্ম্মকে স্মরণ কর। প্রথম আধ্যাত্মিক প্রাণ, আধিদৈবিক প্রাণ এবং পুনরায় সেই প্রাণস্বরূপ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হও। তৎপর এই ভৌতিক শরীর ভস্মে পরিণত হউক। ১৬

ভাবার্থ :—অন্ত্যেষ্টি সংস্কারই শেষ সংস্কার। ইহার পর শরীরের জন্য অন্য কোনও সংস্কারই অবশিষ্ট থাকে না। ইহারই নাম নরমেধ, পুরুষমেধ, নর যাগ ও পুরুষ যাগ। শ্মশান ভূমিতে জলন্ত চিতায় সমিধা, সুগন্ধি, রোগনাশক ও বুদ্ধিবর্দ্ধক ওষধি এবং ঘৃত আহুতি দ্বারা মৃত শরীরকে ভস্মীভূত করাই অন্ত্যেষ্টি সংস্কার। জীব তাহার কৃত কর্ম্মের ফল নিজেই ভোগ করে। বংশধরদের কোন কার্য্যই তাহাকে সাহায্য করিতে পারে না।

—:০:—

গুণ-কর্ম্ম-স্বভাব

আর্য্য, দাস
২১৭
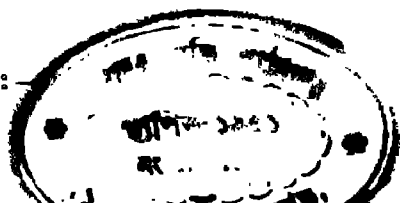
বিত্বক্ষণঃ সমৃতৌ চক্রমাসজোঽসুন্বতো বিষুণঃ সুন্বতো বৃধঃ। ইন্দ্রো বিশ্বস্য দভিতা বিভীষণো যথাবংশ নয়তি দাসমার্য্যঃ ॥ ১

পদার্থ :—(সমৃতৌ) সংগ্রামে (বি-ত্বক্ষণঃ) শত্রুর বিচূর্ণ কারী (চক্রম্ আসজঃ) চক্রাস্ত্র শোভিত (অসুন্বতঃ বিষুণঃ) যজ্ঞহীন পুরুষ হইতে পরাঙ্মুখ (সুন্বতঃ) যজ্ঞ শীলের (বৃধঃ) বর্ধয়িতা (বিশ্বস্য) সকলের (দভিতা) শিক্ষক (বিভীষণঃ) ভয়ঙ্কর (আর্য্যঃ) সুসভ্য (ইন্দ্রঃ) রাজা (দাসম্) দুষ্টকে (যথা-বশম্) ক্রমে নিজের বশে (নয়তি) আনয়ন করে। ঋগ্বেদ ৫।৩৪।৬।

বঙ্গানুবাদ :—সংগ্রামে শত্রুর হন্তা, চক্রাস্ত্র শোভিত, অশুভ কর্ম্মে পরাঙ্মুখ, শুভ কর্ম্মে উৎসাহদাতা, সকলের শিক্ষক, ভীষণ, সুসভ্য নৃপতি দুষ্ট দিগকে ক্রমে নিজের বশীভূত করেন। ১

দস্যু
২১৮

বধীর্হি দস্যুং ধনিনং ধনেন একশ্চরন্নুপশাকেভিরিন্দ্র ধনোরধি বিষুণক্তে ব্যায়ন্নযজ্বানঃ সনকাঃ প্রেতিমীয়ুঃ। ২

পদার্থ :—(ইন্দ্র) হে নরেন্দ্র! (উপশাকেভিঃ) তুমি বিবিধ শক্তি যুক্ত (একঃ চরণ্) একাকী বিচরণ করিয়া (ধনেন) বজ্রতুল্য অস্ত্র দ্বারা (হি) নিশ্চয়ই (ধনিনম্) ধনাঢ্য (দস্যুম্) চোর ডাকাইত আদি দুষ্টকে (বধী) বধ কর এবং (সনকাঃ) লুণ্ঠনকারী মনুষ্য (তে) তোমার (ধনোঃ অধি) অস্ত্র শস্ত্রের উপর (ব্যায়ন্) আসিয়া (বিষুক্) সর্ব্বপ্রকারে (প্রেতিম্) মরণকে (ঈয়ুঃ) প্রাপ্ত হউক (অযজ্বানাঃ) যজ্ঞাদি শুভ কর্ম্ম বিরহিত। ঋগ্বেদ ১।৩৩।৪।

বঙ্গানুবাদ :–হে নরেন্দ্র! বিবিধ শক্তিযুক্ত তুমি একাকী বিচরণ করিয়া বজ্রতুল্য অস্ত্র দ্বারা নিশ্চয়ই ধনিক চৌরাদি দুষ্ট প্রাণীকে বধ কর। তোমার অস্ত্রের সম্মুখে আগত দুষ্টকর্ম্মা পরস্ব লুণ্ঠনকারী মৃত্যু মুখে পতিত হউক। ২

রাক্ষস ২১৯

ইন্দ্রো যাতূনামভবৎ পরাশরো হবির্মথীনাভ্যাবিবাসতাম্। অভীদু শক্রঃ পরশুর্যথাবনং পাত্রেব ভিন্দন্ সত এতি রক্ষসঃ ॥ ৩

পদার্থ :–(ইন্দ্রঃ) রাজা (যাতূনাম্) রাক্ষসদের (পরাশরঃ অভবৎ) হিংসক (হবিঃ মথানাম্) যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপাদকদের (অভি আবিবাসতাম্) চারিদিক হইতে আক্রমণকারীদের (পরশুঃ যথা বনম্) কুঠার যেরূপ বনকে (পাত্রা ইব) পাত্র যেরূপ তদ্রূপ (শক্রঃ) সমর্থ বীরপুরুষ (সতঃ রক্ষসঃ) আগত রাক্ষসকে (ভিন্দন্) ছিন্ন ভিন্ন করিয়া (অভি-ইৎ-উ-এতি) চারিদিকে যায়। ঋগ্বেদ ৭।১০৪।২১।

বঙ্গানুবাদ :—রাজা রাক্ষসদের হিংসক। যে সব রাক্ষস যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপাদন করে এবং যাহারা চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ করে রাজা তাহাদেরও হিংসক। কুঠার যেমন বনকে ছেদন করে, মুদগর যেমন মৃন্ময় পাত্র চূর্ণ বিচূর্ণ করে, সমর্থ বীর পুরুষ আগত রাক্ষসদিগকে তেমনই ছিন্ন ভিন্ন করিয়া চারিদিকে ধাবমান হয়। ৩

মাগধ ২২০

ব্রহ্মণে ব্রাহ্মণং ক্ষত্রায় রাজন্যং মরুদ্ভ্যো বৈশ্যং তপসে শূদ্রং তমসে তস্করং নারকায় বীরহণম্। পাপ্মনে ক্লীবমাক্রয়ায় অযোগূং কামায় পুংশ্চলূমতি ক্রুষ্টায় মাগধম্ ॥ ৪

পদার্থ :—(ব্রহ্মণে) বেদ প্রচারের জন্য (ব্রাহ্মণম্) ব্রাহ্মণকে (ক্ষত্রায়)

রাজ্য পালনের জন্য (রাজন্যম্) ক্ষত্রিয়কে (মরুদ্‌ভ্যঃ) পশু আদি প্রজার জন্য (বৈশ্যম্) বৈশ্যকে (তপসে) কঠোর কার্য্যের জন্য (শূদ্রম্) শূদ্রকে উৎপন্ন কর (তমসে) অন্ধকারে প্রবৃত্ত (তস্করম্) চোরকে (নারকায়) দুঃখবন্ধনে আবদ্ধ (বীরহণম্) বীর হন্তাকে (পাপ্মনে) পাপকর্ম্মে আসক্ত (ক্লীবম্) ক্লীবকে (আক্রয়ায়) হিংসা পরায়ণ (অযোগূম্) অস্ত্র-ধারীকে (কামায়) কামার্ত্তা (পুংশ্চলূম্) পুরুষে আসক্ত ব্যাভিচারিণীকে (অতিক্রুষ্টায়) নিন্দুক (মাগধম্) ভাটকে দূর কর। যজুর্ব্বেদ ৩০।৫।

বঙ্গানুবাদ :—হে পরমাত্মন্! এই জগতে তুমি বেদপ্রচারের জন্য ব্রাহ্মণকে, রাজ্য পালনের জন্য ক্ষত্রিয়কে, পশু আদি প্রজা রক্ষার জন্য বৈশ্যকে এবং কঠোর পরিশ্রমের জন্য শূদ্রকে উৎপন্ন কর। অন্ধকারে পাপ কর্ম্মে লিপ্ত চোরকে, দুঃখবন্ধনে আবদ্ধ বীরহন্তা দিগকে, পাপে আসক্ত নপুংসককে, হিংসা পরায়ণ অস্ত্রধারীকে, কামার্ত্তা ব্যাভিচারিণী স্ত্রীকে এবং নিন্দুক ভাটকে দূরে অপসারণ কর। ৪

সূত, রথকার, তক্ষা ২২১

নৃত্তায় সূতং গীতায় শৈলূষং ধর্ম্মায় সভাচরং নরিষ্ঠায়ৈ ভীমলং নর্মায় রেভঁহসায় কারিমানন্দায় স্ত্রীষখং প্রমদে কুমারীপুত্রং মেধায়ৈ রথকারং ধৈর্য্যায় তক্ষাণম্ ॥ ৫

পদার্থ :—(নৃত্তায়) নৃত্যের জন্য (সূতম্) নর্ত্তককে (গীতায়) গানের জন্য (শৈলূষম্) গায়ককে (ধর্ম্মায়) ধর্ম্মরক্ষার জন্য (সভাচরম্) সভাপতিকে (নর্মায়) কোমলতার জন্য (রেভম্) স্তুতি পাঠককে (আনন্দায়) আনন্দ লাভের জন্য (স্ত্রীষখম্) স্ত্রীব্রত পতিকে (মেধায়ৈ) বুদ্ধির জন্য (রথকারম্) রথনির্ম্মাতাকে (ধৈর্য্যায়) ধৈর্য্যের জন্য (তক্ষাণম্) শিল্পা সূত্রধরকে উৎপন্ন কর (নরিষ্ঠায়ৈ) অতি দুষ্ট জনসমূহে আসক্ত (ভীমলম্) ভয়ঙ্কর বিষয়ী (হসায়) হাস্যে প্রবৃত্ত (কারিম্) উপহাস কর্ত্তাকে (প্রমদে)

প্রমাদে প্রবৃত্ত (কুমারী পুত্রম্) বিবাহের পূর্ব্বে কুমারীর ব্যভিচারোৎপন্ন পুত্রকে দূর কর। যজুর্ব্বেদ ৩০।৬।

বঙ্গানুবাদ :—হে পরমাত্মন! তুমি নৃত্যের জন্য সূতকে, গানের জন্য শৈলূষকে, ধর্ম্মরক্ষার জন্য সভাপতিকে, কোমলতার জন্য স্তুতি পাঠক রেভকে, আনন্দ ভোগের জন্য স্ত্রী ব্রত পতিকে, বুদ্ধির জন্য রথকারকে এবং ধৈর্য্যের জন্য শিল্পী সূত্রধরকে উৎপন্ন কর। অতি দুষ্ট জনসমূহের মধ্যে প্রবৃত্ত অত্যন্ত বিষয়ী পুরুষ ভীমলকে, হাস্যের জন্য উপহাস কর্ত্তা কারিকে এবং প্রমাদে প্রবৃত্ত কুমারীর ব্যভিচারোৎপন্ন পুত্রকে দূর কর। ৫

কুলাল, কর্ম্মার মণিকার ২২২

তপসে কৌলালং মায়ায়ৈ কর্মারꣳ রূপায় মণিকারꣳ শুভে বপꣳ শরব্যায়ৈ ইষুকারꣳ হেত্যৈ ধনুষ্কারং কর্ম্মণে জ্যাকারং দিষ্টায় রজ্জুসর্জং মৃত্যবে মৃগয়ুমন্তকায় শ্বনিনম্ ॥ ৬

পদার্থ :—(তপসে) রন্ধনের পাত্রের জন্য (কৌলালম্) কুম্ভকার পুত্রকে (মায়ায়ৈ) বুদ্ধি বৃদ্ধির জন্য (কর্ম্মারম্) শিল্পী কর্ম্মকারকে (রূপায়) সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য (মণিকারম্) মণিকারকে (শুভে) শুভ আচরণের জন্য (বপম্) বিদ্যাদি শুভ গুণের বপন কর্ত্তা বিপ্রকে (শরব্যায়ৈ) শর নির্ম্মাণের জন্য (ইষুকারম্) বাণকর্ত্তাকে (হেত্যৈ) বজ্রাদি শস্ত্র নির্ম্মাণের জন্য (ধনুষ্কারম্) ধনুষ্কর্ত্তাকে (কর্ম্মণে) কার্য্যের জন্য (জ্যাকারম্) জ্যা নির্ম্মাতা (দিষ্টায়) বিশেষ রচনার জন্য (রজ্জুসর্জম্) রজ্জু নির্ম্মাতাকে উৎপন্ন কর (মৃত্যবে) হত্যার জন্য প্রবৃত্ত (মৃগয়ুম্) ব্যাধকে (অন্তকায়) শেষ করিতে প্রবৃত্ত (শ্বনিনম্) কুক্কুর পালককে দূর কর। যজুর্ব্বেদ ৩০।৭।

বঙ্গানুবাদ :—হে পরমাত্মন্। তুমি রন্ধন পাত্রের জন্য কুম্ভকারকে, বুদ্ধি বৃদ্ধির জন্য শিল্পী কর্ম্মকারকে, সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য মণিকারকে, শুভ-

আচরণের জন্য বিপ্রকে, শর নির্ম্মাণের জন্য বাণকর্ত্তাকে. বজ্রাদি শস্ত্র নির্ম্মাণের জন্য ধনুষ্কারকে, জ্যানির্ম্মাণের জন্য জ্যাকারকে এবং বিশেষ অভিজ্ঞতার জন্য রজ্জু নির্ম্মাতাকে উৎপন্ন কর। হত্যার জন্য উদ্যত ব্যাধকে এবং কুকুর ভোজনার্থে কুকুর পালক শ্বনীকে দূর কর। ৬

লাঙ্গল ২২৩

ইন্দ্রঃ সীতাং নি গৃহ্ণাতু তাং পূষানু যচ্ছতু। সা নঃ পয়স্বতী দুহা মুত্তরামুত্তরাং সমাম্ ॥ ৭

পদার্থ ঃ—(ইন্দ্রঃ) রাজা (সীতাম্) লাঙ্গলকে (নি-গৃহ্ণাতু) ধারণ করুক (তাম্-অনু) তাহার পশ্চাতে (পূষা) পোষণ কর্ত্তা মন্ত্রী (যচ্ছতু) চলুক (সা) সেই ভূমি (নঃ) আমাদের জন্য (পয়স্বতী দুহাম্) দুগ্ধবতী হউক (উত্তরাম্ উত্তরাম্ সমাম্) আগামী বর্ষ সমূহের জন্য সুখদাত্রী হউক। ঋগ্বেদ ৪।৫৭।৭।

বঙ্গানুবাদ :—রাজা লাঙ্গল ধারণ করুক এবং মন্ত্রী তাহার অনুসরণ করুক। ভূমি এজন্য আমাদের নিকট উর্ব্বরা হউক এবং ভবিষ্যতের জন্যও সুখ দায়িনী হউক। ৭

কৃষক ২২৪

সীরা যুঞ্জন্তি কবয়ো যুগা বিতন্বতে পৃথক। ধীরা দেবেষু সুম্নয়া। ৮

পদার্থ ঃ—(ধীরাঃ) ধীমান্ (কবয়ঃ) বিদ্বানেরা (সীরা) লাঙ্গলকে (যুঞ্জন্তি) যোজনা করে (যুগা) যুগকে (পৃথক্-বিতন্বতে) পৃথক পৃথক বিস্তার করে (দেবেষু) মনুষ্যের মধ্যে (সুম্নয়া) সুখ বিস্তারের জন্য। ঋগ্বেদ ১০।১০১।৪।

বঙ্গানুবাদ : – ধীমান্ বিদ্বানেরা মনুষ্যজাতির মধ্যে সুখ বিস্তারের জন্য হল চালনা করেন এবং যুগোপযোগী কার্য্য করেন। ৮

বস্ত্রবয়ন
২২৫

বি তন্বতে ধিয়ো অস্মা অপাংসি বস্ত্রা পুত্রায় মাতরো বয়ন্তি। উপপ্রক্ষে বৃষ্ণোঃ মোদমানা দিবস্পথা বধ্বো যন্ত্যচ্ছ ॥ ৯

পদার্থ :—(দিবঃ) কামনাযুক্তা (মোদমানাঃ) আনন্দিতা (বধ্বঃ) যুবতী রমণীরা (পথা) গার্হস্থ্য আশ্রমের পন্থা (উপ প্রক্ষে) সম্বন্ধে (বৃষ্ণঃ) যুবা পুরুষকে (অচ্ছ) ভালভাবে (যন্তি) প্রাপ্ত হয় (মাতরঃ) মাতা (অস্মৈ) এই (পুত্রায়) পুত্রের জন্য (ধিয়ঃ) বুদ্ধি (অপাংসি) সৎকর্ম্মকে (বি, তন্বতে) বিস্তার করে (বস্ত্রা) বস্ত্র (বয়ন্তি) বয়ন করে। ঋগ্বেদ ৫।৪৭।৬।

বঙ্গানুবাদ :—যে সব যুবতী রমণী কামনাযুক্তা ও আনন্দিতা হইয়া গার্হস্থ্য আশ্রমের সুপথে চলিতে চাহে তাহারা যুবা পুরুষকে স্বয়ম্বর বিবাহ দ্বারা লাভ করেন, পুত্রের হিতার্থে বুদ্ধি ও শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন এবং বস্ত্র বয়ন করেন। ৯

তাঁত
২২৬

সীসেন তন্ত্রং মনসা মনীষিণঃ ঊর্ণাসূত্রেণ কবয়ো বয়ন্তি। অশ্বিনা যজ্ঞꣳ সবিতা সরস্বতীন্দ্রস্য রূপং বরুণো ভিষজ্যন্ ॥ ১০

পদার্থ :—(কবয় মনীষিণঃ) বিদ্বান্ মননশীলেরা (মনসা) মনন শক্তি দ্বারা (সীসেন তন্ত্রম্) সীসক নির্ম্মিত তাঁত স্থাপন করিয়া (ঊর্ণা সূত্রেণ) ঊর্ণা সূত্রদ্বারা (বয়ন্তি) বস্ত্র বয়ন করেন (সবিতা) জ্ঞানবান পুরুষ (সরস্বতী) জ্ঞানবতী স্ত্রী (অশ্বিনা) সৎবিদ্যার শিক্ষক ও উপদেষ্টা (যজ্ঞম্) যজ্ঞ সম্পাদন করেন (ভিষজ্যন্) চিকিৎসা করিতে ইচ্ছুক (বরুণঃ) শ্রেষ্ঠ পুরুষ (ইন্দ্রস্য) পরমৈশ্বর্য্যের (রূপম্) স্বরূপ বিধান করেন। যজুর্ব্বেদ ১৯।৮০।

বঙ্গানুবাদ :—বিদ্বান্ মননশীলেরা মনন শক্তি দ্বারা সীসক নির্ম্মিত তাঁত স্থাপন করিয়া উর্ণা সূত্র দ্বারা বস্ত্র বয়ন করেন। জ্ঞানবান্ পুরুষ, জ্ঞানবতী স্ত্রী, সৎ বিদ্যার শিক্ষক ও উপদেষ্টা যজ্ঞ সম্পাদন করেন। চিকিৎসার জন্য শ্রেষ্ঠ পুরুষ পরমৈশ্বর্য্যের বিধান করেন।১০

বয়ন-শিল্প
২২৭

যা অকৃন্তন্নবয়ন্ যাশ্চ তত্নিরে যা দেবা রন্তাঁ অভিতো দদন্ত। তাস্ত্বা জরসে সংব্যয়ন্ত্বায়ুষ্মতীদং পরিধৎস্ব বাসঃ ॥ ১১

পদার্থঃ—(যাঃ দেবীঃ) যে সব দেবী (অকৃন্তন্) চরখায় সূতা কাটিয়াছেন (অবয়ন্) বস্ত্র বয়ন করিয়াছেন (যাশ্চ) এবং যাঁহারা (তত্নিরে) বস্ত্রে অন্য সূতা লাগাইয়া বিস্তৃত করিয়াছেন (যাঃ) যাঁহারা (অভিতঃ অন্তান্ অদদন্ত) বস্ত্রের চারিদিকে ঝালরাদি যুক্ত করিয়াছেন (তাঃ) সেই সব দেবীরা (জরসে) পূর্ণায়ু লাভের জন্য (ত্বা সংব্যয়ন্ত্ব) তোমাকে বস্ত্র দ্বারা সজ্জিত করুন (আয়ুষ্মতি) হে আয়ুষ্মতি কন্যে (ইদং বাসঃ) এই বস্ত্র (পরি-ধৎস্ব) পরিধান কর। অথর্ববেদ ১৪।১।৪৫।

বঙ্গানুবাদ :—যে সব মহিলা চরখায় সূতা কাটিয়াছেন, বস্ত্র বয়ন করিয়াছেন, যাঁহারা বস্ত্রে অন্য সূতা লাগাইয়া বিস্তৃত করিয়াছেন এবং যাঁহারা বস্ত্রের চারিপার্শ্বে ঝালরাদি সংলগ্ন করিয়াছেন, সেই সব দেবী তোমাকে বস্ত্র দ্বারা সজ্জিত করুন। হে আয়ুষ্মতি কন্যে! এই বস্ত্র পরিধান কর। ১১

ব্যোমযান
২২৮

অনশ্বো জাতো অনভীশু রুক্থ্যো রথস্ত্রিচক্রঃ পরিবর্ততে রজঃ। মহত্তদ্বো দেব্যস্য প্রবাচনং দ্যামৃভবঃ পৃথিবীং যচ্চ পুষ্যথ ॥ ১২

পদার্থ :—(ঋভবঃ) হে রথ নির্ম্মাতা শিল্পিগণ! (রথঃ) রথ (রজঃ

পরিবর্ত্তে) আকাশে ভ্রমণ করে (অনশ্বঃ জাতঃ) অশ্ব বিহীন (অনভীশুঃ) বল্গা শূন্য (উক্থ্যঃ) প্রশংসনীয় (ত্রিচক্রঃ) তিন চাকা বিশিষ্ট (বঃ) তোমাদের (দেবস্য প্রবাচনম্) দিব্য সুখ্যাতি যোগ্য (তৎ মহৎ) সেই মহান্ কর্ম্ম (যৎ) যে কর্ম্ম (দ্যাম্ পৃথিবীং পুষ্যথ) অন্তরিক্ষ ও পৃথিবী উভয়কে পুষ্ট করে। ঋগ্বেদ ৪।৩৬।১।

বঙ্গানুবাদঃ—হে রথ নির্ম্মাতা মনুষ্যগণ! তোমাদের নির্ম্মিত প্রশংসনীয় রথ অশ্ববিহীন, বল্গাহীন, তিন চক্র বিশিষ্ট এবং আকাশে ভ্রমণকারী। তোমাদের এই দিব্য সুখ্যাতিযোগ্য মহান্ কর্ম্মদ্বারা অন্তরিক্ষ ও পৃথিবী উভয়ই পুষ্ট হয়। ১২

সহস্র স্তম্ভ ২২৯ — রাজা নাবনভিদ্রুহা ধ্রুবে সদস্যুত্তমে। সহস্র স্থূণ আসাতে॥ ১৩

পদার্থঃ—(রাজানৌ) রাজা ও অমাত্য (অনভিদ্রুহাঃ) প্রজাদের প্রতি কোনরূপ দ্রোহ না রাখিয়া (ধ্রুবে) খুব দৃঢ় (উত্তমে) উত্তম (সহস্র স্থূণে) সহস্র স্তম্ভ যুক্ত (সদসি) সভা গৃহে (আসাতে) উপবেশন করেন। ঋগ্বেদ ২।৪১।৫।

বঙ্গানুবাদঃ—রাজা ও অমাত্য প্রজাদের প্রতি কোনরূপ দ্রোহভাব না রাখিয়া সুদৃঢ় উত্তম সহস্র স্তম্ভযুক্ত সভাগৃহে উপবেশন করেন। ১৩

প্রস্তর-পুরী ২৩০ — শতমশ্মন্ময়ীনাং পুরামিন্দ্রো ব্যস্যৎ। দিবো দাসায় দাশুষে॥ ১৪

পদার্থঃ—(দিবঃ) দ্যুত ক্রীড়ার (দাসায়) নিবারক (দাশুষে) বিদ্যাদি শুভ গুণ প্রদায়ক (ইন্দ্রঃ) রাজা (অশ্মন্ময়ীনাম্ পুরাং শতম্) প্রস্তর নির্ম্মিত শত শত নগর (ব্যস্যৎ) নির্ম্মাণ করুক। ঋগ্বেদ ৪।৩০।২০।

বঙ্গানুবাদঃ—দ্যুত ক্রীড়ার নিবারক এবং বিদ্যাদি শুভ গুণের প্রদাতা রাজা প্রস্তর নির্ম্মিত শত শত নগর নির্ম্মাণ করুক। ১৪

লৌহপুরী ২৩১ অধা মহীন আয়স্যনাধৃষ্টো নৃপীতয়ে। পূর্ভবা শত ভুজিঃ ॥ ১৫

পদার্থ :—(অধ) হে অগ্রগামী সেনাপতে ! (অনাধৃষ্টঃ) দুর্দ্ধর্ষ হইয়া (নঃ নৃপীতয়ে) আমাদের মনুষ্যদের রক্ষার জন্য (মহী) মহতী (শতভুজিঃ) শতগুণ (আয়সী পূঃ) লৌহ নির্ম্মিত পুরীর সমান (ভব) হও। ঋগ্বেদ ৭।১৫।১৪।

বঙ্গানুবাদ :—হে অগ্রণী সেনাপতে ! দুর্দ্ধর্ষ হইয়া আমাদের সব মনুষ্যদের রক্ষা হেতু লৌহ নির্ম্মিত পুরীর সমান শত গুণে দৃঢ় হও। ১৫

বাণিজ্য ২৩২ যেন ধনেন প্রপণং চরামি ধনেন দেবা ধনমিচ্ছমানঃ। তন্মে ভূয়ো ভবতু মা কনীয়োঽগ্নে সাতঘ্নো দেবান্ হবিষা নিষেধ ॥ ১৬

পদার্থ :—(দেবাঃ) হে বিদ্বান্‌গণ ! (ধনেন) মূলধন দ্বারা (ধনং ইচ্ছমানঃ) ধনের ইচ্ছুক আমি (যেন ধনেন) যে ধন দ্বারা (প্রপণং চরামি) বাণিজ্য চালাইতেছি (তৎ) সেই (মে) আমার (ভূয়ঃ ভবতু) বেশী হউক (মা কনীয়ঃ) কম না হয় (অগ্নে) হে পরমাত্মন্ ! (সাতঘ্নো দেবান্) লাভের হানিকারক পুরুষকে (হবিষা নিষেধ) প্রতিরোধ কর। অথর্ব্ববেদ ৩।১৫।৫।

বঙ্গানুবাদ :—হে বিদ্বান্‌গণ ! মূল ধন দ্বারা আমি ধন বৃদ্ধির ইচ্ছা করিতেছি। যে ধন দ্বারা বাণিজ্য করিতেছি তাহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক। হে পরমাত্মন্ ! যাহারা আমার লাভের হানিকারক তাহাদিকে আমার নিকট হইতে দূরে রাখ। ১৬

গোশালা ২৩৩ সংজগ্মানা অবিভ্যুষিরস্মিন্ গোষ্ঠে করীষিণীঃ। বিভ্রতীঃ সোম্যং মধ্বনমীবা উপেতন ॥ ১৭

পদার্থ :—(অস্মিন্ গোষ্ঠে) এই গোশালায় (অ-বিভ্যুষিঃ) নির্ভয়ে স্থিত্বা (সংজগ্মানাঃ) মিলিত ভাবে ভ্রমণ শীলা (করীষিণীঃ) গোময় উৎপাদন কারিণী (সোম্যম্) অমৃতরূপ (মধু) দুগ্ধ (বিভ্রতীঃ) ধারণ কারিণী ধেনু সকল (অনমীবাঃ) নীরোগ হইয়া (উপেতন্) আমার নিকট আসুক। অথর্ব্ব ৩।১৪।৩।

বঙ্গানুবাদ :—এই গোশালায় ধেনু সকল নির্ভয়ে থাকুক, একসঙ্গে মিলিয়া বিচরণ করুক, গোময় উৎপন্ন করুক, অমৃতময় দুগ্ধ ধারণ করুক এবং নীরোগ হইয়া আমার নিকট আসুক। ১৭

গো ১৩৪

যূয়ং গাবো মেদয়থা কৃশং চিদশ্রীরং চিৎ কৃণুথা সুপ্রতীকম্। ভদ্রং গৃহং কৃণুথ ভদ্রবাচো বৃহদ্বো বয় উচ্যতে সভাসু ॥ ১৮

পদার্থ :—(যূয়ং গাবঃ) ধেনু সকল ! তোমরা (কৃশম্) কৃশ মনুষ্যকে (মেদয়থা) হৃষ্ট পুষ্ট কর (অ-শ্রীরং চিৎ) বিশ্রী মনুষ্যকে (সু প্রতীকম্) সুশ্রী কর (গৃহম্) গৃহকে (ভদ্রম্) মঙ্গলময় (কৃণুথ) কর (ভদ্রবাচঃ) সুশব্দ যুক্ত ধেনু সকল ! (সভাসু) সভা সমূহে (বঃ) তোমাদের (বৃহৎ-বয়ঃ) বহু বর্ণনা (উচ্যতে) করা হয়। অথর্ব্ববেদ ৪।২১।৬

বঙ্গানুবাদ :—হে ধেনু সকল ! তোমরা কৃশ মনুষ্যকে হৃষ্ট পুষ্ট কর। বিশ্রী মনুষ্যকে সুশ্রী কর, গৃহকে মঙ্গলময় কর। তোমাদের রব মঙ্গলময়। সভা সমূহে তোমাদের বহু গুণ বর্ণনা করা হয়। ১৮

গোহত্যা ২৩৫

প্র নু বোচং চিকিতুষে জনায় মা গামনাগা মদিতিং বধিষ্ঠ ॥ ১৯

পদার্থ :—(চিকিতুষে জনায় প্রবোচম্) জ্ঞানবান পুরুষের নিকট আমি বলিতেছি যে (অনাগাম্) নিরপরাধ (অদিতিম্) অহিংস পৃথিবী

সদৃশ (গাম্) গরুকে (মা বধিষ্ঠ) হনন করিও না। ঋগ্বেদ ৮।১০১।১৫।

বঙ্গানুবাদ :—(পরমেশ্বর উপদেশ দিতেছেন)—আমি জ্ঞানবান্ পুরুষের নিকট বলিতেছি যে নিরপরাধ অহিংস পৃথিবী সদৃশ গো জাতিকে হনন করিও না। ১৯

সংস্কৃতি
২৩৬

তিস্রো দেবী র্হবিষা বর্দ্ধমানা ইন্দ্রং জুষাণা জনয়ো ন পত্নীঃ। অচ্ছিন্নং তংতুং পয়সা সরস্বতীডা দেবী ভারতী বিশ্বতূর্ত্তীঃ॥ ২০

পদার্থ :—(বিশ্ব-তূর্তীঃ) সর্ব্ব প্রকারে সমর্থ (দেবী ভারতী) মাতৃভূমি দেবী (ইডা) মাতৃভাষা (সরস্বতী) মাতৃসভ্যতা (তিস্রঃ বর্ধমানাঃ দেবীঃ) তিন বর্দ্ধনশীলা দেবী (জনয়ঃ পত্নীঃ ন) সন্তানোৎপাদন কারিণী পত্নীর সমান (পয়সা হবিষা) দুগ্ধ ও হবন দ্বারা (ইন্দ্রং জুষাণা) পরমাত্মার পূজা করিয়া (অচ্ছিন্নং তন্তুম্) অচ্ছেদ্য সূত্র রচনা করে। যজুর্ব্বেদ ২০।৪৩।

বঙ্গানুবাদ :—মাতৃভূমি, মাতৃভাষা ও মাতৃসভ্যতা এই তিন শক্তিময়ী দেবী সন্তানবতী পত্নীর ন্যায় দুগ্ধ ও হবন দ্বারা প্রভু পরমাত্মার পূজা করে এবং অচ্ছেদ্য সূত্র রচনা করে। ২০

সমুদ্রযাত্রা
২৩৭

অনারম্ভণে তদবীরয়েথা মনাস্থানে অগ্রভণে সমুদ্রে। যদশ্বিনা ঊহথুর্ভুজ্যমস্তং শতারিত্রাং নাবমাতস্থিবাংসম্॥ ২১

পদার্থ :—(অশ্বিনৌ) হে অহোরাত্র পরিশ্রম শীল মনুষ্য! (সমুদ্রে) সমুদ্রে (তৎ-অবীরয়েথাম্) সেই কার্য্যকে বীরত্বের সহিত সম্পন্ন করিয়াছ (অনারম্ভণে) অবলম্বন রহিত (অনাস্থানে) অবস্থান করিবার স্থান শূন্য (অগ্রভণে) হস্তদ্বারা ধরিবার আশ্রয় শূন্য (যৎ) যে (শতারিত্রাম্) শত

অরিত্র যুক্ত (নাবম্ আতস্থিবাংসম্) নৌকার উপর স্বীয় সৈন্য সহিত উপবিষ্ট (ভুজ্যুম্) সৈন্যাধ্যক্ষকে (অস্তম্) নিজ গৃহে (উহথুঃ) পৌছাইয়াছ। ঋগ্বেদ ১।১১৬।৫।

বঙ্গানুবাদ :—হে কঠোর শ্রমশীল পুরুষ ! অবলম্বন শূন্য, স্থান শূন্য, আশ্রয় শূন্য সমুদ্রে বীরত্ব পূর্ণ কার্য্য করিয়াছ। শত অরিত্র যুক্ত জলযানের উপর স্বীয় সৈন্য বেষ্টিত সৈনাধ্যক্ষকে স্বদেশে পৌছাইয়াছে। ২১

স্বদেশভক্ত ২৩৮

অগ্নিশ্রিয়ো মরুতো বিশ্বকৃষ্টয়ঃ আ ত্বেষমুগ্রমব ঈমহে বয়ম্। তে স্বানিনো রুদ্রিয়া বর্ষনির্ণিজঃ সিংহা ন হ্রেষক্রতবঃ সুদানবঃ ॥ ২২

পদার্থ :—(অগ্নিশ্রিয়ঃ) অগ্নিবৎ তেজস্বী (সু-দানবঃ) অত্যন্ত (সিংহাঃ ন হ্রেষ ক্রতবঃ) সিংহ সদৃশ গর্জ্জনশীল (স্বানিনঃ) উত্তেজনা দাতা (রুদ্রিয়াঃ) ভয়ঙ্কর (বিশ্বকৃষ্টায় মরুতঃ) মরণের জন্য উদ্যত বীর (বর্ষ-নির্ণিজঃ) স্বদেশী পোষাক নির্ম্মাতা (ত্বেষং উগ্রং অবঃ) তেজোময় উগ্র সংরক্ষণ শক্তি (বয়ং আ ঈমহে) আমরা তাহাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইব। ঋগ্বেদ ৩।২৬।৫।

বঙ্গানুবাদ :- যাঁহারা স্বদেশী পোষাক নির্ম্মাতা তাঁহারা অগ্নি সমান তেজস্বী, অত্যন্ত দানশীল, সিংহতুল্য গর্জ্জনশীল, উৎসাহ দাতা, ভয়ঙ্কর এবং মরণের জন্য উদ্যত। আমরা তাঁহাদের নিকট তেজোময় উগ্র রক্ষণ শক্তি লাভ করিব। ২২

মাতৃভাষা ২৩৯

ইলা সরস্বতী মহী তিস্রো দেবীর্ময়োভুবঃ। বর্হিঃ সীদংত্বস্রিধঃ ॥ ২৩

পদার্থ : -(ইলা) মাতৃভাষা (সরস্বতী) মাতৃ সভ্যতা (মহী) মাতৃভূমি

(তিস্রঃ দেবীঃ) তিন দেবী (ময়ো ভুবঃ) কল্যাণকারিণী (বর্হিঃ) অন্তঃ-করণে (অস্রিধঃ) না ভুলিয়া (সীদন্তু) উপবিষ্ট হউক। ঋগ্বেদ ১।১৩।৯।

বঙ্গানুবাদ :—মাতৃভাষা, মাতৃসভ্যতা ও মাতৃভূমি এই তিন দেবী কল্যাণ দান করে। এই তিন দেবতা আমাদের অন্তঃকরণে স্থায়ীভাবে অবস্থান করুক। ২৩

দাম্পত্য ধর্ম্ম ২৪০ সমঞ্জন্তু বিশ্বে দেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ। সং মাতরিশ্বা সাংধাতা সমু দেষ্ট্রো দধাতু নৌ ॥ ২৩

পদার্থ :—(বিশ্বে দেবাঃ) সমস্ত বিদ্বান্‌গণ! (সমঞ্জন্তু) নিশ্চিত রূপে জানুন (নৌ) আমাদের স্বামী স্ত্রী উভয়ের (হৃদয়ানি) হৃদয় (আপঃ) জলের ন্যায় (সম্) মিলিত (মাতরিশ্বা) প্রাণবায়ু প্রিয় (সম্) প্রসন্ন (ধাতা) পরমাত্মা (সম্) মিলিত (সমুদেষ্ট্রা) উপদেষ্টা (নৌ) আমরা উভয় (দধাতু) ধারণ করি। ঋগ্বেদ ১০।৮৫।৪৭।

বঙ্গানুবাদ :– হে বিদ্বান্‌গণ! আপনারা জানিয়া রাখুন, আমাদের স্বামী স্ত্রী উভয়ের হৃদয় জলের ন্যায় পরস্পর মিলিত থাকিবে। যেমন প্রাণবায়ু আমাদের নিকট প্রিয়, পরমাত্মা যেমন সকলের প্রিয়, উপদেষ্টা যেমন শ্রোতাদের নিকট প্রিয় আমাদের একের আত্মা অন্যের প্রতি সেইরূপ প্রিয় হইবে। ২৪

——:*:——

নারী

মনোভাব ২৪১ অহং কেতুরহং মূর্ধাহমুগ্রা বিবাচনী। মমেদনু ক্রতুং পতিঃ সেহানায়া উপাচরেৎ ॥ ১

পদার্থ :—(অহং কেতুঃ) আমি জ্ঞানবতী (অহং মূর্ধা) আমি শ্রেষ্ঠ

(অহং উগ্রা বিবাচনী) আমি ধৈর্য্য শালিনী বক্তৃতা কারিণী (সেহানাম্নাঃ) শত্রু নাশিনী (পতিঃ) স্বামী (মম) আমার (অনু) অনুকূল থাকিয়া (ক্রতুং উপাচরেৎ) গৃহ কর্ম্ম সম্পাদন করুন। ঋগ্বেদ ১০।১৫৯।২।

বঙ্গানুবাদ :—আমি জ্ঞানবতী, গৃহে মুখ্য স্থানীয়া ধৈর্য্য শালিনী, বক্তৃতাকারিণী ও শত্রুনাশিনী। আমার পতি আমার অনুকূলে থাকিয়া গৃহকর্ম্ম সম্পাদন করুন। ১

বীরপুত্র ২৪২

মম পুত্রাঃ শত্রুহণোহথোমে দুহিতা বিরাট্।
উতাহমস্মি সঞ্জয়া পত্যৌ মে শ্লোক উত্তমঃ ॥ ২

পদার্থ :—(মম পুত্রাঃ) আমার পুত্রেরা (শত্রুহণঃ) শত্রুনাশী (মে) আমার (দুহিতা) কন্যা (বিরাট) তেজস্বিনী (অহম্) আমি (সঞ্জয়া অস্মি) বিজয়ী হই (মে পত্যৌ উত্তমঃ শ্লোকঃ) আমার পতির উত্তম প্রশংসা হউক। ঋগ্বেদ ১০।১৫৯।৩।

বঙ্গানুবাদ :—আমার পুত্রেরা শত্রু নাশী হউক। আমার কন্যারা তেজস্বিনী হউক। আমি বিজয়ী হইব এবং আমার পতির সুযশ হউক। ২

শিবা ২৬৩

শিবা ভব পুরুষেভ্যো গোভ্যো অশ্বেভ্যঃ শিবা।
শিবাস্মৈ সর্ব্বস্মৈ ক্ষেত্রায় শিবা ন ইহৈধি ॥ ৩

পদার্থ :—(পুরুষেভ্যঃ গোভ্যঃ অশ্বেভ্যঃ) পুরুষ, গো ও অশ্বের প্রতি (শিবা ভব) কল্যাণ কারিণী হও (নঃ) আমাদের জন্য (শিবা ইহ এধি) কল্যাণ কারিণী রূপে এখানে এস। অথর্ব্ববেদ ৩।২৮।৩।

বঙ্গানুবাদ :—পুরুষ, গো ও অশ্বজাতির প্রতি কল্যাণকারিণী হও, প্রতিগৃহের জন্য কল্যাণকারিণী হও, আমাদের জন্য কল্যাণকারিণী রূপে এখানে এস। ৩

পতিব্রতা ২৩৪

আশাসানা সৌমনসং প্রজাং সৌভাগ্যং রয়িম্।
পত্যুরনুব্রতা ভূত্বা সং নহ্যস্বামৃতায় কম্॥ ৪

পদার্থ:—(সৌমনসম্) মনের প্রসন্নতা (প্রজাম্) সন্তান (সৌভাগ্যম্) সৌভাগ্য ও (রয়িম্) ধনকে আশা করিয়া (পত্যুঃ অনুব্রতা) পতিব্রতা (ভূত্বা) হইয়া (কম্) সুখকে (অমৃতায় সং নহ্যস্ব) অমৃতের সহিত সম্বন্ধ কর। অথর্ব্ববেদ ১৪।১।৪২।

বঙ্গানুবাদ:—মনের প্রসন্নতা, সন্তান, সৌভাগ্য ও ধনের কামনা করিয়া স্ত্রী সর্ব্বদাই পতির অনুকূল আচরণ করিবে এবং মোক্ষ লাভের অনুকূল সুখ লাভ করিবে। ৪

দীর্ঘায়ু ২৩৫

পুনঃ পত্নীমগ্নিরদাদায়ুষা সহ বর্চসা। দীর্ঘায়ুরস্যা
যঃ পতির্জীবাতি শরদঃ শতম্॥ ৫

পদার্থঃ—(অগ্নিঃ) তেজস্বী পরমেশ্বর (আয়ুষা বর্চসা সহ) দীর্ঘ আয়ু ও তেজের সহিত (পত্নীং অদাৎ) পত্নীকে দিয়াছেন (অস্যাঃ পতিঃ) ইহার পতি (শরদঃ শতং জীবাতি) শত বর্ষ জীবিত থাকুক। অথর্ব্ববেদ ১৪।২।২।

বঙ্গানুবাদঃ—তেজস্বী পরমাত্মা পত্নীকে দীর্ঘ আয়ু ও তেজ দান করিয়াছেন। ইহার পতি শতবর্ষ জীবিত থাকুক। ৫

সুমঙ্গলী ২৩৬

সুমঙ্গলী প্রতরণী গৃহাণাং সুশেবাপত্যে শ্বশুরায়
শংভূঃ। স্যোনা শ্বশ্রূ‍ৈ প্র গৃহান্ বিশেমান্॥ ৬

পদার্থ:—(সুমঙ্গলী) কল্যাণময়ী (গৃহাণাং প্রতরণী) গৃহের শোভা বর্দ্ধন কারিণী (পত্যে সুশেবা) পতি সেবা পরায়ণা (শ্বশুরায় শংভূঃ) শ্বশুরের শান্তিদায়িনী (শ্বশ্রূ‍ৈ স্যোনা) শাশুরীর আনন্দদায়িনী (ইমান্ গৃহান্ প্রবিশ) এই সব গৃহে প্রবিষ্ট হও। অথর্ব্ববেদ ১৪।২।২৬।

বঙ্গানুবাদ :—হে বধূ! কল্যাণময়ী, গৃহের শোভাবর্দ্ধন কারিণী, পতি-সেবা পরায়ণা, শ্বশুরের শান্তিদায়িনী, শাশুরীর আনন্দ দায়িনী! গৃহকার্য্যে নিপুণা হও। ৬

সুখদা ২৪৭ — স্যোনা ভব শ্বশুরেভ্যঃ স্যোনা পত্যে গৃহেভ্যঃ। স্যোনাঽস্যৈ সর্বস্যৈ বিশে স্যোনা পুষ্টায়ৈষাং ভব ॥ ৭

পদার্থ :—(শ্বশুরেভ্যঃ স্যোনা ভব) শ্বশুরদের প্রতি সুখদায়িনী হও (স্যোনা পত্যো গৃহেভ্যঃ) পতির প্রতি ও গৃহের প্রতি সুখদায়িনী হও (অস্যৈ সর্বস্যৈ বিশে স্যোনা) এইসব প্রজাদের প্রতি সুখদায়িনী হও (স্যোনা এষাং পুষ্টায় ভব) ইহাদের পুষ্টির জন্য মঙ্গল দায়িনী হও। অথর্ব্ব বেদ ১৪।২।২৭।

বঙ্গানুবাদঃ—হে বধূ! শ্বশুরদের প্রতি, পতির প্রতি, গৃহের প্রতি এবং এই সব প্রজাদের প্রতি সুখদায়িনী হও। ইহাদের পুষ্টির জন্য মঙ্গল দায়িনী হও। ৭

পতিভক্তি ২৪৮ — ইয়ং নার্যুপ ব্রূতে পূল্যান্যাবপন্তিকা। দীর্ঘায়ুরস্তু মে পতির্জীবাতি শরদঃ শতম্ ॥ ৮

পদার্থঃ—(ইয়ং নারী) এই স্ত্রী (পূল্যানি আবপন্তিকা) মিলনের বীজ বপন করিয়া (উপব্রূতে) বলে (মে পতিঃ) আমার পতি (দীর্ঘায়ুঃ অস্তু শতং শরদঃ জীবাতি) দীর্ঘায়ু হউক, শতবর্ষ জীবিত থাকুক। অথর্ব্ব বেদ ১৪।২।৬৩।

বঙ্গানুবাদ :—প্রতিব্রতা স্ত্রী গৃহে মিলনের বীজ বপন করে ও বলে "আমার পতি দীর্ঘায়ু হউক, শত বর্ষ জীবিত থাকুক"। ৮

সম্রাজ্ঞী ২৪৯ — যথা সিন্ধুর্নদীনাং সাম্রাজ্যং সুষুবে বৃষা। এবা ত্বং সম্রাজ্ঞ্যেধি পত্যুরস্তং পরেত্য ॥ ৯

পদার্থ :—(যথা) যেমন (বৃষা সিন্ধুঃ) বলবান্ সমুদ্র (নদীনাং সাম্রাজ্যম্) নদীসমূহের সাম্রাজ্য (সুষুবে) উৎপন্ন করিয়াছে (এব) তেমন তুমি (পত্যুঃ অস্তং পরা ইত্য) পতিগৃহে গিয়া (ত্বং সম্রাজ্ঞী এধি) সম্রাজ্ঞী হইয়া থাক। অথর্ব্ববেদ ১৪।১।৪৩।

বঙ্গানুবাদ :—হে বধূ ! যেমন বলবান সমুদ্র নদী সমূহের উপর সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছে তুমিও তেমন পতিগৃহে গিয়া সম্রাজ্ঞী হইয়া থাক। ৯

পতিগৃহ ২৪০

সম্রাজ্ঞ্যেধি শ্বশুরেষু সম্রাজ্ঞ্যুত দেবৃষু। ননান্দুঃ সম্রাজ্ঞ্যেধি সম্রাজ্ঞ্যুত শ্বশ্র্বাঃ ॥ ১০

পদার্থঃ—(শ্বশুরেষু) শ্বশুরদের মধ্যে (উত) এবং (দেবৃষু) দেবরদের মধ্যে (ননান্দুঃ) ননদদের সহিত (উত) এবং (শ্বশ্র্বাঃ) শাশুরীর সহিত (সম্রাজ্ঞী এধি) সম্রাজ্ঞী হইয়া থাক। অথর্ব্ববেদ ১৪।১।৪৪।

বঙ্গানুবাদ :—শ্বশুরদের মধ্যে এবং দেবরদের মধ্যে, ননদ ও শাশুরীদের সঙ্গে মিলিয়া সম্রাজ্ঞী হইয়া থাক। ১০

মঙ্গলময়ী ২৪১

সুমঙ্গলী রিয়ং বধূরিমাং সমেত পশ্যত। সৌভাগ্য মস্যৈ দত্ত্বা দৌর্ভাগ্যৈর্বিপরেতন ॥ ১১

পদার্থ :—(ইয়ং বধূ) এই বধূ (সুমঙ্গলীঃ) মঙ্গলদায়িনী (সমেত) মিলিয়া (ইমাং পশ্যত) ইহাকে দেখ (অস্যৈ) ইহাকে (দত্ত্বা) দিয়া (দৌর্ভাগ্যৈঃ) দুর্ভাগ্যতা হইতে (বি পরেতন) পৃথক রাখ। অথর্ব্ববেদ ১৪।২।২৮।

বঙ্গানুবাদঃ—এই বধূ মঙ্গলময়ী, সকলে মিলিয়া ইহাকে দেখ, ইহাকে সৌভাগ্য দান করিয়া দৌর্ভাগ্য বিদূরিত কর। ১১

দম্পতি ২৪২

ইহৈব স্তং মা বি যৌষ্টং বিশ্বমায়ুর্ব্যশ্নুতম্। ক্রীড়ন্তৌ পুত্রৈর্নপ্তৃভির্মোদমানৌ স্বস্তকৌ ॥ ১২

পদার্থ :—(ইহ এব স্তম্) তোমরা উভয়ে এখানেই থাক (মা বি যৌষ্টম্) পৃথক হইও না (পুত্রৈঃ) পুত্র ও (নপ্তৃভিঃ) পৌত্রদের সহিত (ক্রীড়ন্তৌ) খেলিতে খেলিতে (স্বস্তকৌ মোদমানৌ) নিজের উত্তম গৃহে আনন্দ করিয়া (বিশ্বং আয়ুঃ) সব আয়ু (বি অশ্নুত) প্রাপ্ত হও। অথর্ব্ববেদ ১৪।১।২২।

বঙ্গানুবাদ :—হে দম্পতী ! তোমরা উভয়ে একসঙ্গেই থাক, পৃথক হইওনা। নিজের গৃহে পুত্র ও পৌত্রদের সঙ্গে খেলিয়া আনন্দ করিয়া পূর্ণ আয়ু ভোগ কর। ১২

দাম্পত্য ২৫৩

স্যোনাদ্যোনেরধি বুধ্যমানৌ হসামুদৌ মহসা মোদমানৌ। সুগূ সুপুত্রৌ সুগৃহৌ তরথো জীবাবুষসো বিভাতীঃ। ১৩

পদার্থ :—(স্যোনাৎ যোনেঃ) সুখময় গৃহে (অধি বুধ্য মানৌ) জ্ঞান লাভ করিয়া (হসা-মুদৌ) হাস্য ও আনন্দ করিয়া (মহসা মোদমানৌ) প্রেমে উভয়ে আনন্দিত থাকিয়া (সু-গূ) সুপথের পথিক (সু-পুত্রৌ) সুপুত্র লাভ করিয়া (সুগৃহৌ) উত্তম গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া (জীবৌ) জীবনকে সার্থক করিয়া (বিভাতীঃ উষসঃ) তেজস্বী উষা কালকে (তরাথঃ) অতিক্রম কর। অথর্ব্ববেদ ১৪।২।৪৩।

বঙ্গানুবাদঃ—হে দম্পতী ! শান্তি পূর্ণ গৃহে জ্ঞান লাভ করিয়া, হাস্য ও আনন্দ কর। সচ্চরিত্র পুত্র লাভ করিয়া, উত্তম গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া প্রেমানন্দে জীবনকে সার্থক কর এবং শান্তিতে জীবন অতিবাহিত কর। ১৩

প্রেম ২৫৪

অমোহমস্মি সা ত্বং সামাহমস্ম্যৃক্ত্বং দ্যৌরহং পৃথিবী ত্বম্। তাবিহ সং ভবাব প্রজামা জনয়াবহৈ॥ ১৪

পদার্থ :—(অহং অমঃ) আমি জ্ঞানী (ত্বং সা) তুমিও সেই রূপ জ্ঞানী (সাম অহং অস্মি) আমি সাম মন্ত্র (ত্বং ঋক্) তুমি ঋগ্বেদ মন্ত্র (অহং দ্যৌঃ ত্বং পৃথিবী) আমি দ্যুলোক, তুমি পৃথ্বী লোক (তৌ ইহ) এই ভাবে আমরা এখানে উভয়ে (সংভবাব) মিলিব (প্রজাং আজনাবহৈ) প্রজা উৎপন্ন করিব। অথর্ব্ববেদ ১৪।২।৭১।

বঙ্গানুবাদ :—হে স্বামিন্! আমি যেরূপ জ্ঞানী, তুমিও সেইরূপ জ্ঞানী। আমি সাম মন্ত্র, তুমি ঋগ্বেদ মন্ত্র। আমি দ্যুলোক, তুমি পৃথ্বী লোক। আমরা উভয়ে এই ভাবে মিলিয়া সন্তানোৎপাদন করিব। ১৪

শ্রেষ্ঠত্ব ২৫৫ — উত ত্বা স্ত্রী শশীয়সী পুংসো ভবতি বস্যসী। অদেবত্রাদরাধসঃ ॥ ১৫

পদার্থ :—(উত) এবং (ত্বা) বহু (শশীয়সী) পতিব্রতা (স্ত্রী) স্ত্রী (পুংসঃ) পুরুষ হইতে (বস্যসী) প্রশংসা ভাজন (অদেবত্রাৎ) সুকর্ম্ম রহিত হইতে (অরাধসঃ) ঈশ্বরোপাসনা রহিত। ঋগ্বেদ ৫ ৬১।৬।

বঙ্গানুবাদ :—এ বিষয় সুবিদিত যে বহু পতিব্রতা স্ত্রী শুভকর্ম্ম বর্জ্জিত ও ঈশ্বরোপাসনা রহিত পুরুষ হইতে অধিকতর প্রশংসা ভাজন। ১৫

যজ্ঞাধিকার ২৫৬ — যা দম্পতী সমনসা সুনুত আ চ ধাবতঃ। দেবাসো নিত্যয়াশিরা ॥ ১৬

পদার্থঃ—(দেবাসঃ) হে বিদ্বান্ গণ! (যা দম্পতী) যে পত্নী ও পতি (সমনসা সুনুতঃ) এক সঙ্গে একমনে যজ্ঞ করে (চ আ ধাবতঃ) উপাসনা দ্বারা যাহাদের মন পরমাত্মার দিকে ধাবিত হয় (নিত্যয়া আশিরা) নিত্য ঈশ্বরের আশ্রয়ে সবকার্য্য করে। ঋগ্বেদ ৮।৩১।৫।

বঙ্গানুবাদ :—হে বিদ্বান্‌গণ! যে পত্নী ও পতি একসঙ্গে একমনে যজ্ঞ করে। উপাসনা দ্বারা যাহাদের মন পরমাত্মার দিকে ধাবমান হয় তাহারা নিত্য পরমাত্মার আশ্রয়েই সব কার্য্য করে। ১৬

সুখ ২৫৭ প্রতি প্রাশর্ব্যা ইতঃ সম্যঞ্চা বর্হিরাশাতে। ন তা বাজেষু বায়তঃ ॥ ১৭

পদার্থ :—(প্রাশব্যান্ প্রতি ইতঃ) তাহারা উভয়েই নানা ভোগ্য পদার্থকে প্রাপ্ত হয় (সম্যঞ্চা বর্হিঃ আশাতে) যে পত্নী ও পতি এক সঙ্গে মিলিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করে (তা বাজেষু ন বায়তঃ) তাহারা অন্নের জন্য এদিক সেদিক ভ্রমণ করেনা। ঋগ্বেদ ৮।৩১।৬।

বঙ্গানুবাদ :—যে পত্নী ও পতি একসঙ্গে মিলিয়া যজ্ঞ করে তাহারা উভয়েই নানা ভোগ্য পদার্থ উপভোগ করে এবং অন্নের জন্য ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে না। ১৭

সন্তান ২৫৮ পুত্রিণা তা কুমারিণা বিশ্বমায়ুর্ব্যশ্নুতঃ। উভা হিরণ্য পেশসা ॥ ১৮

পদার্থ :—(তা) পত্নী ও পতি এক সঙ্গে যজ্ঞ করিলে (পুত্রিণা) পুত্র পুত্রী যুক্ত হন (কুমারিণা) কুমার কুমারী যুক্ত হন (বিশ্বে আয়ুঃ ব্যশ্নুতঃ) পূর্ণ আয়ুকে ভোগ করে (উভা হিরণ্য পেশসা) উভয়ে নিষ্কলঙ্ক চরিত্ররূপ স্বর্ণ ভূষণে দাপ্যমান হন। ঋগ্বেদ ৮।৩১।৮।

বঙ্গানুবাদ :—একসঙ্গে মিলিয়া যজ্ঞ করিলে পত্নী ও পতির পুত্র পুত্রী, কুমার কুমারী লাভ হয়। তাঁহারা পূর্ণ আয়ু ভোগ করেন এবং উভয়ে নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের স্বর্ণ ভূষণে দীপ্যমান হন। ১৮

পাণিগ্রহণ ২৫৯ গৃহ্ণামি তে সৌভগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টির্যথাসঃ। ভগো অর্য্যমা সবিতা পুরন্ধির্মহ্যং ত্বাদুর্গার্হপত্যায় দেবাঃ ॥ ১৯

পদার্থ :—(সৌভগত্বায়) ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির জন্য (হস্তম্) হস্ত (গৃহ্ণামি) গ্রহণ করিতেছি (ময়া পত্যা) আমি পতির সঙ্গে (জরদষ্টি) বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত

সুখপূর্ব্বক (অসঃ) নিবাস কর (ভগঃ) ঈশ্বর (পুরন্ধিঃ) কল্যাণদাতা (অর্য্যমা) ন্যায়কারী (সবিতা) স্রষ্টা পরমাত্মা (দেবাঃ) বিদ্বানেরা (ত্বা) তোমাকে (মহ্যম্) আমার জন্য (অদুঃ) সমর্পিত করিতেছেন। অথর্ব্ববেদ ১৪।১।৫০।

বঙ্গানুবাদঃ—হে বরাননে ! আমি ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির জন্য তোমার পাণি-গ্রহণ করিতেছি। আমি পতি—আমার সহিত তুমি বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত সুখে বাস কর। মঙ্গলময়, ন্যায়কারী, জগৎ স্রষ্টা পরমাত্মা এবং বিদ্বানেরা তোমাকে আমার নিকট সমর্পণ করিতেছেন। ১৯

ধর্ম্মপত্নী ২৬০

ভগস্তে হস্তমগ্রহীৎ সবিতা হস্তমগ্রহীৎ। পত্নী
ত্বমসি ধর্ম্মণাহং গৃহপতিস্তব ॥ ২০

পদার্থ :—(ভগঃ) ঐশ্বর্য্য যুক্ত আমি (তে হস্তং অগ্রহীৎ) তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছি (সবিতা) ধর্ম্ম পথের পথিক (তে হস্তং অগ্রহীৎ) তোমর পাণি-গ্রহণ করিয়াছি (ত্বম্) তুমি (ধর্ম্মণা) ধর্ম্ম সাক্ষ্য করিয়া (পত্নী অসি) আমার পত্নী (অহম্) আমি (তব) তোমার (গৃহপতিঃ) স্বামী। অথর্ব্ববেদ ১৪।১।৫১।

বঙ্গানুবাদ :—হে বরাননে ! আমি ঐশ্বর্য্যযুক্ত হইয়া তোমার পাণি-গ্রহণ করিয়াছি, ধর্ম্ম সাক্ষ্য করিয়া তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছি। ধর্ম্মতঃ তুমি আমার পত্নী, আমি তোমার স্বামী। ২০

পোষ্য ২৬১

মমেয়মস্তু পোষ্যা মহ্যং ত্বাদাদ্বৃহস্পতিঃ। ময়া
পত্যা প্রজাবতি সংজীব শরদঃ শতম্ ॥ ২১

পদার্থ :—(ইয়ম্) এই পত্নী (মম পোষ্যা অস্তু) আমার পোষ্যা হউক (বৃহস্পতিঃ) পরমাত্মা (ত্বা) তোমাকে (মহ্যম্) আমার নিকট (অদাৎ) দিয়াছেন (প্রজাবতি) হে সন্তান বতী ! (ময়া পত্যা) আমি পতির সহিত (শরদঃ শতম্) শত বৎসর (সংজীব) শান্তিতে জীবিত থাক। অথর্ব্ব ১৪।১।৫২।

বঙ্গানুবাদঃ—এই পত্নীর আমিই ভরণপোষণ করি। পরমাত্মা তোমাকে আমার হাতে দিয়াছেন।' হে সন্তানবতী! আমি তোমার পতি, আমার সহিত শত বর্ষ শান্তিতে জীবিত থাক। ২১

অমৃত ২৬২

পূর্ণং নারি প্রভর কুম্ভমেতং ঘৃতস্য ধারামমৃতেন সংভৃতাম্। ইমাং পাতৃনমৃতেনা সমংগ্ধীষ্টা পূর্তমভি রক্ষাত্যেনাম্॥ ২২

পদার্থ ঃ—(নারি) হে স্ত্রী! (অমৃতেন) অমৃত রসদ্বারা (পূর্ণম্) পরিপূর্ণ (এতং কুম্ভম্) এই কুম্ভকে (প্রভর) ভরিয়া আন (অমৃতেন সংভৃতম্) অমৃত রস মিশ্রিত (ঘৃতস্য ধারাম্) ঘৃতধারাকে আন (পাতৃন্) পান কারীকে (অমৃতেন সমংগ্ধি) অমৃত রসে তৃপ্ত কর (ইষ্টা-পূর্তম্) ইষ্ট কামনার পূর্ত্তি (এনাং অভিরক্ষাতি) ইহার রক্ষা করিবে। অথর্ববেদ ৩।১২৮।

বঙ্গানুবাদ ঃ—হে স্ত্রী! অমৃতরসে পরিপূর্ণ এই কুম্ভকে আরও পূর্ণ করিয়া আন, অমৃতপূর্ণ ঘৃতধারাকে আন, পিপাসুকে অমৃত রসে তৃপ্ত কর। ইষ্ট কামনার পূর্ত্তি গৃহকে রক্ষা করিবে। ২২

সম্রাজ্ঞী ২৬৩

সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্র্বাং ভব। ননান্দরি সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধি দেবৃষু॥ ২৩

পদার্থ ঃ—(শ্বশুরে সম্রাজ্ঞী ভব) শ্বশুরের নিকট সম্রাজ্ঞী হও (শ্বশ্র্বাং সম্রাজ্ঞী ভব) শাশুরীর নিকট সম্রাজ্ঞী হও (ননান্দরি সম্রাজ্ঞী) ননদের নিকট সম্রাজ্ঞী হও (দেবৃষু সম্রাজ্ঞী অধি ভব) দেবরদের নিকট সম্রাজ্ঞীর অধিকার প্রাপ্ত হও। ঋগ্বেদ ১০।৮৫।৪৬।

বঙ্গানুবাদ ঃ—হে স্ত্রী! শ্বশুরের নিকট সম্রাজ্ঞী হও, শাশুরীর নিকট সম্রাজ্ঞী হও, ননন্দার নিকট সম্রাজ্ঞী হও এবং দেবরদের নিকট সম্রাজ্ঞীর অধিকার প্রাপ্ত হও। ২৩
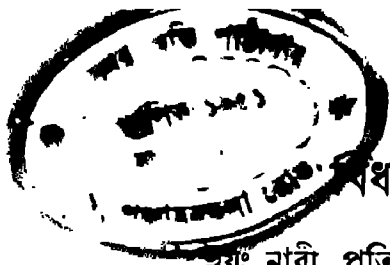
বিধবা-বিবাহ

ইয়ং নারী পতি লোকং বৃণানা নিপদ্যত উপত্বা মর্ত্য প্রেতম্। ধর্মং পুরাণমনু পালয়ন্তী তস্যৈ প্রজাং দ্রবিণং চেহ ধেহি॥ ১

পদার্থ :—(মর্ত্য) হে মনুষ্য! (ইয়ং নারী) এই স্ত্রী (পতিলোকম্) পতি লোককে অর্থাৎ বৈবাহিক অবস্থাকে (বৃণানা) কামনা করিয়া (প্রেতম্) মৃত পতির (অনু) পরে (উপ ত্বা) তোমার নিকট (নিপদ্যতে) আসিতেছে (পুরাণম্) সনাতন (ধর্ম্মম্) ধর্ম্মকে (পালয়ন্তী) পালন করিয়া (তস্য) তাহার জন্য (ইহ) এই লোকে (প্রজাম্) সন্তানকে (দ্রবিণং চ) এবং ধনকে (ধেহি) ধারণ করাও। অথর্ব্ববেদ ১৮।৩।১।

বঙ্গানুবাদ :—হে মনুষ্য! এই স্ত্রী পুনর্বিবাহের আকাঙ্ক্ষা করিয়া মৃত পতির পরে তোমার নিকট আসিয়াছে। সে সনাতন ধর্ম্মের পালয়িত্রী। তাহার জন্য ইহলোকে সন্তান ও ধন দান কর। ১

তৈত্তিরীয় আরণ্যক :—ইয়ং নারী পতিলোকং বৃণানা নিপদ্যত উপত্বা মর্ত্য প্রেতম্। বিশ্বং পুরাণ মনু পালয়ন্তা তস্যৈ প্রজাং দ্রবিণং চেহ ধেহি॥ তৈঃ আঃ ৬।১।১৩।

সায়ণ ভাষ্য :—হে (মর্ত্য) মনুষ্য! যা (নারী) মৃতস্য তব ভার্য্যা, সা (পতি লোকম্) (বৃণানা) কাময়মানা (প্রেতং মৃতং, ত্বাং, উপনিপদ্যতে) সমীপে নিতরাং প্রাপ্নোতি। কীদৃশী (পুরাণং, বিশ্বম্) অনাদি কাল প্রবৃত্তং কৃৎস্নং স্ত্রী ধর্ম্মং (অনুপালয়ন্তী) অনুক্রমেণ পালয়ন্তী (তস্যৈ) ধর্ম্ম পত্ন্যৈ ত্বং ইহলোকে নিবাসার্থং অনুজ্ঞাং দত্বা (প্রজাম্) পুত্রাদিকং (দ্রবিণম্) ধনঞ্চ (ধেহি) সম্পাদয়॥। ১

বঙ্গানুবাদ :—হে মনুষ্য! মৃত পতির এই স্ত্রী তোমার ভার্য্যা। সে

পতি-গৃহের কামনা করিয়া মৃত পতির পরে তোমাকে প্রাপ্ত হইতেছে। কিরূপ ভাবে? অনাদি কাল হইতে সম্পূর্ণ স্ত্রী ধর্ম্মকে ক্রমানুসারে পালন করিয়া। সেই ধর্ম্ম-পত্নীকে তুমি ইহলোকে নিবাসের আজ্ঞা দিয়া পুত্রাদি সন্তান ও ধনের প্রাপ্তি করাও। ১

বিধবা বিবাহ ২৭৫

উদীর্ষ্ব নার্য্যভি জীবলোকং গতাসুমেতমুপশেষ এহি। হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভি সংবভূব ॥ ২

পদার্থ :—(নারি) হে স্ত্রী! তুমি (এতং গতাসুম্) এই গত প্রাণ পতির নিকট (উপশেষে) শয়ন করিয়া আছে (জীবলোকং অভি উদীর্ষ্ব) জীবিত মনুষ্যদের স্থানে উঠিয়া এস (এহি) এখানে এস (তব) তোমার (হস্তগ্রাভস্য দিধিষোঃ) পাণিগ্রহণকারী (পত্যুঃ) পতির সঙ্গে (ইদং জনিত্বম্) এই পরিমাণে পত্নীত্ব (অভি সংবভূব) উৎপন্ন হইল। ঋগ্বেদ ১০।১৮।৮ ; অথর্ব্ববেদ ১৮।৩।২।

বঙ্গানুবাদ :—হে স্ত্রী! তুমি এই মৃত পতির পার্শ্বে কেন শয়ন করিয়া আছে। ওখান হইতে উঠিয়া জীবিত মনুষ্যদের নিকটে এখানে এস। তোমার পাণিগ্রহণকারী পতির সঙ্গে সেই পত্নীত্ব টুকুই জন্মিল। ২

সায়ণ ভাষ্য :—হে (নারি) মৃতস্য পত্নী (জীবলোকম্) জীবানাং পুত্র পৌত্রাণাং স্থানং লোকং গৃহমভি লক্ষ্য (উদীর্ষ্ব) অস্মাৎ স্থানাৎ উত্তিষ্ঠ (গতাসুম্) অপক্রান্ত প্রাণং (এতম্) পতিং (উপশেষে) তস্য সমীপে স্বপিষি তস্মাৎ ত্বং (এহি) আগচ্ছ। যস্মাৎ ত্বং (হস্তগ্রাভস্য) পাণিগ্রাহং কুর্ব্বতঃ (দিধিষোঃ) গর্ভস্য নিধাতুঃ (তব) অস্য (পত্যুঃ) সম্বন্ধাদাগতং (ইদম্) (জনিত্বম্) জায়াত্বং অভিলক্ষ্য (সম্বভূব) সম্ভূতাসি অনুসরণং নিশ্চয়ং অকার্ষীঃ অস্মাদাগচ্ছ। ২

বঙ্গানুবাদ :—হে মৃতপতির পত্নী! জীবিত পুত্রপৌত্রের লোক

অর্থাৎ গৃহের কামনা করিয়া এস্থান হইতে উঠ। মৃত পতির পার্শ্বে তুমি শয়ন করিয়াছ, ওখান হইতে এখানে এস। এ তোমার পাণিগ্রহণ কারী ও গর্ভ ধারণকারী পতির সম্বন্ধ হেতু আগত। ইহার স্ত্রী হইবার ইচ্ছা করিয়া তুমি নিশ্চিতরূপে অনুসরণ কর—এজন্য এস। ২

তৈত্তিরীয় অরণ্যকে (অ ৬।১।১৪) এই মন্ত্রটী ঠিক এইভাবেই আছে। তাহার ভাষ্য সায়ণাচার্য্য এইরূপ করিতেছেন :—হে (নারি) ত্বং (ইতাসুম) গত প্রাণং (এতম্) পতিং (উপশেষে) উপেত্য শয়নং করোষি (উদীর্ষ্ব) অস্মাৎ পতি সমীপাদুত্তিষ্ঠ (জীবলোকমভি) জীবন্তং প্রাণসমূহমভি লক্ষ্য (এহি) আগচ্ছ। (ত্বম্) (হস্ত গ্রাভস্য) পাণিগ্রাহবতঃ (দিধিষোঃ) পুনর্ব্বিবাহেচ্ছোঃ (পত্যুঃ) এতৎ (জানিত্বম্) জায়াত্বং (অভিসম্বভূব) আভিমুখ্যেন সম্যক্ প্রাপ্নুহি।" অর্থাৎ হে নারী! তুমি এই মৃতপতির পার্শ্বে শয়ন করিয়া আছ। এই পতির নিকট হইতে উঠ। জীবিত পুরুষের কামনা করিয়া এস এবং পাণিগ্রহণকারী পুনর্বিবাহের অভিলাষী এই পতিকে জায়াত্বের সহিত ভালভাবে প্রাপ্ত হও। ২

পঞ্চ মহাযজ্ঞ

ব্রহ্মযজ্ঞ ২৬৬ — যুঞ্জন্তি ব্রধ্নমরুষং চরন্তং পরিতস্থুষঃ। রোচন্তে রোচনা দিবি ॥ ১

পদার্থঃ—(যুংযন্তি) যুক্ত করেন (ব্রধ্নম্) মহান্ (অরুষম্) অহিংসক (চরন্তম্) সর্ব্বজ্ঞ (পরি) সর্ব্বত্র (তস্থুষঃ) স্থিত (রোচন্তে) জ্যোতির্ম্ময় হন (রোচনা) অবিদ্যান্ধকার হইতে মুক্ত হইয়া (দিবি) পরমাত্মার জ্যোতিতে। ঋগ্বেদ ১।৬।১।

বঙ্গানুবাদঃ—বিদ্বানেরা ব্রহ্মযজ্ঞ বা উপাসনা যোগদ্বারা স্বীয় আত্মাকে মহান্, হিংসারহিত, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার সহিত যুক্ত করেন। তাঁহাদের আত্মা অবিদ্যা অন্ধকার হইতে মুক্ত হইয়া জ্যোতির্ম্ময় পরমাত্মার জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়। ১

দেবযজ্ঞ ২৬৭ সমিধাগ্নিং দুবস্যত ঘৃতৈর্ব্বোধয়াতিথিম্। অস্মিন্ হব্যা জুহোতন ॥ ২

পদার্থ :—(ঘৃতৈঃ) ঘৃতাদি শুদ্ধ দ্রব্যের সহিত (সমিধা) কাষ্ঠ দ্বারা (অতিথিম্) অগ্নিকে (বোধয়ত) প্রজ্জ্বলিত কর (অস্মিন্) অগ্নিতে (হব্যা) পুষ্টিকর, মধুর, সুগন্ধি, রোগনাশক, শুদ্ধ দ্রব্য (আ জুহোতন) বিশেষ ভাবে আহুতি দান কর (দুবস্যত) এই অগ্নিহোত্র পালন কর। যজুর্ব্বেদ ৩।১।

বঙ্গানুবাদ :—হে মনুষ্য! ঘৃতাদি শুদ্ধ দ্রব্যের সহিত কাষ্ঠ দ্বারা অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত কর। এই অগ্নিতে পুষ্টি মধুর-সুগন্ধি রোগনাশক পদার্থের বিশেষভাবে আহুতি প্রদান কর। এই দেবযজ্ঞ বা অগ্নিহোত্র পালন কর। ২

পিতৃযজ্ঞ ২৬৮ ঊর্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিস্রুতম্। স্বধাস্থ তর্পয়ত মে পিতৃন্ ॥ ৩

পদার্থ :—(মে) আমার (পিতৃন্) বিদ্বান্, জীবিত মাতাপিতা ও গুরুজনকে (ঊর্জম্) উত্তম রস (বহন্তীঃ) সুস্বাদু জল (অমৃতম্) সুমিষ্ট রোগনাশক পদার্থ (পয়ঃ) দুগ্ধ (ঘৃতম্) ঘৃত (কীলালম্) সুরন্ধিত অন্ন (পরিস্রুতম্) সুপক্ক রসাল ফল দ্বারা (তর্পয়ত) তৃপ্ত কর (স্বধাঃ) নিজের সদনে (স্থ) থাক। যজুর্ব্বেদ ২।৩৪।

বঙ্গানুবাদ :—আমরা প্রত্যেকে জীবিত মাতা পিতা, গুরু জন ও বিদ্বান্ পুরুষ দিগকে উত্তম উত্তম রস, সুস্বাদু জল, সুমিষ্ট রোগ নাশক

পদার্থ, দুগ্ধ, ঘৃত, সুরন্ধিত অন্ন ও সুপক্ক রসাল ফল দ্বারা তৃপ্ত করিব। পরধনে লোভ না করিয়া নিজধনে তৃপ্ত থাকিব। ৩

ইষ্টং চ বা এষ পূর্তং চ গৃহাণামশ্নাতি যঃ পূর্বোঽতিথেরশ্নাতি ॥ ৪। পয়শ্চ বা এষ রসং চ গৃহাণামশ্নাতি যঃ পূর্বোঽতিথের শ্নাতি ॥ ৫। ঊর্জাং চ বা এষ স্ফাতিং চ গৃহাণামশ্নাতি যঃ পূর্বোঽতিথেরশ্নাতি ॥ ৬। প্রজাং চ বা এষ পশূংশ্চ গৃহাণামশ্নাতি যঃ পূর্বোঽতিথেরশ্নাতি ॥ ৭ কীর্তিং চ বা এষ যশশ্চ গৃহাণামশ্নাতি যঃ পূর্বোঽতিথেরশ্নাতি ॥ ৮। শ্রিয়ং চ বা এষ সংবিদং চ গৃহাণামশ্নাতি যঃ পূর্বোঽতিথেরশ্নাতি ॥ ৯ এষ বা অতিথির্যচ্ছ্রোত্রিয়স্তস্মাৎ পূর্ব্বো নাশ্নীয়াৎ ॥ ১০। অশিতাবতিথাবশ্নীয়াদ্ যজ্ঞস্য সাত্মত্বায় যজ্ঞস্যাবিচ্ছেদায় তদ্ ব্রতম্ ॥ ১১

অতিথি যজ্ঞ ২৬৯-২৭৬

পদার্থ :—(যঃ) যে (অতিথেঃ পূর্বঃ) অতিথির পূর্ব্বে (অশ্নাতি) ভোজন করে (এষঃ) সে (গৃহাণাম্) গৃহের (ইষ্টম্) ইষ্টসুখ (চ) এবং (পূর্তম্) পূর্ণতা (ঊর্জাম্) পরাক্রম (অশ্নাতি) ভোজন করে (পয়ঃ) দুগ্ধ (চ) এবং (রসম্) রস (চ) এবং (এষঃ) সে (স্ফাতিম্) বৃদ্ধি (প্রজাম্) প্রজা (পশূন্) পশু (কীর্ত্তিম্) কীর্ত্তি (যশঃ) যশ (শ্রিয়ম্) শ্রী (সংবিদম্) জ্ঞান (যৎ শ্রোত্রিয়ঃ) যিনি বেদজ্ঞানী (এষ বৈ অতিথিঃ) তিনিই অতিথি (তস্মাৎ) এজন্য (পূর্বঃন অশ্নীয়াৎ) পূর্ব্বে ভোজন করিবেন (অশিতৌ অতিথৌ) অতিথি ভোজন করিলে পরে (অশ্নীয়াৎ) ভোজন

করিবে (যজ্ঞস্য) যজ্ঞের (সাত্মত্বায়) জীবনের জন্য (অবিচ্ছেদায়) নিরন্তর চলিবার জন্য (তৎ ব্রতম্) ইহাই নিয়ম। অথর্ব্ববেদ ৯।৬।৩।১—৮।

বঙ্গানুবাদ :—যে গৃহস্থ অতিথির পূর্ব্বে ভোজন করেন তিনি গৃহের ইষ্টসুখ, পূর্ণতা, দুগ্ধ, রস, পরাক্রম, বৃদ্ধি, সন্তান, পশু, কীর্ত্তি, যশ, শ্রী এবং জ্ঞান ভোজন করেন। যিনি বেদজ্ঞানী, তিনিই অতিথি সুতরাং অতিথির পূর্ব্বে ভোজন করিবেনা। অতিথির ভোজনের পর তিনি ভোজন করিবেন। শুভ কর্ম্মময় জীবনের জন্য এবং তাহা নিরন্তর চালাইবার জন্য ইহাইনিয়ম। ৪—১১

ভূতযজ্ঞ ২৭৭

প্রজাভ্যঃ পুষ্টিং বিভজন্ত আসতে রয়িমিব পৃষ্ঠং প্রভবংতমায়তে। অসিন্নন্দংষ্ট্রৈঃ পিতুরত্তি ভোজনং যস্তাকৃণোঃ প্রথমং সাস্যুকৃথ্যঃ। ১২

পদার্থ :—(পুষ্টিম্) পোষক ধনকে (প্রজাভ্যঃ) প্রজাদের মধ্যে (বিভজন্তঃ) বিভাগ করিয়া (আসতে) শান্তিতে বাসকরে (আয়তে) গৃহাগত সৎ পুরুষকে (পৃষ্ঠম্) ধারক ধাতা (প্রভবন্তম্) পোষক (রয়িমিব) ধনকে যেমন বিভাগ করিয়া দেওয়া হয় (অসিন্বন্) প্রত্যেক কর্ম্মশীল পুত্র (পিতুঃ) পিতৃগৃহে (দংষ্ট্রৈঃ) দন্তদ্বারা (ভোজনং অত্তি) ভোজন করে (যঃ) যে (তা) সেই কর্ম্মের (অকৃণোঃ) বিধান করিয়াছেন (সঃ) সেই তুমি (প্রথমতঃ) প্রথম (উকৃথ্যঃ অসি) পূজ্য হও। ঋগ্বেদ ২।১৩।৪।

বঙ্গানুবাদ :—যেমন গৃহে আগত সৎ পুরুষের জন্য ধারক ও পোষক ধনকে গৃহস্থ বিভাগ করিয়া দেন, পুত্র পিতৃ গৃহে যেমন ভোজন করে তেমনই হে ভগবন্! গৃহমেধী ভক্তেরা তোমার প্রদত্ত পোষক ধনকে প্রজাদের মধ্যে পরস্পর বিভাগ করিয়া নিজ নিজ গৃহে সুখে বাস করেন। যিনি এই সুখকর কর্ম্মের বিধান করিয়াছেন সেই তুমিই আমাদের একমাত্র উপাস্য দেব। ১২

প্রায়শ্চিত্ত—শুদ্ধি

শ্রী ২৭৮ ইন্দ্রং বর্ধন্তো অপ্তুরঃ কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্য্যম্।
অপঘ্নন্তো আরাব্ণঃ ॥ ১

পদার্থ :—(ইন্দ্রং বর্ধন্তঃ) ঈশ্বরের মহিমাকে বৃদ্ধি কর (অপ্তুরঃ অপঘ্নতঃ অরাব্ণঃ) স্বত্বাপহারী অনার্য্যকে সমুচিত শিক্ষা দাও (কৃণ্বন্তঃ বিশ্বম্ আর্য্যম্) বিশ্বের সকলকে আর্য্য কর। ঋগ্বেদ ৯।৬৩।৫।

বঙ্গানুবাদঃ—হে মনুষ্য! ঈশ্বরের মহিমাকে বৃদ্ধি কর, স্বত্বাপহারী অনার্য্যকে সমুচিত শিক্ষা দাও, বিশ্বের সকলকে অর্য্য কর। ১

শুদ্ধ কর ২৭৯ দৈব্যায় কর্ম্মণে শুন্ধধ্বং দেবযজ্যায়ৈ যদ্বোঽশুদ্ধাঃ
পরাজঘ্নুরিদং বস্তচ্ছুন্ধামি ॥ ২

পদার্থঃ—(দৈব্যায় কর্ম্মণে) বেদোক্ত কর্ম করিবার জন্য (শুন্ধধ্বং) শুদ্ধ হও (যৎ) যেহেতু (অশুদ্ধাঃ) অশুদ্ধ কর্ম্মাদি (বঃ) তোমাদিগকে (পরাজঘ্নুঃ) পরাজয় করিয়াছে (তৎ) এজন্য (দেবযাজ্যৈ) দেবযজ্ঞাদি কার্য্যের জন্য (শুন্ধামি) শুদ্ধি করিতেছি। যজুর্ব্বেদ ১।১৩।

বঙ্গানুবাদ :—বেদোক্ত কর্ম্ম করিবার জন্য শুদ্ধ হও। যেহেতু অশুদ্ধ কর্ম্মাদি তোমাদিগকে পরাজয় করিয়াছে এজন্য আমি তোমাদিগকে দেবযজ্ঞাদির জন্য শুদ্ধ করিতেছি। ২

পাপকর্ম্ম ২৮০ যদ্বিদ্বাংসো যদবিদ্বাংস এনাংসি চকৃমা বয়ম্। যূয়ং
নস্তস্মান্মুংচত বিশ্বেদেবাঃ সজোষসঃ ॥ ৩

পদার্থ :—(বিশ্বে দেবাঃ) বিদ্বান্ গণ! (বিদ্বাংসঃ যৎ) যাহা জ্ঞাত (যৎ অবিদ্বাংসঃ) যাহা অজ্ঞাত (এনাংসি বয়ং কৃতম্) পাপ কর্ম্ম আমরা

করিয়াছি (সজোষসঃ যূয়ম্) সমান প্রীতিযুক্ত তোমরা (তস্মাৎ) সেই পাপ হইতে (নঃ মুংচত) আমাদিকে মোচন কর। অথর্ব্ববেদ ৬।১১৫।১।

বঙ্গানুবাদ :—হে বিদ্বানগণ! জ্ঞাতই হউক বা অজ্ঞাতই হউক আমরা যে সব পাপ কর্ম্ম করিয়াছি, আমাদের সে সব হইতে মুক্ত কর কারণ তোমাদের প্রতি সকলের প্রীতিই সমান। ৩

স্বপ্ন ১৮১ যদি জাগ্রদ্যদি স্বপন্নেন এনস্যোঽকরম্। ভূতং মা তস্মাদ্ভব্যং চ দ্রুপদাদিব মুংচতাম॥ ৪

পদার্থ :—(জাগ্রৎ) জাগ্রতাবস্থায় (স্বপন্) স্বপ্নাবস্থায় (যদি) যদি (এনস্যঃ এনঃ) পাপ দ্বারা পাপ (অকরম্) করিয়া থাকি (ভূতম্) অতীত কালের (ভব্যম্) ভবিষ্যৎ কালের (দ্রুপদাৎ) কাষ্ঠ বন্ধন হইতে মোচনের ন্যায় (মা) আমাকে (মুঞ্চতাম) মোচন কর। অথর্ব্ববেদ ৬।১১৫।২।

বঙ্গানুবাদ :—জাগ্রতাবস্থায় বা স্বপ্নাবস্থায়, অতীত কালে বা ভবিষ্যৎ কালে আমি যে সব পাপ করিয়াছি, কাষ্ঠ বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়ার ন্যায় সেই সব হইতে আমাকে মুক্ত কর। ৪

স্নান ১৮২ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাত্বা মলাদিব। পূতং পবিত্রেণেবাজ্যং বিশ্বে শুংভন্তু মৈনসঃ॥ ৫

পদার্থ :—(দ্রুপদাৎ মুমুচানঃ ইব) কাষ্ঠ বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার ন্যায় (স্বিন্নঃ স্নাত্বা মলাৎ ইব) জলে ডুব দিয়া স্নান করিলে মল হইতে যেরূপ শুদ্ধ হয় (পবিত্রেণ পূতং আজ্যং ইব) সাঁকনী দ্বারা শুদ্ধ ঘৃতের ন্যায় (বিশ্বে) সব ধর্ম্মাত্মারা (এনসঃ) পাপ হইতে (মা শুংভংতু) আমাকে শুদ্ধ করুন। অথর্ব্ববেদ ৬।১১৫।৩।

বঙ্গানুবাদ: —কাষ্ঠ বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়ার ন্যায়, জলে ডুব দিয়া স্নান

করিলে মল হইতে যেরূপ শুদ্ধ হওয়া যায় এবং সাঁকনী দ্বারা ঘৃত যেরূপ শুদ্ধ হয়, সব ধর্ম্মাত্মারা আমাকে সেইরূপ শুদ্ধ করুন। ৫

ব্রহ্মতেজ ২৮৩

বৈশ্বদেবীং বর্চসে আরভধ্বং শুদ্ধা ভবন্ত শুচয়ঃ পাবকাঃ। অতি ক্রামন্তো দুরিতা পদানি শতং হিমাঃ সর্ববীরাঃ মদেম ॥ ৬

পদার্থ :—(বর্চসে) ব্রহ্মতেজ প্রাপ্তির জন্য (বৈশ্বদেবীং আরভধ্বম্) সর্ব্বগুণের অভ্যাস আরম্ভ কর (শুদ্ধাঃ শুচয়ঃ) নিজেরা শুদ্ধ পবিত্র হইয়া (পাবকাঃ ভবন্তঃ) অন্যকে পবিত্র করিতে পারিবে (দুরানি পদানি অতিক্রামন্তঃ) পাপ অবস্থাকে দূরে ঠেলিয়া (সর্ববীরাঃ শতং হিমাঃ মদেম) পূর্ণ বীর হইয়া শতবর্ষ সুখ ভোগ কর। অথর্ব্ব বেদ ১২।২।২৮।

বঙ্গানুবাদ :—ব্রহ্মতেজ প্রাপ্তির জন্য সর্ব্বগুণের অভ্যাস আরম্ভ কর। নিজেরা শুদ্ধ পবিত্র হইলে অন্যকে পাবত্র করিতে পারিবে। পাপ অবস্থাকে দূরে ঠেলিয়া পূর্ণ বীর হইয়া শত বর্ষ সুখ ভোগ কর। ৬

শুদ্ধি দাতা ২৮৪

পবমানঃ পুনাতু মা ক্রত্বে দক্ষায় জীবসে। অথো অরিষ্টতাতয়ে ॥ ৭

পদার্থ :—(পবমানঃ) শুদ্ধিদাতা পরমাত্মা (মা) আমাকে (ক্রত্বে) পুরুষার্থের জন্য (দক্ষায়) বলবৃদ্ধির জন্য (জীবসে) দীর্ঘায়ু লাভের জন্য (অথো অরিষ্ট-তাতয়ে) এবং কল্যাণ প্রাপ্তির জন্য (পুনাতু) পবিত্র করুন। অথর্ব্ববেদ ৬।১৯।২।

বঙ্গানুবাদ :—পুরুষার্থের জন্য, বলবৃদ্ধির জন্য, দীর্ঘায়ু লাভের জন্য এবং কল্যাণ প্রাপ্তির জন্য শুদ্ধিদাতা পরমাত্মা আমাকে পবিত্র করুন। ৭

দেবজন ২৮৫

পুনন্তু মা দেবজনাঃ পুনন্তু মনবো ধিয়া। পুনন্তু বিশ্বা ভূতানি পবমানঃ পুনাতু মা ॥ ৮

পদার্থ :—(দেবজনাঃ) বিদ্বান্ পুরুষেরা (মা) আমাকে (পুনন্তু) পবিত্র করুন (মনবঃ) মননশীল পুরুষেরা (ধিয়া) বুদ্ধি দ্বারা (বিশ্বা ভূতানি) সব প্রাণী (পবমানঃ) পাবক পরমাত্মা (পুনাতু মা) আমাকে পবিত্র করুন। অথর্ব্ববেদ ৬।১৯।১।

বঙ্গানুবাদ :—বিদ্বান্ পুরুষেরা আমাকে পবিত্র করুন। মননশীল পুরুষেরা বুদ্ধি দ্বারা আমাকে পবিত্র করুন। প্রাণী মাত্রই আমাকে পবিত্র করুক, পবিত্রতাময় পরমাত্মা আমাকে পবিত্র করুন। ৮

উন্নত ২৮৬

উতদেবা অবহিতং দেবা উন্নয়থা পুনঃ। উতাগ
শ্চক্রুষং দেবা দেবা জীবয়থা পুনঃ॥ ৯

পদার্থঃ—(দেবাঃ দেবাঃ) হে শ্রেষ্ঠ বিদ্বান্গণ! (অবহিতম্) অধোগত মনুষ্যকে (উন্নয়থা) উন্নত করিতেছ (আগঃ চক্রুষম্) অপরাধকারীকে (উত) পুনরায় (জীবয়থা) জীবন দান কর। অথর্ব্ববেদ ৪।১৩।১।

বঙ্গানুবাদঃ—হে মনস্বী বিদ্বান্গণ! অধঃ পতিত মানবগণকে উপরে উঠাও, পাপীদিগকে উৎকৃষ্ট জীবন দান কর। ৯

দুষ্কৃতি ২৮৭

যদাশসা নিঃশসাঽভিশসো পারিম জাগ্রতো
যৎস্বপন্তঃ। অগ্নির্বিশ্বান্যপ দুষ্কৃতান্য জুষ্টান্যারে
অস্মদ্দধাতুঃ॥ ১০

পদার্থ :—(আশসা) আশার জন্য (নিঃশসা) দোষের জন্য (অভিশসা) কুসংস্কারের জন্য (জাগ্রতঃ স্বপন্তঃ) স্বপ্নে ও জাগরণে (যদ্ যদ্ উপারিম) যে যে দোষ আমরা করিয়াছি (অ-জুষ্টানি) অশিষ্ট (বিশ্বানি দুষ্কৃতানি) সব দুরাচার (অগ্নিঃ) তেজস্বী পরমাত্মা (অস্মদ্ আরে) আমাদের নিকট হইতে দূরে (অপ দধাতু) রাখুন। ঋগ্বেদ ১০।১৬৪।৩।

বঙ্গানুবাদঃ—আশার জন্য, দোষের জন্য বা কুসংস্কারের জন্য জাগরণে

বা স্বপ্নে যে যে পাপ করিয়াছি সে সব অন্যায় অনাচারকে হে তেজস্বী পরমাত্মন! আমাদের সকলের নিকট হইতে দূর কর। ১০

ছিদ্র
২৮৮

> যন্মে ছিদ্রং চক্ষুষো হৃদয়স্য মনসো বাহতিতৃণ্ণম্ বৃহস্পতির্মে তদ্দধাতু। শং নো ভবতু ভুবনস্য যস্পতিঃ॥ ১১

পদার্থঃ—(যৎ) যাহা (মে) আমার (চক্ষুষঃ) চক্ষুর (হৃদয়স্য) হৃদয়ের (বা মনস্য) এবং মনের (অতি-তৃণ্ণম্) অত্যন্ত বিস্তৃত (ছিদ্রম্) ছিদ্র (তৎ) তাহাকে (মে) আমার (বৃহস্পতিঃ) পরমাত্মা (দধাতু) ঠিক করুন (যঃ) যিনি (ভুবনস্য পতিঃ) জগদীশ্বর (নঃ) আমাদের (শম্) কল্যাণকারী (ভবতু) হউন। যজুর্বেদ ৩৬।২।

বঙ্গানুবাদঃ—আমার চক্ষুর, হৃদয়ের বা মনের যে সব বৃহৎ ত্রুটি আছে, পরমাত্মা সে সব শোধন করুন। যিনি জগতের ঈশ্বর তিনি আমাদের কল্যাণ করুন। ১১

চিত্তশুদ্ধি
২৮৯

> পরোপেহি মনস্পাপ কিমশস্তানি শংসসি। পরেহি ন ত্বা কাময়ে বৃক্ষাং বনানি সং চর গৃহেষু গোষু মে মনঃ॥ ১২

পদার্থঃ—(মনঃ পাপ) হে মনের পাপ! (পরঃ) দূরে (অপেহি) অপসৃত হও (কিম্) তুমি কি (অশস্তানি) অসৎ কথা (শংসসি) বলিতেছ (পরা ইহি) দূরে যাও (ত্বা ন কাময়ে) তোমাকে আমি চাইনা (বৃক্ষান্ বনানি) বৃক্ষে বৃক্ষে বনে বনে (সংচর) বিচরণ কর (মে মনঃ) আমার মন (গৃহেষু) গৃহে (গোষু) ও পশু পালনে। অথর্ববেদ ৬।৪৫।১।

বঙ্গানুবাদঃ—হে মানসিক পাপ! দূরে অপসৃত হও। তুমি কি অসদুপদেশ দিতেছ! দূরে যাও তোমাকে আমি চাই না। বৃক্ষে বৃক্ষে,

বনে বনে বিচরণ কর। আমার মন গৃহকার্য্যে ও পশু পালনে নিযুক্ত থাকুক। ১২

কুচিন্তা ২৯০ অপেহি মনসস্পতেঽপক্রাম পরশ্চর। পরো নির্ঋত্যা আ চক্ষ্ব বহুধা জীবতো মনঃ॥ ১৩

পদার্থ :—(মনসঃ পতে) মনের অধঃপতন কারী কুচিন্তা! (অপ এহি) দূরে যাও (অপক্রাম) দূরে অতিক্রান্ত হও (পরঃ চরঃ) দূরে চল পরঃ নির্ঋত্যাঃ) দূরের হানিকে (আচক্ষ্ব) দেখ (জীবতঃ মনঃ) জীবিত মনুষ্যের মন (বহু-ধা) বহু সামর্থ্য যুক্ত। ঋগ্বেদ ১০।১৬৪।১।

বঙ্গানুবাদ :—হে মানসিক অধঃপতনের মূল কুচিন্তা! যাও, দূরে অপসৃত হও. দূরে চল। ভবিষ্যতের হানিকে দেখ। জীবিত মনুষ্যের মন বহু সামর্থ্যযুক্ত। ১৩

৪র্থ অধ্যায়—জ্ঞান পর্ব্ব

যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ। ব্রহ্ম রাজন্যাভ্যাঁ শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায় চারণায়। প্রিয়ো দেবানাং দক্ষিণায়ৈ দাতুরিহ ভূয়াসময়ং মে কামঃ সমৃধ্যতামুপ মাদো নমতু॥ ১

পদার্থ :—(যথা) যেমন (ইমাম্) এই (কল্যাণীম্) মঙ্গলদায়িনী (বাচম্) বেদ বাণী (ব্রহ্ম রাজন্যাভ্যাম্) ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে (শূদ্রায়) শূদ্রকে চ) এবং (অর্য্যায়) বৈশ্যকে (চ). এবং (স্বায়) নিজের স্ত্রী ও সেক-

ক্ষাদিকে (চ) এবং (অরণায়) অন্যান্য (জনেভ্যঃ) সমগ্র মানবকে (আবদানি) উপদেশ দিতেছি (প্রিয়ঃ দেবানাম্) বিদ্বান্দের যেমন প্রিয় (দক্ষিণায়ৈ) দানের জন্য (দাতুঃ) দানশীল পুরুষের (ইহ) এই সংসারে (ভূয়াসম্) প্রিয় হইয়াছি (অয়ং মে কামঃ সমৃধ্যতাম্) আমার ইচ্ছা, বেদবিদ্যার প্রচার হউক (মা অদঃ উপ নমতু) আমাকে এই পরোক্ষ সুখ প্রাপ্তি হউক। যজুর্ব্বেদ ২৬।২।

বঙ্গানুবাদ :—(পরমেশ্বর সব মনুষ্যের প্রতি উপদেশ দিতেছেন) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র, বৈশ্য, স্বীয় স্ত্রী ও সেবকাদি এবং অন্যান্য সকল মনুষ্যকেই যেমন আমি এই মঙ্গল দায়িনী বেদবাণীর উপদেশ দান করিয়াছি, তোমরাও সেইরূপ কর। যেমন বেদবাণীর উপদেশ করিয়া আমি বিদ্বান্দের প্রিয় হইয়াছি তোমরাও সেইরূপ হও। দানের জন্য আমি এই সংসারে দানশীল পুরুষদের যেমন প্রিয় হইয়াছি তোমরাও সেইরূপ হও। আমার ইচ্ছা বেদবিদ্যার প্রচার বৃদ্ধি হউক। আমার মধ্যে যেমন সর্ব্ববিদ্যাহেতু সুখ রহিয়াছে তোমরাও সেইরূপ বিদ্যার গ্রহণ ও প্রচার দ্বারা মোক্ষ সুখ লাভ কর। ১

ত্রয়স্ত্রিংশ দেব ২১২

ত্রয়াস্ত্রিংশতাস্তুবত ভূতান্য শাম্যন্ প্রজাপতিঃ।
পরমেষ্ঠ্যধিপতিরাসীৎ ॥ ২

পদার্থ :—(ভূতানি অশামান্) যাঁহার প্রভাবে গতিশীল প্রকৃতি শান্ত হয় (প্রজাপতিঃ) যিনি প্রজা পালক (পরমেষ্ঠী) আকাশে ব্যাপক পরমেশ্বর (অধিপতিঃ) অধিষ্ঠাতা (ত্রয়স্ত্রিংশতা) তাঁহার মহাভূতের ত্রয়স্ত্রিংশ গুণের (অস্তুবত) কীর্ত্তন কর। যজুর্ব্বেদ ১৪।৩১।

বঙ্গানুবাদ :—প্রকৃতির শাসক, প্রজার পালক, সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বাধিপতি পরমাত্মার তেত্রিশ ভৌতিক দেব শক্তির অনুশীলন কর। ২

শতপথ ব্রাহ্মণ :—শতপথ ব্রাহ্মণে (কাঃ ১৪ অঃ ৫) যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি

শাকল্যকে বলিতেছেন :—দেবতা ৩৩টী, ইহারা পরমেশ্বরের মহিমাকে প্রকাশ করিতেছে। ৮ বসু, ১১ রুদ্র, ১২ আদিত্য, ইন্দ্র ও প্রজাপতি এই ৩৩ দেবতা। অগ্নি (Heated Cosmic Bodies), পৃথিবী (Planets), বায়ু (Atmospheres), অন্তরিক্ষ (Superterrestrial Space), আদিত্য (Suns), দ্যৌঃ (Rays of ethereal Space), চন্দ্র (Satellites) ও নক্ষত্র (Stars)—এই অষ্ট বসু। প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান, উদান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকল, দেবদত্ত, ধনঞ্জয় এই দশ প্রাণ (Nervanric Forces) এবং জীবাত্মা (The Human Spirit) একত্রে এই একাদশ রুদ্র। ১২ মাসকে দ্বাদশ আদিত্য বলে। ইন্দ্র অর্থাৎ বিদ্যুৎ (Electricity or Force)। প্রজাপতি অর্থাৎ যজ্ঞ বা শুভকর্ম্ম।

পৃথিবীর গতি
২৯৩

অহস্তা যদপদী বর্ধত ক্ষা শচীভির্বেদ্যানাম্।
শুষ্ণং পরিপ্রদাক্ষিণিদ্ বিশ্বায়বে নিশিশ্নথঃ ॥ ৩

পদার্থ :—(ক্ষা) পৃথিবী (যদ্) যদ্যপি (অহস্তা) হস্ত রহিত (অপদী) পদশূন্য (বর্ধত) চলিতেছে (বেদ্যানাম্) জানিবার যোগ্য (শচীভিঃ) পরমাণুর শক্তি দ্বারা (শুষ্ণম্ পরি) সূর্য্যের চারিদিকে। শুষ্ণ অর্থাৎ সূর্য্য (নিরুক্ত ৫।১৬)। (প্রদক্ষিণিৎ) প্রদক্ষিণ করিয়া (বিশ্বায়বে) সব মনুষ্যের বিশ্বাসের জন্য (নিশিশথঃ) এইরূপ রচনা করিয়াছেন। ঋগ্বেদ ১০।২২।১৪।

বঙ্গানুবাদ :—পৃথিবী যদিও হস্তপদহীন তথাপি ইহা চলিতেছে, অবশ্য জ্ঞাতব্য পরমাণুর শক্তি দ্বারা সূর্য্যের চারিদিকে ইহা প্রদক্ষিণ করিতেছে। হে পরমাত্মন্! সমগ্র মানবের মধ্যে আস্তিক্য বোধ জাগাইবার জন্যই তুমি এরূপ রচনা করিয়াছে। ৩

সূর্য্যের আকর্ষণ
২৯৪

সবিতা যন্ত্রৈঃ পৃথিবী মরভ্ণাদস্কম্ভনে সবিতা দ্যামদৃংহৎ। অশ্বমিবাধুক্ষদ্ধুনিমন্তরিক্ষমতূর্তে বদ্ধং সবিতা সমুদ্রম ॥ ৪

পদার্থঃ—(সবিতা) সূর্য্য (যন্ত্রৈঃ) রজ্জুবৎ আকর্ষণ দ্বারা (পৃথিবীম্) পৃথিবীকে (অরভ্ণাৎ) বন্ধন করিয়াছে (অস্কম্ভনে) নিরাধার আকাশে (দ্যাম্ অদৃংহৎ) দ্যুলোকের অন্যান্য গ্রহকেও দৃঢ় রাখিয়াছে (অতূর্তে) অচ্ছেদ্য রজ্জুতে (বদ্ধম্) আবদ্ধ (ধুনিম্) গর্জ্জনশীল (সমুদ্রম্) তীব্রগতি সম্পন্ন গ্রহকে (অন্তরিক্ষম্) নিরাধার আকাশে (অশ্বম্ ইব অধুক্ষৎ) অশ্বের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছে। ঋগ্বেদ ১০।১৪৯।১।

বঙ্গানুবাদঃ—সূর্য্য রজ্জুবৎ আকর্ষণ দ্বারা পৃথিবীকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। নিরাধার আকাশে দ্যুলোকের অন্যান্য গ্রহকেও ইহা সুদৃঢ় রাখিয়াছে। অচ্ছেদ্য আকর্ষণ রজ্জুতে আবদ্ধ, গর্জ্জনশীল, গ্রহ সমূহ নিরাধার আকাশে অশ্বের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতেছে। ৪

বর্ষচক্র ২৯৫

দ্বাদশ প্রধয়শ্চক্রমেকং ত্রীণি নভ্যানি ক উ তচ্চিকেত। তস্মিন্ৎসাকং ত্রিশতা ন শঙ্কবোঽর্পিতাঃ ষষ্ঠির্ন চলাচলাশঃ ॥ ৫

পদার্থঃ—(চক্রম্) এই বর্ষচক্রে (দ্বাদশ) দ্বাদশ (প্রধয়ঃ) প্রধি অর্থাৎ অর আছে (ত্রীণি নভ্যানি) ইহার নাভি স্থানে তিন ঋতু রহিয়াছে (কঃ উ তৎ চিকেত) এই তত্ত্বকে কে জানে (তস্মিন্ সাকম শঙ্কবঃ) সেই বর্ষের সহিত কীলক (ত্রিশতা ষষ্ঠিঃ) তিন শত ষাইট (অর্পিতাঃ) স্থাপিত (ন চলা চলাশঃ) তাহা বিচলিত হয় না। ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৪৮।

বঙ্গানুবাদঃ—বর্ষ চক্রে দ্বাদশ মাস অরের ন্যায় আবর্ত্তন করে। ইহার কেন্দ্র স্থলে গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীত এই তিন ঋতু রহিয়াছে। এই তত্ত্বকে কে জানে! এই বর্ষচক্রে ৩৬০ দিন কীলকের ন্যায় স্থাপিত। ইহার ব্যতিক্রম ঘটে না। ৫

অহোরাত্র
২৯৬

দ্বাদশারং ন হি তজ্জরায় বর্বর্তি চক্রং পরিদ্যা
মৃতস্য। আ পুত্রা অগ্নে মিথুনাসো অত্র সপ্ত
শতানি বিংশতি শ্চ স্থুতঃ ॥ ৬

পদার্থ :—(ঋতস্য) সত্য স্বরূপ কালের (চক্রম্) সম্বৎসর রূপ চক্র (দ্যাম্ পরি) আকাশের চতুর্দ্দিকে (বর্বর্তি) ঘুরিতেছে (দ্বাদশারম্) তাহাতে দ্বাদশ অর আছে (নহি তৎ জরায়) সে চক্র কখনও জীর্ণ হয় না (অগ্নে) হে পরমাত্মন্! (অত্র) এই চক্রে (পুত্রাঃ) পুত্রবৎ (সপ্ত শতানি বিংশতিঃ চ) সপ্ত শত ও বিংশতি (আতস্থুঃ) স্থির রহিয়াছে। ঋগ্বেদ ১।১৬৪।১১।

বঙ্গানুবাদঃ—সত্য স্বরূপ কালের সম্বৎসর চক্র আকাশের চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। তাহাতে দ্বাদশটী অর আছে, তাহা কখনও জীর্ণ হয় না। হে পরমাত্মন্! তোমার রচনা অদ্ভুত। এই চক্রে ৩৬০ দিন ও ৩৬০ রাত্রি ৭২০ পুত্রের ন্যায় বেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতেছে। ৬

মাধ্যাকর্ষণ
২৯৭

আকৃষ্ণেন রজসা বর্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং
মর্ত্যঞ্চ। হিরণ্ময়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি
ভুবনানি পশ্যন্ ॥ ৭

পদার্থ :—(সবিতা) সূর্য্য (কৃষ্ণেন রজসা) আকর্ষণ শক্তিযুক্ত পৃথিব্যাদি লোক লোকান্তরের সহিত। 'লোকা রজাংস্যুচ্যন্তে' নিরুক্ত। (বর্ত্তমানঃ) থাকিয়া (অমৃতং মর্ত্যং চ) নশ্বর অবিনশ্বর উভয়কে (আ নিবেশন্) নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়া (দেবঃ) এই মহান্ দেব (হিরণ্ময়েন) নিজের দিকে আকর্ষণকারী (রথেন) রথদ্বারা (ভুবনানি পশ্যন্) চারিদিকের ভুবনকে যেন দেখিতে দেখিতে (আয়াতি) গমনাগমন করে। ঋগ্বেদ ১।৩৫।২।

বঙ্গানুবাদ : - সূর্য্য আকর্ষণযুক্ত পৃথিব্যাদি লোক লোকান্তরকে সঙ্গে রাখিয়া নশ্বর অবিনশ্বর উভয় পদার্থকে নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়া এবং মাধ্যাকর্ষণ রূপ রথে চড়িয়া যেন সারা লোকান্তরকে দেখিতে দেখিতে গমন করিতেছে। ৭

ভাস্করাচার্য্য :—সিদ্ধান্ত শিরোমণি নামক জ্যোতিঃ শাস্ত্রের গোলাধ্যায়ে ভাস্করাচার্য্য (১১৫০ খৃঃ) উল্লেখ করিয়াছেন—'আকৃষ্টি শক্তিশ্চ মহী তয়া যৎ স্বস্থং গুরু স্বাভিমুখী করোতি। আকৃষ্যতে তৎ পততীব ভাতি সমে সমন্তাৎ কুরিয়ং প্রতীতিঃ॥" অর্থাৎ সর্ব্ব পদার্থের মধ্যে এক আকর্ষণ শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে, যে শক্তি দ্বারা পৃথিবী আকাশস্থ পদার্থকে নিজের দিকে লইয়া আসে। যাহাকে ইহা আকর্ষণ করে তাহা পতিত হইল বলিয়া মনে হয়।

সপ্তগ্রহ ২৯৮

অনড্বান্ দাধার পৃথিবীমুত দ্যামনড্বান্
দাধারোর্বন্তরিক্ষম্। অনড্বান্ দাধার প্রদিশঃ
ষড়ুর্বীরনড্বান্ বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ॥ ৮

পদার্থ : (অনড্বান্) এই সূর্য্য! 'অনড্বানিন্দ্রঃ' অথর্ব্ববেদ ৪।১১।২। অনড্বান্ ইন্দ্র অথাৎ সূর্য্যের এক নাম। (পৃথিবীম্ দাধার) পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছে (অনড্বান্ উত দ্যাম্ উরু অন্তরিক্ষম্) সূর্য্য দ্যুলোক এবং বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষকে (দাধার) ধারণ করিয়াছে (অনড্বান্ প্রদিশঃ দাধার) সূর্য্য দিক্ সমূহকে ধারণ করিয়াছে (অনড্বান্ ষড় উর্বীঃ) সূর্য্য অন্যান্য ছয় পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছে অথর্ব্ববেদ ৪।১১।১

বঙ্গানুবাদ :—সূর্য্য এই পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছে, এইরূপ দ্যুলোক ও বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষকে, দিক্ সমূহ ও অন্যান্য ছয় গ্রহকেও সূর্য্য ধারণ করিয়াছে। ৮

চন্দ্র ২৯৯

অত্রাহ গোরমন্বত নাম ত্বষ্টু রপীচ্যম্।
ইত্থা চন্দ্রমসো গৃহে॥ ৯

পদার্থ :—(গোঃ) গমনশীল (চন্দ্রমসঃ) চন্দ্রমার (অত্র হ গৃহে) এই গৃহেই (ত্বষ্টুঃ) সূর্য্যের (নাম) সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতি (অমন্বত) মানা হয় (ইত্থা) এই প্রকার (অপীচ্যম্) লুকায়িত আছে। ঋগ্বেদ ১।৮৪।১৫।

বঙ্গানুবাদ :—গমনশীল চন্দ্র লোকে সূর্য্যের উজ্জ্বল জ্যোতি প্রতিফলিত হয়—এইরূপ মানা হয়। ৯

ব্যোমযান ৩০০

বিমান এষ দিবো মধ্য আস্ত আপপ্রিবান্ রোদসী অন্তরিক্ষম্। সবিশ্বাচী রভি চষ্টে ঘৃতাচী রন্তরো পূর্ব্বমপরঞ্চ কেতুম্ ॥ ১০

পদার্থ :—(দিবঃ মধ্যে) আকাশের মধ্যে (এষঃ বিমানঃ আস্তে) ইহা বিমানের তুল্য বিদ্যমান (রোদসী অন্তরিক্ষম্) দ্যুলোক, পৃথিবী ও অন্তরিক্ষ এই তিনলোক (আপপ্রিবান্) ভালভাবে পরিপূর্ণ হয় (বিশ্বাচীঃ) সম্পূর্ণ বিশ্বে গতি শীল (ঘৃতাচীঃ) মেঘের উপর গতি শীল। ঘৃত—জল অর্থাৎ মেঘ। (সঃ) ব্যোমযানে অধিষ্ঠিত পুরুষ (পূর্ব্বম্) এই লোক (অপরম্ চ) এবং অন্য লোকের (অন্তরা) মধ্যে অবস্থিত (কেতুম্) জ্যোতিকে (অভিচষ্টে) সব দিক হইতে দেখে। যজুর্ব্বেদ ১৭।৫৯।

বঙ্গানুবাদ :—আকাশের মধ্যে ইহা বিমান সদৃশ বিদ্যমান। দ্যুলোক, পৃথিবী ও অন্তরিক্ষ লোক—এই ত্রিলোকে ইহার অব্যাহত গতি। ইহা সম্পূর্ণ বিশ্বে গমন করে, মেঘের উপরও বিচরণ করে। বিমানাধিষ্ঠিত পুরুষ এই লোক ও অন্য লোকের মধ্যবর্ত্তী জ্যোতিকে সব দিক হইতেই দেখে। ১০

ভক্তি ৩০১

উপত্বাগ্নে দিবে দিবে দোষাব স্তর্ধিয়া বয়ন্। নমো ভরন্ত এমসি ॥ ১১

পদার্থ :—(অগ্নে) হে পরমাত্মন্! (বয়ম্) আমরা (দিবে দিবে)

প্রতিদিন (দোষাবস্তঃ) রাত্রিতে ও দিবাভাগে (ধিয়া) বুদ্ধি ও কর্ম্মদ্বারা (নমো ভরন্তঃ) ভক্তি উপহার লইয়া (ত্বা) তোমার (উপ) নিকট (এমসি) আসিতেছি। ঋগ্বেদ ১।১।৭ ; সামবেদ—পূর্ব্বার্চিক ১।২।৪ ।

বঙ্গানুবাদ :—হে পরমাত্মন্ ! আমরা প্রত্যহ রাত্রিভাগে ও দিবাভাগে বুদ্ধি ও কর্ম্মদ্বারা ভক্তি উপহার লইয়া তোমার নিকট আসিতেছি। ১১

দান ৩০২ মা প্রগাম পথো বয়ং মা যজ্ঞাদিন্দ্র সোমিনঃ।
মান্তঃ স্থুর্নো অরাতয়ঃ ॥ ১২

পদার্থ :—(ইন্দ্র) হে পরমাত্মন্ ! (বয়ম্) আমরা (পথো মা প্রগাম) সৎ পন্থা ছাড়িয়া না চলি (সোমিনঃ) ঐশ্বর্য্যযুক্ত হইয়া (যজ্ঞাৎ) শুভ কর্ম্ম হইতে (অরাতয়ঃ) অদান ভাব (নঃ অন্তঃ মা স্থুঃ) আমাদের ভিতর না থাকে। ঋগ্বেদ ১০।৫৭।১ ; অথর্ব্ববেদ ১৩।১।৫৯ ।

বঙ্গানুবাদ :—হে পরমেশ্বর ! আমরা সৎপন্থা ছাড়িয়া যেন না চলি ; ঐশ্বর্য্যযুক্ত হইয়া শুভকর্ম্ম যেন পরিত্যোগ না করি। আমাদের মধ্যে অদান ভাব যেন না থাকে। ১২

শরণ ৩০৩ আ ত্বা রম্ভং ন জিব্রয়ো ররম্ভা শবসস্পতে।
উশ্মসি ত্বা সধস্থ আ ॥ ১৩

পদার্থ :—(শবসঃ পতে) হে সব শক্তির অধিপতি ! (জিব্রয়ঃ) বৃদ্ধ পুরুষ (রম্ভং ন) যেমন যষ্টিকে (ত্বা) তেমন তোমাকে আমি (আররম্ভ) আশ্রয় করিয়াছি (ত্বা) তোমাকে (সধস্থে) স্বস্থানে (আ) সম্মুখে (উশ্মসি) চাহিতেছি। ঋগ্বেদ ৮।৪৫।২০।

বঙ্গানুবাদ :—সর্ব্বশক্তির অধিপতি পরমাত্মন ! বৃদ্ধ পুরুষ যেমন

বৃষ্টিকে আশ্রয় করিয়া চলে আমি তেমন ভাবে তোমারই শরণ গ্রহণ করিয়াছি। তোমাকে আমাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে চাই। ১৩

হৃদয়রমণ ৩০৪

সোম রারন্ধি নো হৃদি গাবো ন যবসেষ্বা।
মর্য্য ইব স্ব ওক্যে॥ ১৪

পদার্থঃ—(গাবঃ ন যবসেষু) যব ক্ষেত্রে গরু আসিয়া যেমন আনন্দ করে (মর্য্যঃ স্ব ওক্যে ইব) মনুষ্য যেমন স্বগৃহে অবস্থান করে (ত্বম্) তুমি (নঃ হৃদি) আমাদের হৃদয়ে (আ) আসিয়া (রারন্ধি) সদা রমণ কর (সোম) হে সোম। ঋগ্বেদ ১।৯১।১৩।

বঙ্গানুবাদঃ—ধেনু শস্য ক্ষেত্রে এবং মনুষ্য স্বগৃহে যেমন আনন্দে বিচরণ করে হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদের হৃদয় ক্ষেত্রে সেইরূপ রমণ কর। ১৪

সরস্বতী ৩০৫

চোদয়িত্রী সূনৃতানাং চেতন্তী সুমতীনাম্।
যজ্ঞং দধে সরস্বতী॥ ১৫

পদার্থঃ—(সূনৃতানাম্) সত্য ও প্রিয় বাণীর (চোদয়িত্রী) প্রেরণা-দাত্রী (সুমতীনাম্) সৎ বুদ্ধির (চেতন্তী) চেতনা দাত্রী (সরস্বতী) বিদ্যা (যজ্ঞম্) শুভকর্ম্মকে (দধে) ধারণ করিয়া আছে। ঋগ্বেদ ১।৩।১১।

বঙ্গানুবাদঃ—সত্য ও প্রিয় বাণীর প্রেরণা দাত্রী এবং সৎ বুদ্ধির চেতনা দাত্রী বিদ্যা শুভ কর্ম্মকে ধারণ করিয়া আছে। ১৫

সখা ৩০৬

ত্বং নঃ সোম বিশ্বতো রক্ষা রাজন্ অঘায়ত।
ন রিষ্যেৎ ত্বাবতঃ সখা॥ ১৬

পদার্থঃ-(সোম) হে প্রেমময় পরমাত্মন্! (রাজন্) হে রাজন্

(ত্বং নঃ) তুমি আমাদিগকে (অঘায়তঃ) পাপে অনুরক্তকে (বিশ্বতঃ) চতুর্দ্দিক হইতে (রক্ষা) রক্ষা কর (ত্বাবতঃ সখা) তোমার ন্যায় সখা (নরিষ্যেৎ) কখনও বিনষ্ট হয় না। ঋগ্বেদ ১।৯১।৮।

বঙ্গানুবাদ ঃ—হে প্রেমময় পরমাত্মন্! হে রাজন্! আমাদের মধ্যে যাহারা পাপে লিপ্ত হইয়াছে তাহাদিগকে চারিদিকের পাপ হইতেই রক্ষা কর। তোমার ন্যায় সখা কখনও বিনষ্ট হয় না। ১৬.

জ্ঞানসমুদ্র ৩.৭

মহা অর্ণঃ সরস্বতী প্র চেতয়তি কেতুনা।
ধিয়ো বিশ্বা বি রাজতি॥ ১৭

পদার্থ ঃ—(সরস্বতী) জ্ঞান দেবী (কেতুনা) জ্ঞান দ্বারা (মহঃ অর্ণঃ) মহা জ্ঞান সমুদ্রকে (প্রচেতয়তি) প্রকাশিত করে (বিশ্বাঃ ধিয়ঃ) সব ধারণাবতী বুদ্ধিকে (বি রাজতি) দীপ্তি দান করে। ঋগ্বেদ ১।৩।১২।

বঙ্গানুবাদ ঃ—জ্ঞানদেবী প্রজ্ঞাশক্তি দ্বারা মহান্ জ্ঞান সমুদ্রকে প্রকাশ করে এবং ধারণাবতী বুদ্ধি সমূহকে দীপ্তি দান করে। ১৭

পিপাসা ৩.৮

অপাং মধ্যে তস্থিবান্ সং তৃষ্ণাঽবিদৎ জরিতারম্।
মৃডা সুক্ষত্র মৃডয়॥ ১৮

পদার্থ ঃ—(জরিতারম্) আমাকে স্তোতাকে (অপাং মধ্যে তস্থিবাংসম্) জলের মধ্যে উপবিষ্ট (তৃষ্ণা) পিপাসা (অবিদৎ) লাগিয়াছে (সুক্ষত্র) হে শুভ শক্তিশালী প্রভো! (মৃডা) তৃপ্ত কর (মৃডয়) সুখী কর। ঋগ্বেদ ৭।৮৯।৪।

বঙ্গানুবাদঃ—হে শুভ শক্তিশালী প্রভো! আমি তোমার সেবক, জলের মধ্যে থাকিয়াও আমি তৃষ্ণার্ত্ত। প্রভো! আমাকে তৃপ্ত কর, সুখী কর। ১৮

সিদ্ধি ৩.৯

যস্মাদৃতে ন সিধ্যতি যজ্ঞো বিপশ্চিতশ্চন।
স ধীনাং যোগমিন্বতি॥ ১৯

পদার্থ :—(যস্মাৎ ঋতে) যিনি ছাড়া (বিপশ্চিতঃ চ ন) বড় বড় বুদ্ধিমানেরও (যজ্ঞঃ) শুভ কর্ম্ম (ন সিদ্ধ্যতি) সিদ্ধ হয় না (স) সেই প্রভু (ধীনাং যোগং ইন্বতি) বুদ্ধি যোগেই ব্যাপ্ত হন। ঋগ্বেদ ১।১৮।৭।

বঙ্গানুবাদ :—যিনি ছাড়া বড় বড় বুদ্ধিমানের শুভকর্ম্মও সফল হয় না সেই প্রভুকে বুদ্ধি যোগেই লাভ করা যায়। ১৯

অমর
৩১০

তমধ্বরেষু ঈডতে দেবং মর্ত্তা অমর্ত্যম্।
যজিষ্ঠং মানুষে জনে ॥ ২০

পদার্থ :—(অধ্বরেষু) সব যজ্ঞে (মর্ত্তাঃ) মরণশীল মনুষ্য (তং অমর্ত্যং দেবম্) সেই অমর দেবকে (ইডতে) পূজা করে (মানুষে জনে) প্রত্যেক মনুষ্যের মধ্যে (যজিষ্ঠম্) পূজনীয়। ঋগ্বেদ ৫।১৪।২।

বঙ্গানুবাদ :—সব যজ্ঞে মরণশীল মনুষ্য সেই অমর দেবকেই পূজা করে। তিনি প্রত্যেক মনুষ্যেরই পূজনীয়। ২০

অদ্বিতীয়
৩১১

য এক ইৎ তমু ষ্টুহি কৃষ্টীনাং বিচর্ষণিঃ।
পতি র্জজ্ঞে বৃষক্রতুঃ ॥ ২১

পদার্থ :—(য এক ইৎ) যিনি একই (কৃষ্টীনাম্) মনুষ্যদের (বিচর্ষণিঃ) সর্ব্বদ্রষ্টা (বৃষক্রতুঃ) সর্ব্বশক্তিমান (পতিঃ) পালক (জজ্ঞে) হইয়াছেন হইয়াছেন (তং উ) তাঁহাকেই (স্তুহি) স্তুতি কর। ঋগ্বেদ ৬।৪৫।১৬।

বঙ্গানুবাদ :—যিনি এক অদ্বিতীয়, যিনি মনুষ্যদের সর্ব্বদ্রষ্টা, যিনি সর্ব্বশক্তিমান ও পালক একমাত্র তাঁহাকেই উপাসনা কর। ২১।

ব্রত
৩১২

বয়ং সোম ব্রতে তব মনস্তনূষু বিভ্রতঃ।
প্রজাবন্তঃ সচেমহি ॥ ২২

পদার্থ :—(সোম) হে সোমদেব (তনূষু) শরীরে (মনঃ) মনঃ শক্তিকে (বিভ্রতঃ) ধারণ করিয়া (বয়ম্) আমরা (তব ব্রতে) তোমার

ব্রতে (প্রজাবন্তঃ) প্রজা সহিত (সচেমহি) তোমাকে সেবা করিতেছি। ঋগ্বেদ।১০।৫৭।৬।

বঙ্গানুবাদ :—হে প্রেমময় পরমাত্মন্ ! শরীরে মানসিক শক্তিকে ধারণ করিয়া আমরা সন্তানদের সহিত তোমার ব্রতে তোমাকেই সেবা করিতেছি। ২২

মেধা ৩১৩ অহমিদ্ধি পিতুঃ পরি মেধামৃতস্য জগ্রভ। অহং সূর্য্য ইবা জনি ॥ ২৩

পদার্থ :—(অহম্ ইৎ) আমি ত (হি) নিশ্চয়ই (পিতুঃ) পিতা (ঋতস্য) ঋত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের (মেধা) ধারণাবতী বুদ্ধিকে (পরিজগ্রভ) সব দিক হইতেই গ্রহণ করিয়াছি (অহম্) আমি (সূর্য্য ইব) সূর্য্যবৎ (অজনি) হইয়াছি। ঋগ্বেদ ৮।৬।১০ ; সামবেদ—পূর্ব্বাচিক ২।২।৬।৮ ; অথর্ব্ববেদ ২০।১১৫।১।

বঙ্গানুবাদ :—আমি ত নিশ্চয়ই সত্যস্বরূপ পিতা পরমেশ্বরের ধারণা-বতী বুদ্ধিকে ধারণ করিয়াছি। এজন্য আমি সূর্য্যের সমান তেজস্বী হইয়াছি। ২৩

প্রেমাকর্ষণ ৩১৪ সদা ব ইন্দ্রশ্চকৃর্ষৎ আ উপো নু স সপর্য্যন্। ন দেবো বৃতঃ শূর ইন্দ্রঃ ॥ ২৪

পদার্থ :—(ইন্দ্রঃ) ঐশ্বর্য্যদাতা পরমেশ্বর (বঃ) তোমাদিগকে (সদা) সর্ব্বদা (আচকৃর্ষৎ) আকর্ষণ করিতেছেন (স) তিনি নিঃসন্দেহ (উ প উ) নিকটেই (স পর্য্যন্) সেবা করিয়া (শূরঃ ইন্দ্রঃ দেবঃ) সেই মহা পরাক্রান্ত দেব (ন বৃতঃ) আবৃত নয়। সামবেদ-পূর্ব্বার্চ্চিক ৩।১।১৩।

বঙ্গানুবাদ :—হে মনুষ্য ! ঐশ্বর্য্যদাতা পরমেশ্বর সর্ব্বদাই তাঁহার দিকে তোমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছেন। তিনি অতি নিকটে থাকিয়াই

তোমাদিগকে পালন পোষণ করিতেছেন—ইহা নিঃসন্দেহ। সেই মহা পরাক্রমশালী দেব গুপ্ত নয়—প্রকাশিত। ২৪

সখা ৩১৫ পবমানস্য তে বয়ং পবিত্রং অভ্যুন্দতঃ। সখিত্বং আ বৃণীমহে ॥ ২৫

পদার্থ :—(পবিত্রং অভি উন্দতঃ) পবিত্র অন্তঃকরণকে ভক্তিরসে আর্দ্র করিয়া (পবমানস্য তে) পরম পাবন তোমার (সখিত্বম্) সখ্যকে (বয়ম্) আমরা (আবৃণীমহে) বরণ করিতেছি। ঋগ্বেদ ৯।৬১।৪ ; সামবেদ উত্তরার্চ্চিক ২।১।৫।

বঙ্গানুবাদ :—আমাদের পবিত্র অন্তঃকরণকে ভক্তিরসে আর্দ্র করিয়া হে পরমপাবন! আমরা তোমাকে বরণ করিতেছি। ২৫

আমি তুমি ৩১৬ যদগ্নে স্যামহং ত্বং, ত্বং বা ঘাস্যা অহম্। স্যুষ্টে সত্যা ইহাশিষঃ ॥ ২৬

পদার্থ :—(অগ্নে) হে প্রকাশ স্বরূপ! (যৎ অহং ত্বং স্যাম্) যখন আমি তুমি হইয়া যাই (বা ঘ) কিংবা (ত্বং অহং স্যাঃ) তুমি আমি হইয়া যাও (তে ইহ আশিষঃ) তোমার এসংসারের সব আশীর্ব্বাদ (সত্যাঃ স্যুঃ) সফল হইয়া যায়। ঋগ্বেদ ৮।৪৪।২৩।

বঙ্গানুবাদ :—হে প্রকাশ স্বরূপ পরমাত্মন্! যখন আমি তুমি হইয়া যাই বা তুমি আমি হইয়া যাও, তখনই এ সংসারে তোমার সব করুণা সার্থক হয়। ২৬

আত্মা ৩১৭ অভি প্র গোপতিং গিরা, ইন্দ্রমর্চ যথাবিদে। সূনুং সত্যস্য সৎপতিম্ ॥ ২৭

পদার্থ :—(যথা বিদে) যথার্থ জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য (গোপতিম্)

ইন্দ্রিয়ের স্বামী (ইন্দ্রম্) আত্মাকে (গিরা) বাণীদ্বারা (অভি প্র অর্চ) পূর্ণ ভাবে পূজা কর (সত্যস্য সূনুম্) সত্যের পুত্র (সৎপতিম্) সত্যের পালক। ঋগ্বেদ ৮।৬৯।৪; সামবেদ পূর্ব্বার্চিক ২।২।৮।৪; অথর্ব্ববেদ ২০।৯২।১।

বঙ্গানুবাদ :—হে মনুষ্য ! যথার্থ জ্ঞান লাভের জন্য ইন্দ্রিয়ের স্বামী আত্মাকে বাণী দ্বারা পূজা কর। আত্মা সত্যের পুত্র এবং সত্যের পালক। ২৭

জ্যোতি
৩১৮

ন দক্ষিণা বি চিকিতে ন সব্যা, ন প্রাচীনমাদিত্যা
নোত পশ্চা। পাক্যাচিৎ বসবো ধীর্য্যাচিদ্,
যুষ্মানীতো অভয়ং জ্যোতিরশ্যাম্ ॥ ২৮

পদার্থ :—(ন দক্ষিণা বিচিকিতে) দক্ষিণ দিকে কিছুই দেখা যায়না (ন সব্যা) বাম দিকেও নয় (আদিত্যাঃ) হে আদিত্য দেব ! (ন প্রাচীনম্) সন্মুখেও কিছুই নয় (ন উত পশ্চা) এবং পশ্চাতেও কিছুই নয় (পাক্যাচিৎ) যতই অপরিপক্ক (ধীর্য্যাচিৎ) অধীর হই না কেন (বসবঃ) হে সর্ব্বাধার ! (যুষ্মানীতঃ) আমি তোমার নিকটে আনীত (অভয়ং জ্যোতিঃ) ভয় রহিত জ্যোতিকে (অশ্যাম্) প্রাপ্ত হইব। ঋগ্বেদ ২।২৭।১১।

বঙ্গানুবাদ :—আমার দক্ষিণে বা বামে, সন্মুখে বা পশ্চাতে কিছুই দেখিতেছি না। হে পরমাত্মন্ ! আমি যতই অনভিজ্ঞ বা অধীর হইনা কেন, আমি তোমার নিকট উপনীত হইয়াছি। আমি অভয় জ্যোতিকে প্রাপ্ত হইব। ২৮

জীবন যজ্ঞ
৩১৯

যজ্ঞস্য চক্ষুঃ প্রভৃতি মু্র্খং চ, বাচা শ্রোত্রেণ
মনসা জুহোমি। ইমং যজ্ঞং বিততং বিশ্বকর্ম্মণা-
দেবা যন্তু সুমনস্যমানাঃ ॥ ২৯

পদার্থ :—(যজ্ঞস্য) জীবন যজ্ঞের (প্রভৃতিঃ) ভরণপোষণের সাধন (চক্ষুঃ) দর্শন শক্তি (মুখং চ) এবং মুখ (বাচা শ্রোত্রেণ মনসা) বাণী, কর্ণ ও মন দ্বারা (জুহোমি) হবন করিতেছি (ইমং যজ্ঞম্) এই জীবন যজ্ঞকে (বিশ্ব কর্ম্মণা) জগৎ রচয়িতা পরমাত্মা (বিততম্) রচনা করিয়াছেন (দেবাঃ) দিব্য ভাব সমূহ (সুমনস্যমানাঃ) প্রসন্ন থাকিয়া (আ যন্তু) আসুক। অথর্ব্ববেদ ২।৩১।৫।

বঙ্গানুবাদ :—মনুষ্যের জীবন যজ্ঞের ভরণ পোষণের সাধন দর্শনশক্তি ও মুখ। বাণী, কর্ণ এবং মন দ্বারা আমি হবন করিতেছি। এই জীবন যজ্ঞকে জগৎ রচয়িতা পরমাত্মা রচনা করিয়াছেন। ইহাতে সব দিব্যভাব পুষ্ট হইয়া আমাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হউক। ২৯

জগৎ সমিধা ৩২০

ইয়ং সমিৎ পৃথিবী দ্যৌ র্দ্বিতীয়োতান্তরিক্ষং সমিধা পৃণাতি। ব্রহ্মচারী সমিধা মেখলয়া শ্রমেণ লোকাঁস্তপসা পিপর্ত্তি ।। ৩০

পদার্থ :—(ইয়ং সমিৎ) এই প্রথম সমিধা (পৃথিবী) পার্থিব জগৎ (দ্বিতীয়া দ্যৌঃ) দ্বিতীয় সমিধা আত্মিক জগৎ (উত) এবং (সমিধা) নিজের সমিধা দ্বারা (অন্তরিক্ষম্) মনোময় জগৎকে (পৃণাতি) পূর্ণ করে (ব্রহ্মচারী) ব্রহ্মচারী (সমিধা) সমিধা দ্বারা (মেখলয়া) কটিবদ্ধ হইয়া (শ্রমেণ) শ্রম দ্বারা (তপসা) তপ দ্বারা (লোকান্) মনুষ্যগণকে (পিপর্ত্তি) পূর্ণ করে। অথর্ব্ববেদ ১১।৫।৪।

বঙ্গানুবাদ :—এই প্রথম সমিধা জগৎ, দ্বিতীয় সমিধা আত্মিক জগৎ এবং তৃতীয় সমিধা মনোময় জগৎকে যেমন পূর্ণ করে ঠিক তেমনই ব্রহ্মচারী শারীরিক,মানসিক ও আত্মিক দীপ্তি দ্বারা কটিবদ্ধ ভাবে শ্রম ও তপশ্চর্য্যার সহিত মানবের পার্থিব, আত্মিক ও মানসিক অভাবের পূরণ করে। ৩০

বিপ্র ৩২১ উপহ্বরে গিরীণাঁ সংগমে চ নদীনাম্। ধিয়া বিপ্রো অজাত ॥ ৩১

পদার্থ :—(গিরীণাম্) পর্ব্বতের (উপহ্বরে) নির্জ্জন স্থানে (চ) এবং (নদীনাম্) নদীর (সংগমে) সঙ্গমে (ধিয়া) ধ্যান দ্বারা (বিপ্রঃ) মেধাবী (অজায়ত) হয়। যজুর্ব্বেদ ২৬।১৫।

বঙ্গানুবাদ :—পর্ব্বত গহ্বরে ও নদী সঙ্গমে মনুষ্য ধ্যানযোগ দ্বারা বিপ্রত্ব লাভ করে। ৩১

পঞ্চনদী ৩২২ পঞ্চ নদ্যঃ সরস্বতীমপি যন্তি সস্রোতসঃ। সরস্বতী তু পঞ্চধা সো দেশেঽভবৎ সরিৎ ॥ ৩২

পদার্থঃ—(পঞ্চ) পাঁচ (নদ্যঃ) নদী (সস্রোতসঃ) স্রোতস্বতী (সরস্বতীম্) সরস্বতীতে (অপি-যন্তি) লীন হয় (উ) এবং (সা) সেই (সরস্বতী) সরস্বতী (তু) পুনরায় (পঞ্চধা) পাঁচ প্রকারে (সরিৎ) নদী (অভবন্) হয়। যজুর্ব্বেদ ৩৪।১১।

বঙ্গানুবাদ :—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় স্রোতস্বতী নদীর ন্যায় মনোরূপী সরস্বতীতে লীন হয়। পুনরায় যথাক্রমে রূপ, শব্দ, গন্ধ রস, স্পর্শ—এই পঞ্চ বিষয়ে ধাবিত হয়। ৩২

মেধা ৩২৩ মেধামহং প্রথমাং ব্রহ্মণ্বতীং ব্রহ্ম জুতা মৃষিষ্টুতাম প্রপীতাং ব্রহ্মচারিভির্দেবানামবসে হুবে ॥ ৩৩

পদার্থ :—(প্রথমাম্) প্রকৃষ্ট (ব্রহ্মণ্বতীম্) ব্রহ্মযুক্ত (ব্রহ্মজুতাম্) ব্রহ্ম দ্বারা উদ্বুদ্ধ (ঋষি স্তুতাম্) ঋষিদের দ্বারা প্রশংসিত (ব্রহ্মচারিভিঃ) ব্রহ্মচারী দের দ্বারা (প্র-পীতাম্) বিশেষ রূপে সেবনীয়া (মেধাম্) মেধাকে (হুবে) আরাধনা করিতেছি। অথর্ব্ববেদ ৬।১০৮।২ ।

বঙ্গানুবাদ :—আমি প্রকৃষ্টা, ব্রহ্মযুক্তা, ব্রহ্ম দ্বারা উদ্বুদ্ধা, ঋষিদের দ্বারা

প্রশংসিতা এবং ব্রহ্মচারীদের দ্বারা বিশেষরূপে সেবনীয়া মেধাকে আরাধনা করি। ৩৩

অসুর
৩২৪

যাং মেধাং ঋভবো বিদুর্যাং মেধামসুরা বিদুঃ।
ঋষয়ো ভদ্রাং মেধাং যাং বিদুস্তাং ময্যা
বেশয়ামসি ॥ ৩৪

পদার্থঃ—(যাম্) যে (মেধাম্) মেধাকে (ঋভবঃ) কলাকুশল বিদ্বান্ (বিদুঃ) জানেন (যাম্) যে (মেধাম্) মেধাকে (অসুরাঃ) মেঘবিদ্যাবিৎ (বিদুঃ) জানেন (যাম্) যে (ভদ্রাম্) কল্যাণময়ী (মেধাম্) মেধাকে (ঋষয়ঃ) ঋষিরা (বিদুঃ) জানেন (তাম্) তাহাকে (ময়ি) আমার মধ্যে (আ-বেশয়ামসি) স্থাপিত করি। অথর্ব্ববেদ ৬।১১৮।৩।

বঙ্গানুবাদঃ—যে মেধাকে কলাকৌশলবিৎ বিদ্বানেরা জানেন, যে মেধাকে মেঘবিদ্যাবিৎ জ্ঞানীরা জানেন, যে কল্যাণময়ী মেধাকে ঋষিরাও জানেন, সেই মেধাকে আমার মধ্যে স্থাপন করি।৩৪

রশ্মি
৩২৫

মেধাং সায়ং মেধাং প্রাতর্মেধাং মধ্যন্দিনে পরি।
মেধাং সূর্য্যস্য রশ্মিভির্বচসা বেশয়ামহে ॥ ৩৫

পদার্থঃ—(সায়ম্) সায়ং কালে (প্রাতঃ) প্রাতঃ কালে (মধ্যন্দিনে) দ্বিপ্রহরে (সূর্য্যস্য) সূর্য্যের (রশ্মিভিঃ) রশ্মির সহিত (বচসা) বাণী দ্বারা (মেধাম্) মেধাকে (আ-বেশয়ামসি) ধারণ করি। অথর্ব্ববেদ ৬।১০৮।৫।

বঙ্গানুবাদঃ—সায়ংকালে, প্রাতঃকালে এবং দ্বিপ্রহরে সূর্য্যরশ্মির সহিত বাণী দ্বারা মেধাকে ধারণ করি। ৩৫

সূর্য্য
৩২৬

দ্যৌশ্চ ম ইদং পৃথিবী চান্তরিক্ষং চমে ব্যচঃ।
অগ্নিঃ সূর্য্য আপো মেধাং বিশ্বে দেবাশ্চ সংদদুঃ ॥৩৬

পদার্থ :—(দ্যৌঃ) দ্যুলোক (চ) এবং (পৃথিবী) পৃথ্বী লোক (চ) এবং (অন্তরিক্ষম্) অন্তরিক্ষলোক (মে) আমাকে (ইদম্) এই (ব্যচঃ) বিস্তার (অগ্নিঃ) অগ্নি (সূর্য্যঃ) সূর্য্য (আপঃ) জল (চ) এবং (বিশ্বে) সব (দেবাঃ) দিব্যগুণ (মেধাম্) মেধাকে (সংদদুঃ) ভাল ভাবে দান করিয়াছেন। অথর্ব্ববেদ ১২।১।৫৩।

বঙ্গানুবাদ :—দ্যুলোক, পৃথ্বীলোক, অন্তরিক্ষলোক, আকাশ, অগ্নি, সূর্য্য, জল ও দিব্য গুণসমূহ আমাকে মেধা দান করে। ৩৬

সত্যলাভ ৩২৭

ব্রতেন দীক্ষামাপ্নোতি দীক্ষয়াপ্নোতি দক্ষিণাম্।
দক্ষিণা শ্রদ্ধামাপ্নোতি শ্রদ্ধয়া সত্যমাপ্যতে ॥ ৩৭

পদার্থ :—(ব্রতেন) ব্রতদ্বারা (দীক্ষাম্) দীক্ষাকে (আপ্নোতি) প্রাপ্ত হয় (দীক্ষয়া) দীক্ষা দ্বারা (দক্ষিণাম্) দক্ষিণাকে (আপ্নোতি) প্রাপ্ত হয় (দক্ষিণা শ্রদ্ধাং আপ্নোতি) দক্ষিণা শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হয় (শ্রদ্ধয়া সত্যং আপ্যতে) শ্রদ্ধাদ্বারা সত্য লাভ হয়। যজুর্ব্বেদ ১৯।৩০।

বঙ্গানুবাদ :—ব্রত দ্বারা সাধক দীক্ষা লাভ করে এবং দীক্ষা দ্বারা দক্ষিণা লাভ করে। দক্ষিণা দ্বারা শ্রদ্ধা লাভ হয় এবং শ্রদ্ধায় সত্য লাভ হয়। ৩৭

রাষ্ট্র ৩২৮

ভদ্রমিচ্ছন্ত ঋষয়ঃ স্বর্বিদস্তপো দীক্ষামুপনিষেদুরগ্রে।
ততো রাষ্ট্রং বলমোজশ্চ জাতং তদস্মৈ দেবা উপসংনমন্তু ॥ ৩৮

পদার্থ :—(স্বর্বিদঃ) মুক্তিকামী (ঋষয়ঃ) ঋষিরা (ভদ্রম্) কল্যাণ (ইচ্ছন্তঃ) ইচ্ছা করিয়া (অগ্রে) প্রথমে (তপঃ) তপ (দীক্ষাম্) দীক্ষাকে (উপ নিষেদুঃ) ধারণ করিয়াছেন (ততঃ) তৎপর (রাষ্ট্রম্) রাষ্ট্র (বলম্) বল (চ) এবং (ওজঃ) ওজ (জাতম্) জন্মিল (তৎ) এজন্য (অস্মৈ) ইহাকে

(দেবাঃ) বিদ্বানেরা (উপসংনমন্ত) সাদরে ধারণ করেন। অথর্ব্ববেদ ১৯।৪১।১।

বঙ্গানুবাদ :—মুক্তিকামী ঋষিরা দেশের কল্যাণকামনা করিয়া প্রথমে তপ ও দীক্ষাকে ধারণ করেন ; পরে রাষ্ট্র, বল ও ওজঃ সৃষ্টি হয়। এজন্য এই পন্থাকেই বিদ্বানেরা সাদরে অবলম্বন করে। ৩৮

সপ্তমর্য্যাদা ৩২৯

সপ্ত মর্য্যাদাঃ কবয়স্ততক্ষুস্তাসামেকামিদভ্যং হুরো গাৎ। আয়োর্হ স্কম্ভ উপমস্য নীড়ে পথাং বিসর্গে ধরুণেষু তস্থৌ ॥ ৩৯

পদার্থ :—(কবয়ঃ) বিদ্বানেরা (সপ্ত) সাত (মর্য্যাদাঃ) মর্য্যাদাকে (ততক্ষুঃ) রচনা করিয়াছেন (তাসাম্) তাহাদের মধ্যে (একাৎ ইৎ) একটীকেও যে (অভিগাৎ) উল্লঙ্ঘন করে সে (অহুরঃ) পাপী (হ) নিশ্চিতরূপে (আয়োঃ) জীবনের (স্কম্ভম্) ভিত্তি (প্রভুঃ) প্রভু (উপমস্য) নিকটবর্ত্তী (নীড়ে) গৃহে (পথাম্) পন্থার (বিসর্গে) বিস্তারের স্থানে (ধরুণেষু) জলে (তস্থৌ) বিরাজমান। ঋগ্বেদ ১০।৫।৬।

বঙ্গানুবাদ :—বিদ্বানেরা সাতটী মর্য্যাদা রচনা করিয়াছেন। তাহাদের যে কোন একটীকেও যে উল্লঙ্ঘন করে সেই পাপী হয়। নিশ্চয়ই ইহা জীবনের ভিত্তি। প্রভু পরমাত্মা নিকটবর্ত্তী গৃহ এই ভূমিতে, অন্তরিক্ষে এবং জলে বিদ্যমান আছেন। ৩৯

ভাবার্থ :—চৌর্য্য, কামাতুরতা, হিংসা, অসত্য, মাদকদ্রব্য সেবন, দ্যূত ক্রীড়া এবং দুর্ব্যসনে আসক্তি এই সাতটীর বিপরীত কার্য্যই সপ্ত মর্য্যাদা। ৩৯

ভিষক্ ৩৩০

দেবা যজ্ঞমতন্বত ভেষজং ভিষজাশ্বিনা। বাচা সরস্বতী ভিষগিন্দ্রায়েন্দ্রিয়াণি দধতঃ ॥ ৪০

পদার্থ :—(ইন্দ্রায়) আত্মার জন্য (ইন্দ্রিয়াণি) ইন্দ্রিয়ের (দধতঃ) ধাতা সাধকের (সরস্বতী) বিদ্যা (বাচা) বাণীদ্বারা (ভিষক্) বৈদ্যের কার্য্য করে (দেবাঃ) বিদ্বানেরা (যজ্ঞম্) যজ্ঞের (অতন্বত) বিস্তার করেন (ভিষজা) বৈদ্য (অশ্বিনা) শক্তি দ্বারা (ভেষজম্) চিকিৎসার বিস্তার করেন। যজুর্ব্বেদ ১৯।১২।

বঙ্গানুবাদঃ—আত্মার কল্যাণের জন্য ইন্দ্রিয়ের দমনকর্ত্তা সাধক বিদ্যা ও বাণী দ্বারা বৈদ্যের কার্য্য করেন। বিদ্বানেরা শুভকর্ম্মের প্রচার করেন। বৈদ্য নিজের শক্তিতে চিকিৎসার বিস্তার করেন। ৪০

কাম ৩৩১ কামেন মা কাম আগন্ হৃদয়াদ্ধৃদয়ংপরি। যদ মীষামদো মনস্তদৈতূপ মামিহ ॥ ৪১

পদার্থ :—(কামেন) কাম দ্বারা (মা) আমি (কামঃ) কাম (আগন্) প্রাপ্ত হইয়াছি (হৃদয়াৎ) হৃদয় দ্বারা (হৃদয়ম্) হৃদয় (পরি) পাইয়াছি (যৎ) যাহা (অমীষাম্) উহাদের (অদঃ) সেই (মনঃ) মন (তৎ)তাহা (মাম্) আমার (ইহ) এখানে (উপ) নিকটে (আ-এতু) আসুক। অথর্ব্ববেদ ১৯।৫২।৪।

বঙ্গানুবাদ :—কাম দ্বারা কাম এবং হৃদয় দ্বারা আমি হৃদয় লাভ করিয়াছি। সকলের মন আমার সমীপবর্ত্তী হউক। ৪১

ত্যাগ ৩৩২ আয়ুর্যজ্ঞেন কল্পতাং প্রাণো যজ্ঞেন কল্পতাং চক্ষু যজ্ঞেন কল্পতাঁ৺ শ্রোত্রং যজ্ঞেন কল্পতাং পৃষ্ঠং যজ্ঞেন কল্পতাম্। যজ্ঞো যজ্ঞেন কল্পতাং প্রজাপতেঃ প্রজা অভূম স্বর্দেব অগন্মামৃতা অভূম ॥ ৪২

পদার্থ :—(আয়ুঃ) জীবন (যজ্ঞেন) ত্যাগ দ্বারা (কল্পতাম্) সামর্থ্য

যুক্ত হউক (প্রাণঃ) প্রাণ (চক্ষুঃ) চক্ষু (শ্রোত্রম্), কর্ণ (পৃষ্ঠম্) পৃষ্ঠ (যজ্ঞঃ) শুভকর্ম্ম (যজ্ঞেন কল্পতাম্) ত্যাগ দ্বারা সামর্থ্য যুক্ত হউক (প্রজাপতেঃ) পরমাত্মার (প্রজাঃ) প্রজা (অভূম) আমরা হইব (দেবাঃ) বিদ্বানেরা (স্বঃ) উত্তমগতি (অগন্ম) প্রাপ্ত হউন (অমৃতাঃ) অমর (অভূম) হউন। যজুর্ব্বেদ ৯।২১।

বঙ্গানুবাদ ঃ—আয়ু, প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, পৃষ্ঠ এবং যজ্ঞ স্বার্থত্যাগ দ্বারা সামর্থ্যযুক্ত হউক। আমরা পরমাত্মার প্রজা। বিদ্বানেরা উত্তমগতি প্রাপ্ত হউন এবং অমরত্ব লাভ করুন। ৪২

বর্ম্ম ৩৩৩

বর্ম মে দ্যাবা পৃথিবী বর্মাহর্বর্ম সূর্য্যঃ। বর্ম ম ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ বর্ম ধাতা দধাতু মে ॥ ৪৩

পদার্থ ঃ—(দ্যাবা পৃথিবী) দ্যুলোক ও পৃথ্বীলোক (মে) আমাদের (বর্ম) রক্ষার সাধন (সূর্য্যঃ) সূর্য্য (অহঃ) দিন (বর্ম) রক্ষার সাধন (ইন্দ্রঃ চ অগ্নিঃ চ) বিদ্যুৎ ও অগ্নি (বর্ম) রক্ষার সাধন (ধাতা) ধারণ কর্ত্তা (বর্ম) রক্ষার সাধন (মে দধাতু) আমাকে ধারণ করুক. অথর্ব্ববেদ ৮।৫।১৮।

বঙ্গানুবাদ ঃ—দ্যুলোক ও ভূলোক আমার নিকট বর্ম্ম ; সূর্য্য, অগ্নি ও বিদ্যুৎ আমার নিকট বর্ম। ধাতা প্রভু এই সব বর্ম্মকে আমার মধ্যে স্থাপন করুন। ৪৩

ভেষজ ৩৩৪

ত্বাদত্তেভী রুদ্র শন্তমেভিঃ শতং হিমা অশীয় ভেষজেভিঃ। ব্যহস্মদ্দ্বেষো বিতরং ব্যং হো ব্যমী বাশ্চাতয়স্বা বিষূচীঃ ॥ ৪৪

পদার্থ ঃ—(রুদ্র) হে পরমাত্মন্! (ত্বাদত্তেভিঃ) তোমার প্রদত্ত (শন্তমেভিঃ) অত্যন্ত হিতকারী (ভেষজেভিঃ) ঔষধের সহায়তায় (শতং

হিগা) শত বর্ষ (অশীয়) জীবন ভোগ করিব (অস্মৎ) আমাদের মধ্যে (দ্বেষঃ) অহিতকারক (অংহ) হিংসাত্মক (বিষূচীঃ) সমস্ত শরীরে ব্যাপক (অমীবাঃ) ব্যাধিকে (বিতরম্) দূরে (বি-চাতয়স্ব) তাড়াইয়া দাও। ঋগ্বেদ ২।৩৩।২।

বঙ্গানুবাদ :—হে পরমাত্মন্! তোমার প্রদত্ত অত্যন্ত হিতকারী ঔষধের সহায়তায় আমরা শত বর্ষ জীবন ধারণ করিতে পারি। আমাদের মধ্যে অহিতকর, হিংসাত্মক ও সমগ্র শরীরে ব্যাপক ব্যাধিকে বিদূরিত কর। ৪৪

যক্ষ্মা ৩৩৫ যস্যৌষধীঃ প্রসর্পথাঙ্গমঙ্গং পরুষ্পরুঃ। ততো যক্ষ্মং বি বাধধ্ব উগ্রো মধ্যমশীরিব ।। ৪৫

পদার্থ :—(ওষধীঃ) হে ওষধি! (যস্য) যে মনুষ্যের (অঙ্গম্ অঙ্গম্) অঙ্গে অঙ্গে (পরুঃ পরুঃ) গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে (প্র-সর্পথ) প্রবেশ করিতেছ (ততঃ) তাহার মধ্যে (যক্ষ্মম্) ক্ষয় রোগকে (বি- বাধধ্বে) নষ্ট কর (ইব) যেমন (উগ্রঃ) শক্তিশালী (মধ্যম শীঃ) যুদ্ধে বীর সৈন্য। ঋগ্বেদ ১০।৯৭।১২।

বঙ্গানুবাদ :—হে ওষধি! যে ব্যক্তির অঙ্গ প্রত্যঙ্গে, গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে তুমি প্রবেশ কর, যুদ্ধক্ষেত্রে বীর সৈন্য শত্রুকে যেমন বিনাশ করে, তুমি তেমনই তাহার শরীরের মধ্যে ক্ষয় রোগকে বিনাশ কর। ৪৫

বৈদ্য ৩৩৬ যত্রৌষধীঃ সমগ্মত রাজানঃ সমিতাবিব। বিপ্রঃ স উচ্যতে ভিষগ্রক্ষোহামীবচাতনঃ ।। ৪৬

পদার্থ :—(সঃ) সেই (বিপ্রঃ) বিপ্র (ভিষগ্) বৈদ্য (উচ্যতে) কথিত হয় (রক্ষঃ হা) ব্যাধি বিনাশক (অমীব-চাতনঃ) ব্যাধি বিদূরক (যত্র) যাহাতে (ওষধীঃ) ওষধি (সমগ্মত) ভালভাবে মিলিয়া থাকে (সমিতৌ) সমিতিতে (রাজানঃ) রাজা ও পরিষদ। ঋগ্বেদ ১০।৯৭।৬।

বঙ্গানুবাদ :—সেই বিপ্রই বৈদ্য—যিনি ব্যাধিকে দূরীভূত করেন ও বিনাশ করেন, যাঁহার মস্তিষ্কে ওবধির তত্ত্বজ্ঞান সমিতিতে রাজা ও পারিষদের ন্যায় দেদীপ্যমান থাকে। ৪৬

বায়ু ৩৩৭ — দ্বাবিমৌ বাতৌ বাত অসিন্ধোরা পরাবতঃ। দক্ষং তে অন্য আবাতু ব্যহন্যো বাতু যদ্ রপঃ ॥ ৪৭

পদার্থ :—(ইমৌ) এই (দ্বৌ) দুই (বাতৌ) প্রাণ ও আপান বায়ু (বাতঃ) চলিতেছে (আ-সিন্ধোঃ) এক সমুদ্র হইতে (আপরাবতঃ) দ্বিতীয় বহু দূর প্রদেশ হইতে (অন্যঃ) এক (তে) তোমার জন্য (দক্ষম্) বল (আ-বাতু) আনে (অন্যঃ) অন্য (যদ্) যে (রপঃ) রোগ-পাপ (বি-বাতু) বাহির করে। অথর্ব্ববেদ ৪।১৩।১।

বঙ্গানুবাদ :—প্রাণ বায়ু ও অপান বায়ু দুইই প্রবাহিত হইতেছে। অপান বায়ু সমুদ্র সদৃশ গভীর ফুস ফুস হইতে আসিতেছে এবং প্রাণবায়ু দূর বায়ু মণ্ডল হইতে আসিতেছে। প্রাণবায়ু তোমার জন্য বল সঞ্চার করিতেছে এবং অপান বায়ু শরীরের রোগ পাপকে শরীর হইতে বাহির করিতেছে। ৪৭

সূর্য্য ৩৩৮ — অয়মগ্নি রুপসদ্য ইহ সূর্য্য উদেতু তে। উদেহি মৃত্যোর্গম্ভীরাৎ কৃষ্ণাচ্চিৎ তমসস্পরি ॥ ৪৮

পদার্থ :—(অয়ম্) এই (অগ্নিঃ) অগ্নি (উপসদ্য) সেবা যোগ্য (ইহ) এখানে (তে) তোমার উপর (সূর্য্যঃ) সূর্য্য (উদেতু) জ্যোতি বিস্তার করুক (গম্ভীরাৎ) গভীর (কৃষ্ণাৎ চিৎ) অত্যন্ত কৃষ্ণ (তমসঃ) অন্ধকার (মৃত্যোঃ) মৃত্যু হইতে (পরি) ছুটিয়া (উৎএহি) উপরে উঠিয়া এস। অথর্ব্ববেদ ৫।৩০।১১।

বঙ্গানুবাদ :—এই অগ্নি সেবা যোগ্য। এখানে তোমার উপর সূর্য্য

জ্যোতি প্রদান করুক। গভীর কৃষ্ণান্ধকার রূপী মৃত্যু হইতে ছুটিয়া তুমি উদিত জ্যোতির দিকে অগ্রসর হও। ৪৮

প্রাণ ৩১১ মা তে প্রাণ উপদসন্মো অপানোপিধায়িতে।
সূর্য্য স্ত্বাধি পতির্মৃত্যোরুদায়চ্ছতু রশ্মিভিঃ॥ ৪৯

পদার্থঃ—(তে) তোমার (প্রাণঃ) প্রাণবায়ু (মা দসৎ) ক্ষীণ না হয় (তে) তোমার (অপানঃ) অপান বায়ু (অপি-ধায়ী) বন্ধ না হয় (ত্বা) তোমাকে (সূর্য্যঃ) সূর্য্য (অধি পতিঃ) রাজা (মৃত্যোঃ) মৃত্যু হইতে (রশ্মিভিঃ) কিরণ দ্বারা (উদ্ আয়চ্ছতু) উপরে উঠাইতেছে। অথর্ব্ববেদ ৫।৩০।১৫।

বঙ্গানুবাদঃ—তোমার প্রাণবায়ু যেন ক্ষীণ না হয়। তোমার অপান বায়ু যেন বন্ধ না হয়। অধিপতি সূর্য্য স্বীয় রশ্মি দারা মৃত্যু হইতে তোমাকে যেন রক্ষা করে। ৪৯

রোগ ৩৪০ বি দেবা জরসা বৃতন্ বিত্বমগ্নে অরাত্যা। ব্যহহং
সর্বেণ পাপ্মনা বিযক্ষ্মেণ সমায়ুষা॥ ৫০

পদার্থ ঃ—(দেবাঃ) দেবতা (জরসা) জরতা হইতে (বি-অবৃতন্) দূরে থাকেন (অগ্নে) হে অগ্নে! (ত্বম্) তুমি (আ-রাত্যা) সংকোচ হইতে পৃথক থাক (অহম্) আমি (সর্বেণ) সব প্রকারের (পাপ্মনা) পাপ হইতে (যক্ষ্মেণ) রোগ হইতে (বি) পৃথক (আয়ুষা) দীর্ঘ আয়ু দ্বারা (সম্) যুক্ত থাকিব। অথর্ব্ববেদ ৩।৩১।১।

বঙ্গানুবাদ ঃ—দেবতা জরতা হইতে দূরে থাকেন। হে অগ্নে! তুমি মালিন্য হইতে পৃথক। আমিও সর্ব্ব প্রকারের পাপ ও রোগ হইতে পৃথক থাকিয়া দীর্ঘ আয়ু ভোগ করিব। ৫০

জল ৩৪১ অপো দেবীরূপহ্বয়ে যত্রগাবঃ পিবন্তি নঃ।
সিন্ধুভ্যঃ কর্ত্বং হবিঃ॥ ৫১

পদার্থ :—(অপঃ দেবীঃ) দিব্য জলকে (উপহ্বয়ে) আমি অভ্যর্থনা করিতেছি (নঃ) আমাদের (গাবঃ) ভূমি ও পশু (পিবন্তি) পান করিতেছে (সিন্ধুভ্যঃ) নদীর প্রতি (হবিঃ) যথাযোগ্য ব্যবহার (কর্ত্বম্) করিবে। ঋগ্বেদ ১।২৩।১৮।

বঙ্গানুবাদ :—পবিত্র জলকে আমি অভ্যর্থনা করিতেছি। ইহার দ্বারা আমাদের ভূমি ও পশু তৃষ্ণা নিবারণ করে। নদীকে রক্ষার জন্য যথাযোগ্য প্রচেষ্টা করিবে। ৫১

অমৃত ৩৪২ অপ্স্বন্তরমৃতমপ্সু ভেষজমপামুত প্রশস্তয়ে।
দেবা ভবত বাজিনঃ॥ ৫২

পদার্থ :—(অপ্সু অন্তঃ) জলের ভিতর (অমৃতম্) অমৃত (অপ্সু) জলে (ভেষজম্) রোগ নিবারক শক্তি (অপাম্) জলের (উত) ই (প্রশস্তয়ে) উত্তমকীর্ত্তির জন্য (দেবাঃ) হে বিদ্বান্‌গণ! (বাজিনঃ) বলবান্ (ভবত) হও। ঋগ্বেদ ১।২৩।১৯।

বঙ্গানুবাদ :—জলের মধ্যে অমৃত ও রোগ নিবারক শক্তি আছে। হে বিদ্বান্‌গণ! জলের সদ্ব্যবহার করিয়া তোমরা শক্তিমান হও। ৫২

বিশ্বভেষজী ৩৪৩ অপ্সু মে সোমো অব্রবীদন্ত র্বিশ্বানি ভেষজা।
অগ্নিং চ বিশ্বশম্ভুবমাপশ্চ বিশ্বভেষজী॥ ৫৩

পদার্থ :—(সোমঃ) অমৃতময় পরমাত্মা (মে) আমাকে (অব্রবীৎ) উপদেশ দিয়াছেন (অপ্সু অন্তঃ) জলের মধ্যে (বিশ্বা ভেষজা) সব ঔষধি (অগ্নিম্ চ) এবং অগ্নিকে (বিশ্ব-শম্ ভুবম্) সর্ব্বত্র কল্যাণকারী (চ) এবং (আপঃ) জল (বিশ্ব ভেষজীঃ) সব রোগের চিকিৎসক। ঋগ্বেদ ১।২৩।২০।

বঙ্গানুবাদ :—অমৃতময় পরমাত্মা আমাকে উপদেশ দিয়াছেন যে জলের

মধ্যে সমস্ত ওষধি বিদ্যমান, অগ্নি সর্ব্বত্র কল্যাণকারী এবং জল সব রোগের চিকিৎসক। ৫৩

ভৈষজ্য ৩৪৪

সিন্ধু পত্নীঃ সিন্ধুরাজ্ঞীঃ সর্ব্বা যা নদ্যঃ২স্থন। দত্ত নস্তস্য ভেষজং তেনা বো ভুনজামহৈ ॥ ৫৪

পদার্থ :—(সিন্ধু পত্নীঃ) সিন্ধুর পত্নী (সিন্ধু রাজ্ঞীঃ) সিন্ধুর রাণী (যঃ) যে (সর্ব্বাঃ) সব (নদ্যঃ) নদী (স্থন) আছে (নঃ) আমাদিগকে (তস্য) রোগের (ভেষজম্) ঔষধ (দত্ত) দাও (তেন) তবুও (বঃ) তোমাদের সহায়তায় (ভুনজামহৈ) ভোজনাদি করিব। অথর্ব্ববেদ ৬।২৪।৩।

বঙ্গানুবাদ :—হে নদী! সমুদ্র তোমাদের পালক ও রাজা। তোমরা যত নদী আছ, আমাদিগকে সর্ব্ববিধ রোগের ঔষধ দান কর। তোমাদের সহায়তায় আমরা ভোজ্যপদার্থ উত্তমরূপে গ্রহণ করিতে পারিব। ৫৪

সূর্য্য ৩৪৫

উৎ পুরস্তাৎ সূর্য্য এতি বিশ্বদৃষ্টো অদৃষ্টহা। দৃষ্টাংশ্চ ঘ্নন্নদৃষ্টাংশ্চ সর্বাংশ্চ প্রমৃণন্ ক্রিমীন্ ॥ ৫৫

পদার্থ :—(পুরস্তাৎ) পূর্ব্বদিক (সূর্য্যঃ) সূর্য্য (উৎ এতি) উদয় হয় (বিশ্বদৃষ্টঃ) সকলেই তাহাকে দেখে (অদৃষ্টহা) অদৃষ্ট রোগ বীজাণুকে নষ্ট করে (দৃষ্টান্) দৃষ্ট রোগ বীজাণুকে (ঘ্নন্) মারিয়া (চ) এবং (অদৃষ্টান্) অদৃষ্ট রোগ বীজাণুকে (সর্বান্) সব (ক্রিমীন্) কীটকে (প্রমৃণন্) নষ্ট করিয়া। অথর্ব্ববেদ ৫।২৩।৬।

বঙ্গানুবাদ :—সকলেই দেখে সূর্য্য পূর্ব্বদিকে শুধু উদিতই হয় কিন্তু সূর্য্যের উদয়ে রোগ সমূহের দৃষ্ট ও অদৃষ্ট বীজাণু বিনষ্ট হইয়া যায়। ৫৫

পুণর্জ্জন্ম ৩৪৬

সূর্য্যং চক্ষুর্গচ্ছতু বাতমাত্মা দ্যাং চ গচ্ছ পৃথিবীং চ ধর্ম্মণা। অপো বা গচ্ছ যদি তত্রতে হিতমোষধীষু প্রতিতিষ্ঠা শরীরৈঃ ॥ ৫৬

পদার্থ ঃ—(সূর্য্যম্) সূর্য্যে (চক্ষুঃ) দৃষ্টি শক্তি (গচ্ছতু) চলিয়া যাউক (বাতম্) বায়ুতে (আত্মা) আত্মা (চ) এবং (দ্যাম্) দ্যুলোকে (চ) এবং (পৃথিবীম্) পৃথিবীতে (ধর্ম্মণা) ধর্ম্মানুসারে (অপঃ) জলে (বা) বা (গচ্ছ) যাও (যদি তত্র) যদি সেখানে (তে) তোমার (হিতম্) কল্যাণ (ওষধীষু) ওষধিতে (প্রতিতিষ্ঠ) স্থিত হও (শরীরৈঃ) শরীর ধারণ করিয়া। ঋগ্বেদ ১০।১৬।৩।

বঙ্গানুবাদ :—চক্ষু সূর্য্য লোকে অর্থাৎ তেজপুঞ্জে চলিয়া যাউক এবং আত্মা বায়ুতে চলিয়া যাউক। স্বকৃত ধর্ম্মানুসারে দ্যুলোক ও পৃথ্বীলোকের জলে কিংবা কল্যাণকর হইলে ওষধিতেও শরীর গ্রহণ করিয়া অবস্থান কর। ৫৬

মিত্রঃ পৃথিব্যোদক্রামৎ তাং পুরং প্রণয়ামি বঃ ॥ ৫৭
বায়ুরন্তরিক্ষেণোদক্রামৎ তাং পুরং প্রণয়ামি বঃ ॥৫৮
সূর্য্যো দিবোদক্রামৎ তাং পুরং প্রণয়ামি বঃ ॥ ৫৯
চন্দ্রমা নক্ষত্রৈরুদক্রামৎ তাং পুরং প্রণয়ামি বঃ ॥৬০
সোম ওষধীভিরুদক্রামৎ তাং পুরং প্রণয়ামি বঃ॥৬১
যজ্ঞোদক্ষিণাভিরুদক্রামৎ তাং পুরং প্রণয়ামি বঃ॥৬২

শারীরিক জীবন ৩৪৭-৩৫৬

সমুদ্রো নদীভিরুদক্রামৎ তাং পুরং প্রণয়ামি বঃ॥ ৬৩
ব্রহ্ম ব্রহ্মচারিভিরুদক্রমাৎ তাং পুরং প্রণয়ামি বঃ॥ ৬৪। ইন্দ্রোবীর্য্যোণোদক্রামৎ তাং পুরং প্রণয়ামি বঃ॥ ৬৫। দেবা অমৃতেনোদক্রামংস্তাং পুরং প্রণয়ামি বঃ॥ তামাবিশত তাং প্রবিশত সা বঃ শর্ম চ বর্ম চ যচ্ছতু॥ ৬৬

পদার্থঃ—(মিত্রঃ) মিত্র (পৃথিব্যা) পৃথিবী দ্বারা (উদক্রামৎ) উন্নত

হয় (তাং পুরম্) সেই প্রসিদ্ধ দেহপুরীকে (বঃ) তোমার জন্য (প্রণয়ামি) রচনা করিয়াছি (বায়ুঃ) বায়ু অন্তরিক্ষেণ অন্তরিক্ষ দ্বারা (সূর্য্যঃ) সূর্য্য (দিবা) দ্যুলোকের সহিত (চন্দ্রমা) চন্দ্র (নক্ষত্রৈঃ) নক্ষত্র দ্বারা (সোমঃ) সোম (ওষধীভিঃ) ওষধির সহিত (যজ্ঞঃ) যজ্ঞ (দক্ষিণাভিঃ) দক্ষিণাদ্বারা (সমুদ্রঃ) সমুদ্র (নদীভিঃ) নদীদ্বারা (ব্রহ্ম) বেদ বা ঈশ্বর (ব্রহ্মচারিভিঃ) ব্রহ্মচারী দ্বারা (ইন্দ্রঃ) ঐশ্বর্য্য শালী রাজা (বীর্য্যেন) শক্তি দ্বারা (দেবাঃ) বিদ্বানেরা (অমৃতেন) মোক্ষ পদ দ্বারা (তাম্) তাহাতে (আবিশত) পূর্ণ হইয়া যাও (তাম্) তাহাতে (প্রবিশত) প্রবেশ কর (সা) তাহা (বঃ) তোমাদিগকে (শর্ম) শান্তি (চ) এবং (বর্ম) রক্ষা (যচ্ছতু) দান করুক। অথর্ব্ববেদ ১৯।১৯।১—১০।১১।

বঙ্গানুবাদ :—মিত্র পৃথিবী দ্বারা উন্নত হয়। তোমাদের শরীররূপী নগরীকে তোমাদের জন্যই রচনা করিয়াছি। বায়ু অন্তরিক্ষ দ্বারা উন্নত হয়, সূর্য্য দ্যুলোকের সঙ্গে উন্নত হয়, চন্দ্রমা নক্ষত্ররাজির সঙ্গে উন্নত হয়, পুষ্টিশক্তি ওষধিদের সঙ্গে উন্নত হয়, যজ্ঞ সফলতার সঙ্গে উন্নত হয়। সমুদ্র নদী দ্বারাই সার্থক হয়, বেদ ব্রহ্মচারী দ্বারাই সার্থক হয়, ঐশ্বর্য্যশালী রাজা শক্তি দ্বারাই উন্নত হয় এবং বিদ্বান, মোক্ষপদ দ্বারাই উন্নত হয়। শরীররূপী পুরীকে আমি তোমাদের জন্যই রচনা করিয়াছি। তাহাতে তুমি পূর্ণ হইয়া থাক, তাহাতে প্রবেশ কর। সে তোমাকে শান্তি ও রক্ষা দান করুক। ৫৭—৬৬

ভাবার্থ :—দেহই আমাদের প্রধান বাসস্থান। দেহের সাহায্যে আমরা যাবতীয় উন্নতি সাধন করি। জড় জগতে বা চেতন জগতে কেহই বাসস্থানকে ত্যাগ করিয়া উন্নতি করিতে পারেনা। ৫৭—৬৬।

শক্তি চক্ষুঃ শ্রোত্রং যশো অস্মাসু ধেহ্যন্নম্।

৩২৭ রেতো লোহিতমুদরম্ ॥ ৬৭

পদার্থ :—(অস্মাসু) আমাদের জাতিতে (চক্ষুঃ) দৃষ্টি শক্তি (শ্রোত্রম্) শ্রবণ শক্তি (যশঃ) যশ (অন্নম্) অন্ন (রেতঃ) বীর্য্য (লোহিতম্) রক্ত (উদরম্) পাচন শক্তির (ধেহি) বৃদ্ধিকর। অথর্ব্ববেদ ১১।৫।২৫।

বঙ্গানুবাদ :—হে পরমাত্মন্! আমাদের জাতির মধ্যে দৃষ্টিশক্তি, যশ, অন্ন, বীর্য্য, রক্ত ও পাচন শক্তির বৃদ্ধি কর। ৬৭

শারীরিক বল
৬৮-৭০

বাঙ্ম আসন্নসোঃ প্রাণশ্চক্ষুরক্ষ্ণোঃ শোত্রং কর্ণয়োঃ। অপলিতাঃ কেশা অশোনা দন্তা বহু বাহ্বোর্বলম্ ॥৬৮ ঊর্বোরোজো জংঘয়োর্জবঃ পাদয়োঃ। প্রতিষ্ঠা অরিষ্টানি মে সর্ব্বাত্মা নিভৃষ্টঃ ॥ ৬৯ তনূস্তন্বা মে সহে দতঃ সর্বমায়ুরশীয়। স্যোনং মে সীদ পুরুঃ পৃণস্ব পবমানঃ স্বর্গে ॥ ৭০

পদার্থ :- (মে) আমার (বাক্) বাক্‌শক্তি (আসন্) পূর্ণ আয়ু পর্য্যন্ত থাকুক (নসোঃ প্রাণঃ) নাসিকায় প্রাণ শক্তি (অক্ষ্ণোঃ চক্ষুঃ) চক্ষুতে দৃষ্টিশক্তি (কর্ণয়োঃ শ্রোত্রম্) কর্ণে শ্রবণশক্তি অটুট থাকুক (অপলিতাঃ কেশাঃ) কেশ পলিত না হউক (অশোনাঃ দন্তাঃ) দন্ত মলিন না হউক (বাহ্বোঃ বহুঃ বলম্) বাহুতে প্রবল শক্তি (ঊর্বোঃ) উরুতে (ওজঃ) ওজঃ শক্তি (জংঘয়োঃ জবঃ) জানুতে শক্তি (পাদয়োঃ) পদে (প্রতিষ্ঠা) দৃঢ়তা থাকুক (মে সর্ব্বা) আমার সব অবয়ব (অরিষ্টানি) হৃষ্ট পুষ্ট থাকুক (আত্মা) আত্মা (নি ভৃষ্টঃ) উৎসাহ পূর্ণ থাকুক (মে তনুঃ) আমার শরীর (তন্বা) উত্তম অবস্থায় থাকুক (দতঃ) প্রবল শত্রুর (সহে) সহ্য করিবার শক্তি আমাকে দাও (সর্বম্) পূর্ণ দীর্ঘ (আয়ুঃ) আয়ু (অশীয়)

লাভ করিব (মে) আমি (স্যোনম্) সুখ (সীদ) লাভ করিব (পুরুঃ পৃণস্ব) পূর্ণতা প্রাপ্ত হউক (পবমানঃ) শুদ্ধ হইয়া (স্বর্গে) সুখে থাকিবে। অথর্ব্ববেদ ১৯—৬০।১,৬০।২,৬১।১।

বঙ্গানুবাদ :—আমার বাক্ শক্তি প্রবল থাকুক, নাসিকায় প্রাণ শক্তি, চক্ষুতে দৃষ্টি শক্তি অটুট থাকুক। আমার কেশ যেন পলিত না হয়, দন্ত যেন মলিন না হয়। বাহুতে বল, উরুতে ওজঃ শক্তি, জংঘায় বেগ, পদে দৃঢ়তা থাকুক। আমার সব অবয়ব হৃষ্ট পুষ্ট হউক, আত্মা উৎসাহ পূর্ণ হউক। শরীর উৎকৃষ্ট অবস্থায় থাকুক। আমি প্রবল শত্রুর অত্যাচারে যেন অভিভূত না হই। আমি পূর্ণ দীর্ঘ আয়ু যেন লাভ করি, সুখলাভ যেন হয়, পূর্ণতা যেন প্রাপ্ত হই। আমি পবিত্র হইয়া যেন আনন্দ ভোগ করি। ৬৮-৭০।

লোক প্রিয়তা
৩৬১

প্রিয়ং মা কৃণু দেবেষু প্রিয়ং রাজসু মা কৃণু।
প্রিয়ং সর্বস্য পশ্যত উত শূদ্র উতার্য্যে ॥ ৭১

পদার্থ :—(মা দেবেষু প্রিয়ং কৃণু) আমাকে ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রিয় কর (রাজসু মা প্রিয়ং কৃণু) ক্ষত্রিয়দের মধ্যে আমাকে প্রিয় কর (উত শূদ্রে) এবং শূদ্র সমাজে (উত আর্য্যে) এবং বণিক সমাজে (সর্বস্য পশ্যতঃ প্রিয়ম্) আমাকে সব দ্রষ্টাদের প্রিয় কর। অথর্ব্ববেদ ১৯।৬২।১।

বঙ্গানুবাদ :—হে প্রভো! আমাকে ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রিয় কর, ক্ষত্রিয়দের মধ্যে আমাকে প্রিয় কর। শূদ্র সমাজে, বণিক সমাজে এবং প্রাণী মাত্রের নিকটেই আমাকে প্রিয় কর। ৭১

বৃদ্ধি
৩৬২

উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে দেবান্ যজ্ঞেন বোধয়। আয়ুঃ
প্রাণং প্রজাং পশূন্ কীর্ত্তিং যজমানং চ বর্দ্ধয় ॥ ৭২

পদার্থ :—(ব্রহ্মণস্পতে) হে জ্ঞানের পালক! (উত্তিষ্ঠ) আমাদের উন্নতি করাও (যজ্ঞেন) সৎকর্ম্ম দ্বারা (দেবান্ বোধয়) বিদ্বান্দের মধ্যে

জাগৃতি উৎপন্ন কর (আয়ুঃ প্রাণং প্রজাং পশূন্ কীর্ত্তিং চ যজমানম্) আয়ু, জীবন, সন্তান, পশু, কীর্ত্তি ও যজ্ঞশীল পুরুষকে (বর্দ্ধয়) বৃদ্ধি কর। অথর্ব্ববেদ ১৯।৬৩।২।

বঙ্গানুবাদ :—হে জ্ঞানের পালক প্রভো! আমাদের উন্নতি বিধান কর। সৎকর্ম্ম দ্বারা বিদ্বান্দের মধ্যে জাগৃতি উৎপন্ন কর। আমাদের মধ্যে আয়ু, জীবন, সন্তান, পশু, কীর্ত্তি ও যজ্ঞশীল পুরুষকে বৃদ্ধি কর। ৭২

রক্ষা
৩৬৩

পাহি নো অগ্নে রক্ষসঃ পাহি ধূর্তেররাব্ণঃ।
পাহি রীষত উত বা জিঘাংসতো বৃহদ্ ভানো যবিষ্ঠ্য ॥ ৭৩

পদার্থ :—(বৃহদ্ভানো) হে জ্যোতিষ্মান্ (যবিষ্ঠ্য) বলবান্ (অগ্নে) তেজস্বী প্রভো! (নঃ) আমাদিগকে (রক্ষসঃ) রাক্ষস হইতে (পাহি) রক্ষা কর (ধূর্ত্তেঃ অরাব্ণঃ) ধূর্ত্ত স্বার্থপর হইতে (পাহি) রক্ষা কর (জিঘাংসতঃ) ঘাতক শত্রু হইতে (পাহি) রক্ষা কর (রীষতঃ) বিনাশক শত্রু হইতে (পাহি) রক্ষা কর। ঋগ্বেদ ১।৩৬।১৫।

বঙ্গানুবাদ :—হে জ্যোতির্ম্ময়, শক্তিধর তেজস্বী প্রভো! আমাদিগকে রাক্ষস হইতে রক্ষা কর, ধূর্ত্ত স্বার্থপর হইতে রক্ষা কর, ঘাতক ও বিনাশক হইতে রক্ষা কর। ৭৩

নাশ
৩৬৪

সুবীরং রয়িমা ভর জাত বেদো বিচর্ষণে।
জহি রক্ষাংসি সুক্রতো ॥ ৭৪

পদার্থ :—(জাতবেদঃ বিচর্ষণে) হে জ্ঞানময় সর্ব্বদ্রষ্টা (সুবীরং রয়িম্) অত্যন্ত বীরত্ব দায়ক ধন (আভর) দান কর (সুক্রতো) হে সুকর্ম্মা পুরুষ (রক্ষাংসি জহি) দুষ্টকে নাশ কর। ঋগ্বেদ ৬।১৬।২৯।

বঙ্গানুবাদ :—হে জ্ঞানময় সর্ব্বদ্রষ্টা প্রভো ! অত্যন্ত বীরত্বদায়ক ধন দান কর। হে সুকর্ম্মা পুরুষ ! দুষ্টকে নাশ কর। ৭৪

ধূর্ত্ত
৩৬৫

পাহিনো অগ্নে রক্ষসো অজুষ্টাৎ পাহি ধূর্তেরররুষো অঘায়োঃ। ত্বা যুজা পৃতনা যূঁরভি ষ্যাম্ ॥ ৭৫

পদার্থ :—(অগ্নি) হে তেজস্বী পরমাত্মন্ ! (অজুষ্টাৎ রক্ষসঃ) হীন রাক্ষস হইতে (নঃ) আমাদিগকে (পাহি) রক্ষা কর (অররুষঃ ধূর্তেঃ) অদাতা ধূর্ত্ত হইতে (অঘায়োঃ) পাপী হইতে (পাহি) রক্ষা কর (ত্বা যুজা) তোমার সহিত যুক্ত থাকিয়া (পৃতনায়ূন্) আক্রমণকামীকে (অভিষ্যাম্) পরাভব করিব। ঋগ্বদ ৭।১।১৩।

বঙ্গানুবাদ :—হে তেজস্বী পরমাত্মন্ ! হীন রাক্ষস হইতে আমাকে রক্ষা কর। তোমার আশ্রয় লইয়া আক্রমণকারীদের পরাভব করিব। ৭৫

অভয়
৩৬৬

যথা দ্যৌশ্চ পৃথিবীচ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ।
এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ ॥ ৭৬

পদার্থ :—(যথা) যেমন (দ্যৌঃ) দ্যুলোক (চ) এবং (পৃথিবী) পৃথিবী (ন বিভীতঃ) ভয় করে না (চ) এবং (ন রিষ্যতঃ) হিংসা করেনা (এব) এই প্রকারে (মে প্রাণ) আমার প্রাণ (মা বিভেঃ) ভয় করিওনা। অথর্ব্ববেদ ২।১৫।১।

বঙ্গানুবাদ :—হে প্রাণ ! যেমন দ্যুলোক ও পৃথীলোক ভয় করেনা এবং হিংসাও করেনা তেমন তুমিও ভয় করিও না। ৭৬

রাত্রি
৩৬৭

যথাহশ্চ রাত্রিচ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ।
এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ ॥ ৭৭

পদার্থ :—(যথা) যেমন (অহঃ) দিন (চ) এবং (রাত্রী) রাত্রি

(ন বিভীতঃ) ভয় করেনা (নরিষ্যতঃ) হিংসা করেনা (এব মে প্রাণ) তেমন হে আমার প্রাণ ! (মা বিভেঃ) তুমিও ভয় করিও না। অথর্ব্ববেদ ২।১৫।২।

বঙ্গানুবাদ :—হে প্রাণ ! দিন ও রাত্রি যেমন ভয় করেনা ও হিংসা করেনা তেমন তুমিও ভয় করিওনা। ৭৭

চন্দ্র
৩৬৮

যথা সূর্য্যশ্চ চন্দ্রশ্চ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ।
এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ ॥ ৭৮

পদার্থ :—(যথা) যেমন (সূর্য্যঃ চ চন্দ্রঃ চ) সূর্য্য ও চন্দ্র (ন বিভীতঃ) ভয় করেনা (নরিষ্যতঃ) হিংসা করেনা (এব মে প্রাণ) হে আমার প্রাণ ! (মা বিভে) তুমিও ভয় করিওনা। অথর্ব্ববেদ ২।১৫।৩।

বঙ্গানুবাদ :—হে প্রাণ ! সূর্য্য ও চন্দ্র যেমন ভয় করেনা ও হিংসা করে না তেমন তুমিও ভয় করিওনা। ৭৮

ক্ষত্র
৩৬৯

যথা ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ।
এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ ॥ ৭৯

পদার্থ :—(যথা) যেমন (ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ) ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় (ন বিভীতঃ) ভয় করে না (ন রিষ্যতঃ) হিংসা করেনা (এব মে প্রাণ) তেমন হে আমার প্রাণ (মা বিভেঃ) ভয় করিওনা। অথর্ব্ববেদ ২।১৫।৪।

বঙ্গানুবাদ :—হে প্রাণ ! ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় যেমন ভয় করে না ও হিংসা করেনা তেমন তুমিও ভয় করিওনা। ৭৯

সত্য
৩৭০

যথা সত্যং চানৃতং চ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ।
এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ ॥ ৮০

পদার্থ :—(যথা) যেমন (সত্যম্) সত্য (চ অন্ ঋতম্) এবং, অত্যন্ত

সরলতা (ন বিভীতঃ) ভয় করেনা (নরিষ্যতঃ) হিংসা করেনা (এব মে প্রাণ) তেমন হে আমার প্রাণ ! (মা বিভেঃ) তুমিও ভয় করিও না। অথর্ব্ববেদ ২।১৫।৫।

বঙ্গানুবাদ :—হে প্রাণ ! সত্য ও সরলতা যেমন ভয় করেনা ও হিংসা করে না, তেমন তুমিও ভয় করিওনা। ৮০

ভূত ৩৭১ যথা ভূতং চ ভব্যং চ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ।
এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ॥ ৮১

পদার্থ :—(যথা) যেমন (ভূতং চ ভব্যং চ) ভূত ও ভবিষ্যৎ (নবিভীতঃ) ভয় করেনা (নরিষ্যতঃ) হিংসা করেনা (এব মে প্রাণ) তেমন হে আমার প্রাণ (মা বিভেঃ) তুমিও ভয় করিওনা। অথর্ব্ববেদ ২।১৫।৬।

বঙ্গানুবাদ :—হে প্রাণ ! যেমন ভূত ও ভবিষ্যৎ ভয় করে না ও হিংসা করে না, তেমন তুমিও ভয় করিও না। ৮১

আনন্দ ৩৭২ আনন্দা মোদা প্রমুদোঽভীমোদ মুদশ্চ যে।
উচ্ছিষ্টাজ্জজ্ঞিরে সর্ব্বে দিবিদেবা দিবিশ্রিত॥ ৮২

পদার্থ :—(আনন্দাঃ) মোক্ষ (মোদাঃ) সুখ (প্রমুদঃ) বিষয় ভোগের হর্ষ (অভিমোদমুদঃ) পরম আনন্দ (দিবিশ্রিত : জ্ঞানাশ্রিত (দিবি) জীবাত্মায় (দেবাঃ) আনন্দ (সর্ব্বে) সব (উচ্ছিষ্টাৎ) পরমাত্মা হইতে (জজ্ঞিরে) উৎপন্ন হয়। অথর্ব্ববেদ ১১।৭।২৬।

বঙ্গানুবাদ :—জীবাত্মার মোক্ষসুখ, বিষয়সুখ, পরমানন্দ এবং জ্ঞানাশ্রিত আনন্দ—এ সকল পরমাত্মা হইতেই নিঃসৃত হয়। ৮২

ঋত ৩৭৩ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোধ্য জায়ত। ততো
রাত্র্য জায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ॥ ৮৩

পদার্থ :—(ঋতম্) বেদ (চ) এবং (সত্যং চ) কার্য্যরূপ প্রকৃতি (অভীদ্ধাৎ) জ্ঞানময় (তপসঃ) অনন্ত সামর্থ্যযুক্ত (অধ্যজায়ত) উৎপন্ন হইয়াছে (ততঃ) তাহা হইতে (রাত্রি) প্রকৃতির দ্বিতীয় বিকৃত অবস্থা (ততঃ) তাহা হইতে (সমুদ্রঃ অর্ণবঃ) সূক্ষ্ম জল। ঋগ্বেদ ১০।১৯০।১।

বঙ্গানুবাদ :—জ্ঞানময় ও অনন্ত সামর্থ্যযুক্ত ঈশ্বর হইতে বেদ ও কার্য্যরূপ প্রকৃতির দ্বিতীয় বিকৃত অবস্থা এবং সেই সামর্থ্য হইতেই সূক্ষ্ম জল উৎপন্ন হইয়াছে। ৮৩

সংবৎসর ৩৭৪

সমুদ্রাদর্ণবাদধিসংবৎসরো অজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী ॥ ৮৪

পদার্থ :—(সমুদ্রাৎ অর্ণবাৎ অধি সংবৎসরঃ অজায়ত) সূক্ষ্ম জলের পরে বর্ষ উৎপন্ন করিবার গতি (অজায়ত) উৎপন্ন হইল (অহোরাত্রাণি) দিন রাত্রি (বিদধৎ) উৎপন্ন করিলেন (বিশ্বস্য) জগতের (মিষতঃ) সহজ স্বভাব হইতে (বশী) সর্ব্ব শাসক প্রভু। ঋগ্বেদ ১০।১৯০।২।

বঙ্গানুবাদ :—সর্ব্বশাসক পরমাত্মা তাঁহার স্বভাব হইতে সূক্ষ্ম জলের পরে কালের বিভাগ অর্থাৎ দিন রাত্রির গতি উৎপন্ন করিয়াছেন। ৮৪

স্বঃ ৩৭৫

সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ। দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষমথো স্বঃ ॥ ৮৫

পদার্থ :—(সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ) সূর্য্য ও চন্দ্রকে (ধাতা) স্রষ্টা (যথাপূর্ব্বম্) প্রথম কল্পের সমান (অকল্পয়ৎ) রচনা করিয়াছেন (দিবম্) দ্যুলোককে (চ) এবং (পৃথিবীম্) পৃথ্বীলোককে (অন্তরিক্ষম্) অন্তরিক্ষকে (অথঃ) এবং (স্বঃ) লোক লোকান্তরকে। ঋগ্বেদ ১০।১৯০।৩।

বঙ্গানুবাদ :—বিধাতা পূর্ব্বকল্পের অনুরূপ করিয়াই চন্দ্র, দ্যুলোক, পৃথ্বীলোক, অন্তরিক্ষ ও অন্যান্য লোক লোকান্তরকে রচনা করিয়াছেন। ৮৫

সূর্য্য ৩৭৬

উদ্বয়ং তমসস্পরি স্বঃ পশ্যন্ত উত্তরম্। দেবং দেবত্রা সূর্য্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমম্ ॥ ৮৬

পদার্থ ঃ—(বয়ম্) আমরা (তমসঃ) অন্ধকারের (পরি) পর পারে (পশ্যন্তঃ) সর্ব্ব সাক্ষী (দেবন্) পরমাত্মাকে (দেবত্রা) উত্তম গুণের সহিত (সূর্য্যম্) প্রকাশ স্বরূপকে (অগন্ম) পাইব (উত্তরম্) প্রলয়ের পরেও বর্ত্তমান (জ্যোতিঃ) তেজ স্বরূপ (উত্তমম্) শ্রেষ্ঠ। যজুর্ব্বেদ ৩৫।১৪।

বঙ্গানুবাদ ঃ—হে প্রভো ! তুমি অজ্ঞানান্ধকারের পর পারেও সুখস্বরূপ, প্রলয়ের পরেও বর্ত্তমান, দিব্যগুণের সহিত সর্ব্বত্র বর্ত্তমান, আমাদের জন্মদাতা। তোমাকে এইভাবে বুঝিয়া যেন আমরা উত্তম জ্যোতিকে প্রাপ্ত হই। ৮৬

জাতবেদ ৩৭৭

উদুত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ। দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যম্ ॥ ৮৭

পদার্থ :—(উং উ) নিশ্চয় (ত্যম্) তাহাকে (জাতবেদসম্) বেদের উৎপাদক (দেবম্) পরমাত্মাকে (বহন্তি) প্রদর্শন করায় (কেতবঃ) পতাকা (দৃশে) দেখাইতে (বিশ্বায়) সকলকে (সূর্য্যম্) প্রকাশ স্বরূপকে। যজুর্ব্বেদ ৩৩।৩১ ; অথর্ব্ববেদ ১৩।২।১৬।

বঙ্গানুবাদ :—হে জগদীশ্বর ! তুমি বেদের উৎপাদক ও প্রকাশ স্বরূপ। সকলকে তোমার মহিমা দেখাইবার জন্য সংসারের যাবতীয় পদার্থ পতাকার ন্যায় কার্য্য করিতেছে। ৮৭

চিত্র ৩৭৮

চিত্রং দেবানামুদ গাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ। আপ্রাদ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষঁ সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ স্বাহা ॥ ৮৮

পদার্থ :—(চিত্রম্) অদ্ভুৎ (দেবানাম্) বিদ্বান্‌দের (উদগাৎ) আছে (অনীকম্) শ্রেষ্ঠ (মিত্রস্য বরুণস্য অগ্নে) মিত্র, বরুণ ও অগ্নি আদি

বিদ্বানের (আপ্রা) ধারণ করে (দ্যাবা) দ্যুলোক (পৃথিবী) পৃথিবী (অন্তরিক্ষম্) আকাশ (সূর্য্যঃ) উৎপাদক (আত্মা) অন্তর্য্যামী (জগতঃ) চর (তস্থুষঃ) অচরের (স্বাহা) সত্য। যজুর্ব্বেদ ৭।৪২।

বঙ্গানুবাদঃ– হে ঈশ্বর! তুমি বিদ্বান্দের মধ্যে অদ্ভুত ও শ্রেষ্ঠ। তুমি মিত্র, বরুণ ও অগ্নি আদি বিদ্বানের চক্ষু, তুমি দ্যুলোক, পৃথ্বী ও অন্তরিক্ষ লোকের ধর্ত্তা এবং চরাচর প্রাণীদের উৎপাদক ও আত্মা। আমরা তোমাকে প্রাপ্ত হইব। ৮৮

অগ্ন ৩।১৯

ভূর্ভুবঃ স্ব দ্যৌরিব ভূম্না পৃথিবীব বরিম্ণা।
তস্যাস্তে পৃথিবী দেবযজনি পৃষ্ঠেঽগ্নি মন্নাদ
মন্নাদ্যায়াদধে॥ ৮৯

পদার্থঃ– (ভূঃ) প্রাণ স্বরূপ (ভুবঃ) দুঃখনাশক (স্বঃ) সুখ স্বরূপ (দ্যৌঃ) আকাশ (ইব) তুল্য (ভূম্না) জ্যোতিষ্মান্ (পৃথিবী) ভূমি (ইব) তুল্য (বরিম্ণা) বিস্তৃত (তস্যাঃ) সেই তোমার (পৃষ্ঠে) পৃষ্ঠে (পৃথিবী) হে পৃথিবী! (দেবযজনি) বিদ্বান্দের যজ্ঞে (অন্নাদ্যায়) অন্নাদির জন্য (আদধে) রাখিতেছি। যজুর্ব্বেদ ৩।৫।

বঙ্গানুবাদঃ—প্রাণস্বরূপ, দুঃখনাশক, সুখস্বরূপ, আকাশবৎ জ্যোতিষ্মান্, ভূমিবৎ বিস্তৃত তোমার পৃষ্ঠের উপর যে স্থানে বিদ্বানেরা যজ্ঞ করেন, হে পৃথিবী! অন্নকে ভস্মীভূত করে এরূপ অগ্নিকে সেস্থানে অন্নাদির জন্যই স্থাপন করিতেছি। ৮৯

ইষ্টাপূর্ত্ত ৩৮০

উদ্বুধ্যস্বাগ্নে প্রতিজাগৃহি ত্বমিষ্টাপূর্তে সঁ সৃজেথা
ময়ং চ। অস্মিন্ সধস্থে অধ্যুত্তরস্মিন্ বিশ্বে দেবা
যজমানশ্চ সাদত॥ ৯০

পদার্থঃ—(উদ্বুধ্যস্ব) উঠ (অগ্নে) হে অগ্নে! (প্রতিজাগৃহি)

জাগ্রত হও (ত্বম্) তুমি (ইষ্টা পূর্ত্তে) সদনুষ্ঠানকে (সংসৃজেথাম্) উৎপন্ন কর (চ) এবং (অয়ম্) এ (অস্মিন্) এই (সধস্থে) যজ্ঞের বেদীতে (অধ্যুত্তরস্মিন্) এবং দ্বিতীয় বেদীতে (বিশ্বে) সব (দেবাঃ) বিদ্বান্ (চ) এবং (যজমানঃ) যজ্ঞকর্ত্তা (সীদত) উপবেশন করুন। যজুর্ব্বেদ ১৫।৫৪।

বঙ্গানুবাদ :—হে অগ্নে! উঠ, জাগ। তুমি সদনুষ্ঠানকে উৎপন্ন কর। যজ্ঞের এই বেদীতে এবং দ্বিতীয় বেদীতে যজমান এবং বিদ্বানেরা উপবেশন করুন। ৯০

ঘৃত ৩৮১ — সুসমিদ্ধায় শোচিষে ঘৃতং তীব্রং জুহোতন। অগ্নয়ে জাতবেদসে ॥ ৯১

পদার্থ :—(সুসমিদ্ধায়) উত্তমরূপে দাহ্য, (শোচিষে) শুদ্ধ (তীব্রম্) তীব্র (ঘৃতম্) ঘৃতকে (জুহোতন) আহুতি দাও (জাতবেদসে) সর্ব্ব পদার্থে বিদ্যমান (অগ্নয়ে) অগ্নির জন্য। যজুর্ব্বেদ ৩।২।

বঙ্গানুবাদ :—উত্তমরূপে দাহ্য, শুদ্ধ ও তীব্র ঘৃতকে সর্ব্ব পদার্থে বিদ্যমান অগ্নির জন্য নিষ্কাম ভাবে আহুতি দাও। ৯১

সমিৎ ৩৮২ — তন্ত্বা সমিদ্ভিরংগিরো ঘৃতেন বর্দ্ধয়ামসি। বৃহচ্ছোচা যবিষ্ঠ্য ॥ ৯২

পদার্থ :—(তম্) সেই (ত্বা) তোমাকে (সমিদ্ভিঃ) কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা (ঘৃতেন) ঘৃত সহিত (অঙ্গিরঃ) হে অগ্নে! (বর্দ্ধয়ামসি) বৃদ্ধিকর (বৃহৎ) বৃহৎ (যবিষ্ঠ্য) বলবান (শোচা) প্রকাশবান হও। যজুর্ব্বেদ ৩।৩।

বঙ্গানুবাদঃ—হে অগ্নে! তোমাকে কাষ্ঠখণ্ড ও ঘৃতের সাহায্যে বর্দ্ধিত করি; তুমি আরও বৃহৎ, বলবান ও প্রকাশযুক্ত হও। ৯২

বাচস্পতি ৩৮৩

দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞং প্রসুব যজ্ঞপতিং ভগায়। দিব্যো গন্ধর্বঃ কেতপূঃ কেতন্নঃ পুনাতু বাচস্পতি-র্বাচং নঃ স্বদতু ॥ ৯৩

পদার্থ :—(দেব) জ্ঞান স্বরূপ (সবিতঃ) উৎপাদক (প্রসুব) উৎপন্ন কর (যজ্ঞম্) যজ্ঞকে (যজ্ঞপতিম্) যজ্ঞ কর্ত্তাকে (প্রসুব) উৎপন্ন কর (ভগায়) ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির জন্য (দিব্যঃ) শুদ্ধ (গন্ধর্বঃ) পৃথিবীর ধর্ত্তা (কেতপূঃ) বুদ্ধির পাবক (কেতম্) বুদ্ধিকে (নঃ) আমাদের (পুনাতু) পবিত্র করুক (বাচস্পতিঃ) বাণীর ঈশ্বর (বাচম্) বাণীকে (নঃ) আমাদের (স্বদতু) মধুর করুক। যজুর্ব্বেদ ৩০।১।

বঙ্গানুবাদঃ—হে জ্ঞান স্বরূপ, স্রষ্টা! যজ্ঞকে উৎপাদন কর, যজ্ঞকর্ত্তাকে উৎপাদন কর। ঐশ্বর্য্যের জন্য পৃথিবীর ধর্ত্তা, বুদ্ধির পাবক, শুদ্ধ পরমাত্মন্! আমাদের বুদ্ধিকে পবিত্র করুন। বাণীর অধিপতি পরব্রহ্ম আমাদের বাণীকে মধুর করুন। ৯৩

ব্রতপতি ৩৮৪

অগ্নে ব্রতপতে ব্রতং চরিষ্যামি তচ্ছকেয়ং তন্মেরাধ্যতাম্। ইদমহমনৃতাৎ সত্যমুপৈমি ॥ ৯৪

পদার্থ :—(ব্রতপতে) হে ব্রতের রক্ষক (অগ্নে!) ঈশ্বর! (ব্রতম্) ব্রতকে (চরিষ্যামি) পালন করিব (তৎ) ইহাকে (রাধ্যতাম্) পালন করিতে পারি (তৎ) এই বল (মে) আমাকে (শকেয়ম্) প্রাপ্ত করাও (অহম্) আমি (অনৃতাৎ) মিথ্যাকে ত্যাগ করিয়া (ইদম্) এই (সত্যম্) সত্যকে (উপৈমি) লাভ করি। যজুর্ব্বেদ ১।৫।

বঙ্গানুবাদ :—হে ব্রতের রক্ষক পরমাত্মন্! আমি ব্রত পালন করিব। আমাকে এরূপ বল প্রদান কর যাহা দ্বারা আমি ব্রত রক্ষা করিতে পারি ও সত্যকে লাভ করিতে পারি। ৯৪

বসু
৩০৫

বসোঃ পবিত্রমসি শতধারং বসোঃ পবিত্রমসি সহস্র ধারম্। দেবস্ত্বা সবিতা পুনাতু বসোঃ পবিত্রেণ শতধারেণ সুপ্বা কামধুক্ষঃ ॥ ৯৫

পদার্থঃ—(বসোঃ) যজ্ঞ (শতধারম্) অসংখ্য সংসারের ধারক (পবিত্রম্) পাবক কর্ম্ম (অসি) হও (বসোঃ) যজ্ঞ (সহস্র ধারম্) অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের ধারক (পবিত্রম্) পাবক (অসি) হও (ত্বা) তোমাকে (দেবঃ) পরমাত্মা (সবিতা) জগৎপ্রসবিতা (পুনাতু) পবিত্র করুক (বসোঃ) যজ্ঞ (পবিত্রেণ) পবিত্র বেদ জ্ঞান (শতধারেণ) অসংখ্য বিদ্যার ধারক (সুপ্বা) পবিত্র কর (কাম্) কোন্ অভিপ্রায়ে (অধুক্ষঃ) পূর্ণ করিতে ইচ্ছা কর। যজুর্ব্বেদ ১।৩।

বঙ্গানুবাদঃ—যে যজ্ঞ অসংখ্য সংসারের ধারক এবং যে পাবক শুভকর্ম্ম যজ্ঞ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের ধারক সেই যজ্ঞকে প্রকাশ স্বরূপ, জগৎ স্রষ্টা পরমাত্মা পবিত্র করুন, যজ্ঞ শুদ্ধির জন্য বেদবিজ্ঞান, অসংখ্য বিদ্যার আকর বেদ ও যজ্ঞ দ্বারা আমাদিগকে পবিত্র করুন। হে মনুষ্য ! অন্য কোন্ অভিপ্রায় দ্বারা মনকে পূর্ণ করিতে চাহিতেছ ? ৯৫

বিশ্বকর্ম্মা
৩০৬

সা বিশ্বায়ুঃ সা বিশ্বকর্ম্মা সা বিশ্বধায়াঃ। ইন্দ্রস্য ত্বা ভাগঁ সোমেনা তনচ্মি বিষ্ণো হব্যঁরক্ষ ॥ ৯৬

পদার্থঃ—(সা) বাক্, যজ্ঞ। "বাগ্বৈ যজ্ঞঃ "শত পথ ব্রাহ্মণ ১।১ ৪।১১।" (বিশ্বায়ুঃ) পূর্ণায়ুদাতা (বিষ্ণো) পরমাত্মন্ সা) শিল্প বিদ্যা সম্পাদক (বিশ্বকর্ম্মা) সম্পূর্ণ ক্রিয়াকাণ্ড সাধক (সা) সম্পূর্ণ বিদ্যা প্রকাশক (বিশ্বধায়াঃ) বিশ্বের ধর্ত্তা (ইন্দ্রস্য) পরমাত্মার (ত্বা) তোমাকে (ভাগম্) যজ্ঞকে (আ) সব দিক হইতে (তনচ্মি) দৃঢ় করি (হব্যম্) বিজ্ঞানকে (রক্ষ) পালন কর। যজুর্ব্বেদ ১।৪।

বঙ্গানুবাদ :— যজ্ঞ দীর্ঘায়ু প্রদাতা, শিল্পবিদ্যা সাধক, সমগ্র ক্রিয়া কাণ্ড সম্পাদক, সর্ব্ববিদ্যাপ্রকাশক এবং বিশ্ব ধারক। পরমাত্মার সেই যজ্ঞকে সাধক শিল্পবিদ্যা দ্বারা চতুর্দ্দিক হইতে দৃঢ় করে। হে পরমাত্মন্! বিজ্ঞানকে রক্ষা কর। ৯৬

বেদমাতা
১০৭

স্তুতা ময়া বরদা বেদমাতা প্রচোদয়ন্তাং পাবমানী দ্বিজানাম্। আয়ুঃ প্রাণং প্রজাং পশুং কীর্ত্তিং দ্রবিণং ব্রহ্ম বর্চসম্। মহ্যং দত্ত্বা ব্রহ্মলোকম্ ॥ ৯৭

পদার্থ :—(প্রচোদয়ন্তাম্) প্রেরণা দাত্রী (দ্বিজানাং পাবমানী দ্বিজদের পবিত্র কারিণী (বরদা বেদমাতা) শ্রেষ্ঠজ্ঞানদাত্রী বেদ মাতাকে (ময়া-স্তুতা) আমি স্তুতি করিয়াছি (আয়ুঃ প্রাণং প্রজাং পশুং কীর্ত্তিং দ্রবিণং ব্রহ্মবর্চসম্) আয়ুঃ প্রাণ, প্রজা, পশু, কীর্ত্তি, জ্ঞেনতেজ (মহ্যং দত্ত্বা) আমাকে দিয়া (ব্রহ্মলোকং ব্রজৎ) মুক্তি লাভ কর। অথর্ব্ববেদ ১৯।৭১।১।

বঙ্গানুবাদ :—ভক্তের উক্তি—মনের উৎসাহ দাত্রী দ্বিজদের পবিত্র কারিণী, শ্রেষ্ট জ্ঞান দাত্রী বেদ মাতাকে আমি অধ্যয়ন করিয়াছি। প্রভুর উক্তি—আয়ু, প্রাণ, প্রজা, পশু, কীর্ত্তি, জ্ঞানতেজ আমাতে অর্পণ করিয়া তুমি মুক্তি প্রাপ্ত হও। ৯৭

মদ্যপান
৩৮৮

হৃৎসু পীতাসো যুধ্যন্তে দুর্মদাসো ন সুরায়াম্। উধর্ন নগ্না জরন্তে ॥ ৯৮

পদার্থ :—(ন) যেমন (সুরায়াম্) মদ্য (হৃৎসু পীতাসঃ) হৃদয় খুলিয়া পান করিলে (যুধ্যন্তে) নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে (ন) যেমন (নগ্নাঃ) উলঙ্গ হইয়া (উধঃ) সারিরাত্রি (জরন্তে) প্রলাপোক্তি করে (দুর্ম্মদাসঃ) দুষ্ট বুদ্ধিরা। ঋগ্বেদে ৮।২।১২।

বঙ্গানুবাদ :—মদ্যপায়ী হৃদয় খুলিয়া মদ্য পান করিয়া নিজেদের মধ্যে পরস্পর কলহ বিবাদ করে এবং উলঙ্গ হইয়া সারারাত্রি প্রলপোক্তি করিতে থাকে। তাহারা নিশ্চয়ই দুষ্টবুদ্ধি। ৯৫

ভোজন
৩৮৯

ব্রীহি মত্তং যবমত্তমথো মাষমথো তিলম্। এষ বাং ভাগো নিহিতো রত্ন ধেয়ায় দন্তৌ মা হিংসিষ্টং পিতরং মাতরং চ॥ ৯৯

পদার্থ :—(ব্রীহিম্) তণ্ডুল (অত্তম্) ভোজন কর (যবম্) যব (অথো) বা (অত্তম্) ভোজন কর (মাষম্) মাষ কলাই (অথো) অথবা (তিলম্) তিল (এব বাং ভাগঃ) তোমাদের ইহাই অংশ (রত্নধেয়ায়) রমণীয়তা জন্য (নিহিতঃ) বিহিত (দন্তৌ) দাঁত (পিতরম্) রক্ষককে (মাতরম্) সম্মান দাতাকে (হিংসিষ্টম্) হিংসা যেন না করে। অথর্ব-বেদ ৬।১৪০।২।

বঙ্গানুবাদ :—চাউল, যব, মাষ এবং তিল ভক্ষণ কর। রমণীয়তার জন্য ইহাই তোমাদের জন্য অধিকার বিহিত হইয়াছে। পালক ও রক্ষককে ভক্ষণ করিওনা। ৯৯

পানীয়
৩৯০

পুষ্টিং পশূনাং পরি জগ্রভাহং চতুষ্পদাং দ্বিপদাং যচ্চ ধান্যম্। পয়ঃ পশূনাংরসমোষধীনাং বৃহস্পতিঃ সবিতা মে নি যচ্ছাৎ॥ ১০০

পদার্থ :—(চতুষ্পদাং দ্বিপদাং পশূনাম্) দ্বিপদ ও চতুষ্পদ পশু হইতে (যৎ ধান্যম্) যে ধান্য (পুষ্টিম্) পুষ্টিকে (অহং পরি জগ্রভ) আমি গ্রহণ করি (পশূনাং পয়ঃ) পশুর দুগ্ধ (রসং ওষধীনাম্) ওষধির রস (মে) আমাকে (সবিতা বৃহস্পতিঃ) সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর (নি যচ্ছাৎ) দান করিয়াছেন। অথর্ব্ববেদ ১৯.৩১।৫।

বঙ্গানুবাদ :—চতুষ্পদ পশু, দ্বিপদ পশু এবং ধান্য হইতে আমরা পুষ্টি গ্রহণ করি। এজন্য সৃষ্টি কর্ত্তা পরমেশ্বর আমাদিগকে পশু দুগ্ধ ও ওষধির রস প্রদান করিয়াছেন। ১০০

পুনর্জ্জন্ম ৩৯১

অপানতি প্রাণতি পুরুষো গর্ভে অন্তরা। যদাত্বং প্রাণ জিন্বস্যথ স জায়তে পুনঃ ॥ ১০১

পদার্থ :—মনুষ্য (গর্ভে অন্তরা) গর্ভের মধ্যে (প্রাণতি) শ্বাস গ্রহণ করে (অপানতি) প্রশ্বাস ত্যাগ করে (জিন্বসি) প্রেরণা দাও (অথ) তখনই (সঃ) সে (পুনঃ জায়তে) পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে। অথর্ব্ববেদ ১১।৪।৬।

বঙ্গানুবাদ :—মনুষ্য গর্ভের মধ্যে শ্বাস গ্রহণ করে ও প্রশ্বাস ত্যাগ করে। হে প্রাণ! যখন তুমি প্রেরণা দান কর তখনই সে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করে। ১০১

মুক্তিপুনরায় ৩৯২

অসুনীতে পুনরস্মাসু চক্ষুঃ পুনঃ প্রাণমিহ নো ধেহি ভোগম্। জ্যোক্ পশ্যেম সূর্য্যমুচ্চরংতমনুমতে মৃড়য় নঃ স্বস্তি ॥ ১০২

পদার্থ :—(অসুনীতে) প্রাণ সঞ্চালক প্রভো! (অস্মাসু চক্ষুঃ পুনঃ ধেহি) আমাদিগকে দর্শন শক্তি পুনরায় দান কর (নঃ ইহ পুনঃ প্রাণং পুনঃ ভোগম্) আমাদিগকে এই সংসারে পুনরায় জীবনী শক্তি ও ভোগ্য পদার্থ দান কর (উচ্চরন্তং সূর্য্যং জ্যোক্ পশ্যেম) উদীয়মান সূর্য্যকে চিরকাল দেখিব (অনুমতে) পরমাত্মন্! (নঃ স্বস্তি মৃড়য়) আমাকে সুখ দান কর। ঋগ্বেদ ১০।৫৯।৬।

বঙ্গানুবাদ :—হে প্রাণ সঞ্চালক প্রভো! আমাদিগকে পুনরায় দর্শন শক্তি দান কর। এই সংসারে পুনরায় জীবনী শক্তি ও ভোগ্য পদার্থ দান

কর। উদীয়মান সূর্য্যকে আমরা চিরকাল দেখিব। হে পরমাত্মন্! আমাদিগকে সুখ প্রদান কর। ১০২

অভয় ১৯৩ মৃত্যুরীশে দ্বিপদাং মৃত্যুরীশে চতুষ্পদাম্। তস্মাত্ত্বাং মৃত্যো র্গোপতে রুদ্ভরামি স মা বিভেঃ॥ ১০৩

পদার্থ ঃ—(দ্বিপদাং মৃত্যুঃ ঈশে) দ্বিপদ প্রাণীর উপর মৃত্যুশাসক (চতুষ্পদাং মৃত্যুঃ ঈশে) চতুষ্পদ প্রাণীর উপর মৃত্যু শাসক (তস্মাৎ গোপতেঃ মৃত্যোঃ) এজন্য ভূমির শাসক মৃত্যু হইতে (ত্বাং উদ্ভরামি) তোমাকে উপরে উঠাইতেছি (স মা বিভেঃ) অতএব তুমি ভয় করিওনা। অথর্ব্ববেদ ৮।২।২৩।

বঙ্গানুবাদ ঃ—দ্বিপদ ও চতুষ্পদ প্রাণীর উপর মৃত্যুই শাসক। এজন্য হে ভূমির স্বামী! মৃত্যু হইতে তোমাকে উপরে উঠাইতেছি। অতএব তুমি ভয় করিওনা। ১০৩

জুয়ারী ১৯৪ জায়া তপ্যতে কিতবস্য হীনা মাতা পুত্রস্য চরতঃ ক্ব স্বিৎ। ঋণাবা বিভ্যদ্ধনমিচ্ছমানোঽন্যেষামস্তমুপ নক্তমেতি॥ ১০৪

পদার্থ ঃ—(কিতবস্য জায়া) জুয়াবাজের স্ত্রী (হীনা তপ্যতে) হীন অবস্থায় পড়িয়া কষ্ট ভোগ করে (ক্বস্বিৎ চরতঃ) কোথায় কোথায় ভ্রমণশীল জুয়া বাজ (পুত্রস্য মাতা) পুত্রের মাতা কষ্টভোগ করে (ঋণাবা) ঋণগ্রস্ত জুয়াবাজ (বিভ্যৎ) সদা ভয় করে (ধনং ইচ্ছমানঃ) ধনের ইচ্ছায় (নক্তম্) রাত্রিতে (অন্যেষাং অস্তম্) অন্যের গৃহে (উপ এতি) উপস্থিত হয়। ঋগ্বেদ ১০।৩৪।১০।

বঙ্গানুবাদ ঃ—জুয়াবাজের স্ত্রী হীনাবস্থায় পড়িয়া কষ্ট ভোগ করে, ইতস্ততঃ ভ্রমণশীল জুয়াবাজের মাতা দুঃখ পায়। সে সদা ঋণগ্রস্ত হইয়া

ভয়ে কাল কাটায়। ধনের আকাঙ্ক্ষায় সে রাত্রিতে অন্যের গৃহে উপস্থিত হয়। ১০৪

জুয়াখেলা
১৯৫

অক্ষৈর্মা দীব্যঃ কৃষিমিৎকৃষস্ব বিত্তে রমস্ব বহু মন্যমানঃ। তত্র গাবঃ কিতব তত্র জায়া তন্মে বিচষ্টে সবিতায়মর্য্যঃ ॥ ১০৫

পদার্থঃ—(কিতব) হে জুয়াবাজ ! (অক্ষৈঃ মা দীব্যঃ) জুয়া খেলিওনা (কৃষিং ইৎ কৃষস্ব) নিশ্চিতরূপে কৃষিকার্য্য কর (বহুমন্যমানঃ বিত্তে রমস্ব) নিজের ধনকে প্রচুর মনে করিয়া তাহাই ভোগ কর (তত্র গাবঃ) ঐ যে গরু আছে (তত্র জায়া) ঐ যে স্ত্রী (অয়ং অর্য্যঃ সবিতা) শ্রেষ্ঠ সবিতা (তৎমে বিচষ্টে) ইহাই আমাকে বলেন। ঋগ্বেদ ১০.৩৪।১৩।

বঙ্গানুবাদ :—হে জুয়াবাজ ! জুয়া খেলিওনা। ভাল ভাবে কৃষিকার্য্য কর। নিজের যে ধন আছে তাহাই প্রচুর মনে করিয়া উপভোগ কর। ঐ যে গরু, ঐ যে স্ত্রী তাহাদের দিকে দেখ, শ্রেষ্ঠ সবিতা পরমাত্মা আমাদিগকে এই উপদেশই দিয়াছেন। ১০৫

ব্রহ্মচর্য্য
১৯৬

ব্রহ্মচর্য্যেণ তপসা রাজা রাষ্ট্রং বি রক্ষতি।
আচার্য্যোব্রহ্মচর্য্যেণ ব্রহ্মচারিণমিচ্ছতে ॥ ১০৬

পদার্থ :—(রাজা) রাজা (ব্রহ্মচর্য্যেণ তপসা) ব্রহ্মচর্য্যরূপ তপস্যা দ্বারা (রাষ্ট্রং বিরক্ষতি) রাষ্ট্রকে রক্ষা করেন (আচার্য্যঃ) অধ্যাপক (ব্রহ্মচর্য্যেণ) ব্রহ্মচর্য্যযুক্ত (ব্রহ্মচারিণম্) ছাত্রকে (ইচ্ছতে) ইচ্ছাকরেন। অথর্ব্ববেদ ১১।৫।১৭।

বঙ্গানুবাদ :—রাষ্ট্রের অধিপতি ব্রহ্মচর্য্যরূপ তপস্যা দ্বারাই রাষ্ট্রকে রক্ষা করেন। অধ্যাপক ব্রহ্মচার্য্যযুক্ত ছাত্রকেই কামনা করেন। ১০৬

ব্রহ্মচারী ৩৯৭

ব্রহ্মচর্য্যেণ তপসা দেবা মৃত্যুমপাঘ্নত।
ইন্দ্রো হ ব্রহ্মচর্য্যেণ দেবেভ্যঃ স্ব রা ভরৎ ॥ ১০৭

পদার্থ :—(ব্রহ্মচর্য্যেণ তপসা) ব্রহ্মচর্য্যরূপ তপস্যা দ্বারা (দেবাঃ মৃত্যুং অপাঘ্নত) দেব অর্থাৎ জ্ঞানীরা মৃত্যুকে দূর করিয়াছেন (ইন্দ্রঃ) জীবাত্মা (ব্রহ্মচর্য্যেণ) ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা (দেবেভ্যঃ) ইন্দ্রিয়গণকে (স্বঃ) তেজ (আভরৎ) দান করিয়াছে। অথর্ব্ববেদ ১১।৫।১৯।

বঙ্গানুবাদ :—ব্রহ্মচর্য্য রূপ তপস্যা দ্বারাই জ্ঞানীরা মৃত্যুকে জয় করেন এবং ব্রহ্মচর্য্য দ্বারাই জীবাত্মা ইন্দ্রিয় গণকে তেজ দান করিতে পারে। ১০৭

তার বিদ্যা ৩৯৮

যুবং পেদবে পুরুবারমশ্বিনা স্পৃধাং শ্বেতং তরুতারং দুবস্যথঃ। শর্য্যৈরভিদ্যুং পৃতনাসু দুষ্টরং চর্কৃত্যমিন্দ্রমিব চর্ষণী সহম্ ॥ ১০৮

পদার্থঃ—(অশ্বিনা) রাজা ও প্রজা (যুবম্) উভয়ে (পেদবে) শীঘ্র গমনাগমন হেতু (স্পৃধাম্) যুদ্ধেচ্ছু রাজ পুরুষদের (পৃতনাসু) সেনাদের মধ্যে (চর্কৃত্যম্) নিরন্তর কার্য্য চালাইবার যোগ্য (শ্বেতম্) শুদ্ধ ধাতু নির্ম্মিত (পুরুবারম্) বহু কর্ম্মের উপযোগী (দুষ্টরম্) দুর্ল্লংঘ্য (চর্ষণীসহম) শত্রুর আক্রমণকে যাহা দ্বারা সহ্য করা যায় (শর্য্যৈঃ) নানারূপ কলা কৌশলে নির্ম্মিত (অভিদ্যুম্) বিদ্যুতের অগ্নিতে জ্যোতির্ম্ময় (ইন্দ্রমিব) সূর্য্যরশ্মি সদৃশ (তরুতারম্) সংবাদকে ইতস্ততঃ পৌঁছাইবার তার যন্ত্রকে (দুবস্যথঃ) সেবা কর। ঋগ্বেদ ১।১১৯।১০।

বঙ্গানুবাদ :—হে রাজা ও প্রজা ! তোমরা উভয়ে শীঘ্র গতিতে গমনাগমন হেতু, যুদ্ধকামী সেনাদের মধ্যে নিরন্তর কার্য্য চালাইবার যোগ্য, শুদ্ধ ধাতু নির্ম্মিত, বহু কর্ম্মের উপযোগী, দুর্ল্লংঘ্য শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা কারী, নানা কল কৌশলে নির্ম্মিত বিদ্যুতের অগ্নিতে জ্যোতির্ম্ময়, সূর্য্য

রশ্মিসদৃশ এবং বার্ত্তাকে নানা স্থানে পৌছাইবার তারযন্ত্রকে যথাযোগ্য ব্যবহার কর। ১০৮

অক্ষয় বেদ অংতি সন্তং ন জহাত্যন্তি সন্তং ন পশ্যতি। দেবস্য
১৯০ পশ্য কাব্যং ন মমার ন জীর্যতি ॥ ১০৯

পদার্থ :—(অংতি সন্তম্) সমীপবর্ত্তী পরমাত্মাকে (ন পশ্যতি) দেখেনা (অন্তি সন্তম্) সমীপবর্ত্তী পরমাত্মকে (ন জহাতি) ছাড়েও না (দেবস্য কাব্যম্) ঈশ্বরের কাব্য বেদকে (পশ্য) দেখ (ন মমার) মরে না (নজীর্যতি) জীর্ণ হয় না। অথর্ব্ব বেদ ১০।৮।৩২।

বঙ্গানুবাদ :—মনুষ্য সমীপবর্ত্তী পরমাত্মাকে দেখেও না, তাঁহাকে ছাড়িতেও পারে না। পরমাত্মার কাব্য বেদকে দেখ ; তাহা মরেও না, জীর্ণও হয় না। ১০৯

শক্তি · তে স্যাম দেব বরুণ তে মিত্র সূরিভিঃ সহ।
২০০ ইষং স্বশ্চ ধীমহি ॥ ১১০

পদার্থ :—(বরুণদেব) হে শ্রেষ্ঠ দেব পরমাত্মন্! (তে স্যাম) আমরা তোমারই হইব (মিত্র) হে মিত্র! (সূরিভিঃ সহ) বিদ্বান ও অন্যান্য বন্ধু:বান্ধবদের সহিত (ইষম্) অভিলষিত ধন (স্বঃ চ) জ্ঞান ও মোক্ষানন্দ (ধীমহি) ধারণ করিব। ঋগ্বেদ ৭।৬৬।৯।

বঙ্গানুবাদ :—হে বরণযোগ্য পরমাত্মন্! আমরা তোমারই হইব। হে মিত্র! আমরা বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে তোমার কৃপায় আমরা জ্ঞান ও মোক্ষানন্দ ধারণ করিব। ১১০

ইত্যোম্

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

—:o:—
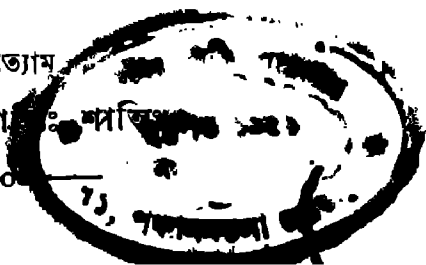
বেদ-পরিচয়

শ্রুতি, ত্রয়ী, অম্নায়, ছন্দ, স্বাধ্যায়, ব্রহ্ম নিগম আদি বেদের বহু নাম ; তন্মধ্যে শ্রুতি, নিগম ও ত্রয়ী নামই সাধারণের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত। বিদ্ ধাতুর উত্তর কারণ ও অধিকরণ কারকে ঘঙ্ প্রত্যয় করিলে বেদ শব্দ সিদ্ধ হয়। বিদ্ ধাতুর অর্থ জানা, অবস্থান করা, লাভ করা ও বিচার করা। যাহা পাঠ করিলে মনুষ্য সত্য বিদ্যা জানিতে পারে, বিদ্বান্ হইতে পারে, সমস্ত সুখ লাভ করিতে পারে এবং সত্যাসত্যের বিচার করিতে পারে—তাহার নাম বেদ। শ্রু ধাতুর উত্তর করণ কারকে ক্তি প্রত্যয় করিলে শ্রুতি শব্দ সিদ্ধ হয়। শ্রু ধাতুর অর্থ শ্রবণ করা। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত যাহাতে মানুষ সমস্ত সত্যবিদ্যা শ্রবণ করিতে পারে তাহার নাম শ্রুতি। এইরূপ বিভিন্ন ভাব ও অর্থ প্রকাশের জন্য বেদের বিভিন্ন নাম। ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যা জানিবার জন্য একই বেদ চারিভাগে বিভক্ত হইয়াছে যথা—ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ। চারিবেদে যথাক্রমে চারি বিষয়ের বর্ণনা আছে, যথা—বিজ্ঞান, কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান। ঋচ্ ধাতুর অর্থ স্তুতি করা অর্থাৎ গুণ প্রকাশ করা ; যে বেদে সব পদার্থের স্তুতি অর্থাৎ গুণ প্রকাশ করা হইয়াছে তাহাই ঋগ্বেদ। যজ্ ধাতুর অর্থ দেবপূজা, সঙ্গতিকরণ ও দান ; যে বেদে মোক্ষ সাধনা ও ইহলৌকিক ব্যবহার অর্থাৎ কর্ম্ম কাণ্ডের বিধান প্রকাশিত হইয়াছে তাহাই যজুর্ব্বেদ। যাহাদ্বারা জ্ঞান ও আনন্দের উন্নতি হয় তাহাই সামবেদ। থর্ব্ব অর্থে সচল এবং অথর্ব্ব অর্থে অচল ; যাহাতে অচল পরমাত্মার জ্ঞান এবং সংশয়ের দোদুল্যমান অবস্থার সমাপ্তি হয় তাহাই অথর্ব্ববেদ। ছন্দ, অথর্ব্বাঙ্গিরস ও ব্রহ্মবেদ এগুলি অথর্ব্ববেদেরই অন্য তিন নাম।

বেদসার সম্পূর্ণ